বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ঃ একটি বিশ্লেষণ

এম ফিল অভিসন্দর্ভ

GIFT

গবেষক
আরতী বিশ্বাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

401342

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. ভালেম চন্দ্র বর্মণ
অধ্যাপক
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
401342

ডিসেম্বর ২০০৪

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে এটি আরতী বিশ্বাসের মৌলিক রচনা। এর কোন অংশ অন্য কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

30/11/04

ড. জালেম চন্দ্র বর্মণ
অধ্যাপক
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Professor
Department of Peace and Conflict Studies
University of Dhaka, Dhaka.

401842

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		i-ii
প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ও গবেষণার যৌক্তিকতা		**১-১৪**
১.১	ভূমিকা	১
১.২	গবেষণার যৌক্তিকতা	১০
১.৩	গবেষণার পরিধি	১১
১.৪	গবেণবণার উদ্দেশ্য	১২
১.৫	গবেষণার বিষয়বস্তু	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভাষা আন্দোলন		**১৫-৪৩**
২.১	ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট	১৫
২.২	ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৮
২.৩	চূড়ান্ত আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ	৩০
২.৪	আন্দোলনের ফলাফল মূল্যায়ন	৩৮
তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন		**৪৪-৫৫**
৩.১	যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি	৪৪
৩.২	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৭
৩.৩	যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও মূল্যায়ন	৫২

401842

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন **৫৬-৬৬**

৪.১ শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি ৫৬

৪.২ শিক্ষা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৯

৪.৩ চূড়ান্ত আন্দোলন ও ফলাফল মূল্যায়ন ৬৫

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন **৬৭-৮১**

৫.১ ছয় দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ৬৭

৫.২ ছয় দফা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫

৫.৩ ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব ৭৯

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান **৮২-৯৩**

৬.১ ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি ৮২

৬.২ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও
৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ৮৬

৬.৩ গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল মূল্যায়ন ৯২

সপ্তম অধ্যায় ঃ ৭০ এর নির্বাচন **৯৪-১০৩**

৭.১ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ৯৪

৭.২ নির্বাচনের ফলাফল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০০

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ঃ ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ **১০৪-১৩৯**

৮.১ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ ১০৪

৮.২ ২৫ মার্চের কালো রাত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১৪

৮.৩ মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ১১৮

৮.৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের তালিকা ১৩০

৮.৫ চূড়ান্ত বিজয় ও ফলাফল মূল্যায়ন ১৩৬

নবম অধ্যায় ঃ স্বাধীন বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা **১৪০-১৮২**

৯.১ সরকার গঠন ও প্রথম নির্বাচন ১৪০

৯.২ ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৮

৯.৩ ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৬

দশম অধ্যায় ঃ উপসংহার **১৮৩-২০৭**

তথ্যপঞ্জি **২০৮-২১৫**

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ দেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং এ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতা এ দেশের রাজনীতিকে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। নিজেদের যোগ্যতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্ররা এ দেশের প্রায় সব ক'টি রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন শুধু তাই নয়, সংসদ, সরকার, সচিবালয়সহ দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল আন্দোলন সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্র-শিক্ষকদের অংশগ্রহণ সর্বজন স্বীকৃত। তাই আমি **"বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান"** শিরোনামের এই গবেষণাকর্মে এ দেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীর অবদানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে আমাকে যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রয়োজনীয় সহায়তা, উপদেশ, নির্দেশনা দান করেছেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় শিক্ষক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ। তাঁর নির্দেশনা ভিন্ন এই গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাই সর্বাগ্রে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পরম শ্রদ্ধেয় স্যার ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণের প্রতি। এছাড়াও আমার বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য শিক্ষকের প্রতি আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন সময়ে আমি এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণের কাছে সহযোগিতার সুযোগ লাভ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণা কাজটি শেষ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ আমার মা, ভাই, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী এবং দেবরদের কাছে, যাঁরা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার কর্মস্থল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, ডাকসু সংগ্রহশালার গোপালদাকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে এবং কম্পিউটারের কাজে যে ছোট ভাইটি সাহায্য করেছে তাকে। সর্বোপরি আমি শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার তত্ত্বাবধায়কের যোগ্যা সহধর্মিনী আমাাদের প্রিয় বৌদিকে, যিনি বিভিন্ন সময়ে তাড়া, বকুনী এবং উৎসাহ দিয়ে এই গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — আরতী বিশ্বাস

ডিসেম্বর ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

১.১ ভূমিকা

১৯২১ সালের ১ জুলাই এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক আবর্তে বাঙালির কাঙ্খিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পূর্বে, পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনায় ছিল অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরী হয় এবং এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতনতা, সংস্কৃতিবোধ, রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাঙালির ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখানকার ছাত্র-শিক্ষকের একান্ত প্রচেষ্টায় পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে মুক্তচিন্তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে মানব কল্যাণ, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং আন্তর্জাতিকতা বোধ বৃদ্ধি পায়। এই শিক্ষিত তরুণদের আদর্শগত ভাবনাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বাঙালির মোহ মুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। তাই পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টি তথা সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা মুক্তচিন্তা, মেধা, মনন ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা দেশের মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা ভাবতেন, কোন কিছুর পরোয়া না করে সত্যি কথা বলতেন। ৭১ এ জাতির দূর্দিনে জনতার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এবং এখান থেকেই শুরু হয়েছে বাঙালি তথা পূর্ব বাংলার যে কোন অধিকার আদায়ের আন্দোলন। তাই ৭১ এ নির্মমভাবে তাদের প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ আর ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সাহসী ভূমিকায় অর্জিত হয়েছে ৭১ এর রক্তে ভেজা বিজয় গাঁথা স্বাধীনতা।

১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর থেকেই এ দেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গভীর গুরুত্ব বহন করে। বাঙালিরা পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিল এক বুক আশা নিয়ে। কিন্তু অল্প দিনেই তাদের সে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়, বাঙালির কাছে উন্মোচিত হয় পাকিস্তানী শাসকের আসল চেহারা। ভাগ্যহত বাঙালি পাকিস্তান আন্দোলনের আকাঙ্খা যখন ভূলুণ্ঠিত হতে বসেছে তখন এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই বাঙালি সমাজকে মুক্তির আলোয় আলোকিত করেছে, সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। বাঙালির অধিকার আদায়ের অগ্রসেনানী এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নেতৃত্ব দিয়ে, দিক-নির্দেশনা দিয়ে এদেশের বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পরিণতি পেলেও এর শুরু হয়েছিল অনেক পূর্বে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সময়কাল বাঙালিদের জন্য এক ঐতিহাসিক মহোত্তম অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সূচনাপর্বে বাঙালির জাতীয়তাবোধ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের লড়াই এক সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে এবং বলা যেতে পারে ১৯৪৭ এর ধর্মভিত্তিক ভারত বিভক্তির অন্ধকারাচ্ছন্ন বৈরী পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রথম বাঙালির মুক্তির লড়াই শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর থেকেই। (করিম, ১৯৯৭ ঃ ১২)

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পূর্ব বাংলায় মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করে। ঢাকাকে রাজধানী করায় এখানে নতুন নতুন অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় এখানকার মানুষ নতুন উদ্যমে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ এর ঘোষণা বাঙালির সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধুলিসাৎ করে দেয়, জনগণের মনে জন্ম নেয় এক প্রচণ্ড ক্ষোভের। সচেতন মহল এটুকু খুব ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে বাঙালির মুক্তি নেই। তাই এদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দাবী তুলেন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আর ১৯১১ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের দুঃখ ভুলানোর জন্য বৃটিশ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আশ্বাসও দেন। (রহমান, ২০০১ ঃ ১, ৩)

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয় মূলতঃ বৃটিশ উপনিবেশ নিয়ন্ত্রিত সমাজে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী জাতিসত্তা বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। তাই ১৯১২ সালে ৩১ জানুয়ারী ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, গাজীপুরের নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, কৃষক নেতা (পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠাতা) এ.কে.এম. ফজলুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিনিধিগণের দাবীর প্রেক্ষিতে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এ বছরই ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বেঙ্গল গভার্নমেন্ট ব্যারিষ্টার রবার্ট নাথানকে সভাপতি করে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে ছিলেন

১. ব্যারিষ্টার রবার্ট নাথান
২. ডি আর কুচলার
৩. ড. রাস বিহারী ঘোষ
৪. নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী
৫. নবাব সিরাজুল ইসলাম
৬. ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক আনন্দ চন্দ্র রায়

Dhaka University Institutional Repository

৭. ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ডব্লিউ এটি আর্চবল্ড

৮. জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়

৯. ঢাকা মাদ্রাসার (বর্তমান কবি নজরুল সরকারী কলেজ) তত্ত্বাবধায়ক, শামসুল উলামা আবু নসর মুহাম্মদ ওয়াহেদ

১০. মোহাম্মদ আলী (আলীগড়)

১১. প্রেসিডেন্সী কলেজের (কলকাতা) অধ্যক্ষ এইচ.এইচ.আর. জেমস

১২. প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সিড ব্লিউ পিক এবং

১৩. সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সতীশ চন্দ্র আচার্য্য।

এই কমিটি ১৯১৩ সালে ইতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং এ বছরের ডিসেম্বর মাসেই এটি অনুমোদন লাভ করে। এছাড়া ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় আইন সভার বাজেট বক্তৃতায় নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী করেন এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে এই প্রতিষ্ঠান তৈরীর বিলম্বের জন্য প্রতিবাদ জানান। এরপরে ১৯১৭ সালের ৬ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য বড় লাট লর্ড চেমসফোর্ড কর্তৃক লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম.ই. স্যাডলার এর সভাপতিত্বে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" নামে একটি কমিশন গঠিত হলে এই কমিশনও ইতিবাচক প্রস্তাব দেয়। ফলে ১৯২০ সালে ১২ জানুয়ারী ভারতীয় আইন সভার সিলেক্ট কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয় এবং এ বছরের ১৮ মার্চ সর্বসম্মতিক্রমে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ গর্ভনর জেনারেল কর্তৃক "দ্যা ইউনিভার্সিটি এ্যাক্ট" অনুমোদন লাভ করলে এর আওতায় ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পথ খুলে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হয় জ্ঞান দান, পরীক্ষা গ্রহণ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বিশেষ সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান, ফেলোশিপ, স্কলারশিপ প্রদান, হল প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ফলে এই আইনের মাধ্যমে তিনটি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ১৯২১ সালের ১ জুলাই বাঙালির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়, শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। (যুগান্তর, ২৯ জুন ০৪ ঃ ৭; ইসলাম, ০৩ ঃ ১১-১৭)

(খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় প্রতিষ্ঠার ফলাফল ও মূল্যায়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কেননা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণই পূর্ব বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরীব মেধাবী ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা ও সরকারী চাকুরীর সুযোগ লাভ করে। বৃদ্ধি পায় জনগণের মধ্যে সচেতনতা, মূল্যবোধের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এবং সমাজের এই শিক্ষিত রাজনৈতিক সচেতন অংশই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ বিলম্বিত হত এবং এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তরান্বিত হত না। তাই এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি এবং এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন হলের প্রভোষ্ট হিসেবে পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের আগমন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব ও মহিমাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের সাবেক অধ্যাপক শ্রী প্রফুল্ল কুমার গুহ "আমাদের এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে স্থাপিত হয়। পনর ষোল বছরের মধ্যেই ইহা ভারত বর্ষের

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান রূপে খ্যাতি অর্জন করে।" (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫-১৭)

প্রথম থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ায় এখান থেকে যে সব শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করে বেরিয়েছেন তাঁরা শুধু বাংলাদেশেই নয় এই উপমহাদেশেও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের মহিমায় উজ্জ্বল হয়েছেন। সাহিত্য জগতে বিশেষ পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেছেন অনেকেই, এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, মন্মথ রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিত দত্ত, প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী, সুদেব বসু প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছেন অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. অমলেন্দু বসু, রিজার্ভ ব্যাংক এর প্রেসিডেন্ট পরেশ ভট্টাচার্য, একাউনটেন্ট জেনারেল ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য ক্ষিতীশ চৌধুরী, বিখ্যাত অর্থনৈতিক ড. অমিয় দাস গুপ্ত, ডি.পি.আই ড. পরিমল রায়, প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট ননী চক্রবর্তী, জেনারেল প্রিন্টারস ও পাবলিশার্স এর সুরেশ চন্দ্র দাস, লীলা রায় (যিনি নারী জাগরণ ও নারী শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃত), এ.ডি.পি.আই করুণাকনা গুপ্ত (যার শিক্ষা জগতে প্রচুর খ্যাতি), অধ্যক্ষা চারুপমা বসু, এরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন তাদের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দীক্ষা। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ২৫, ২৬, ৪১)

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি' প্রবন্ধের ৫০ পৃষ্ঠায় কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রদের যশ ও গৌরবে আমি অতিশয় গর্ব অনুভব করি, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ড. আতীকুল্লাহ, ড. মীর মাসুদ আলী, ড. আনোয়ার হোসেন, ড. আনোয়ারুল হক, ড. গোলাম মুস্তাফা, কাজী ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী (দুজনই উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা), ড. মাহবুব আহমদ, ড. আব্দুল মতিন চৌধুরী, ড. উন্নাস আলী, ড. মুকুন্দ চক্রবর্তী, যারা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও খ্যাত।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি হল বলে পরিচিত ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হলের প্রভোষ্ট ছিলেন এমন কয়েকজন গুণী শিক্ষাবিদ

ঢাকা হল

১. এফ.সি.সি. টার্নার

২. বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ

৩. প্রফেসর সত্যেন্দ্র নাথ বসু

৪. ডক্টর এন.এম. বসু

৫. বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ড. পৃথ্বিশ চন্দ্র চক্রবর্তী

৬. গোবিন্দ চন্দ্র দেব

জগন্নাথ হল

১. ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত

২. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার

৩. ড. হরিদাস ভট্টাচার্য

৪. অধ্যাপক দেবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি

৫. ড. পৃথ্বিশ চন্দ্র চক্রবর্তী

৬. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব এবং

৭. জ্যোর্তিময় গুহ ঠাকুরতা

মুসলিম হল

১. এ. এফ রহমান

২. প্রফেসর ড. আবদুস ছাত্তার সিদ্দিকী

৩. জনাব মাহমুদ হাসান

৪. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

এ সব অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত শিক্ষকদের সংস্পর্শে বিভিন্ন হলের ছাত্রদের মধ্যে মুক্তিচিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক হিসেবে এ সময়ে সেরা বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক ক্ষেত্রেও তাদের সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফুল্ল কুমার গুহ 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধের ৩৮ পৃষ্ঠায় স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, " ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সৌভাগ্য যে এর প্রাথমিক কর্ণধারগণের প্রত্যেকেই এমন একটি উদার চিত্ত ও সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত প্রকৃত শিক্ষকের বিশুদ্ধ একাডেমিক স্পিড ছিল যে তাদের পরিচালনায় প্রথম থেকেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পবিত্র বিদ্যামন্দিরে পরিণত হয়"।

এছাড়াও প্রথম থেকে এই বিদ্যাপীঠটিতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই পরবর্তীকালে সহজেই এদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন, এমন কি দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় পর্যন্ত আসীন হয়েছেন। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু হয়েছে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্টের জয়যাত্রা, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ এর ছয় দফার পক্ষে প্রচার সংগ্রাম, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান সহ ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়, যা বাঙালি জাতিকে একটি আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানের অগ্রসেনানীও এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

১৯৭১ এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে যে অস্থায়ী সরকার ঘোষণা করা হয় তাতে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজ উদ্দিন আহমদ, এই তিনজন ব্যক্তিত্বই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে আওয়ামীলীগ দলের চীফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন এবং গার্ড অব অর্নার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এস.পি

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব উদ্দিন ও অন্যতম অনুষ্ঠান আয়োজক সি.এস.পি তৌফিক ইলাহি চৌধুরী এই তিন ব্যক্তিত্বও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র। এছাড়াও যে সব ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে তাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন।

স্বাধীনতার পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির ধারক ও বাহক যারা, তাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। এছাড়াও বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ক'টি সংসদ নির্বাচন হয়েছে এবং সরকার গঠনের পরে যে ক'টি মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়েছে তার বিরাট অংশ জুড়ে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিভিন্ন ইস্যুতে শুধু আন্দোলন সংগ্রামই করেনি, রাষ্ট্র ক্ষমতায়, সংসদে, সচিবালয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে, প্রশাসনে, বিচার বিভাগে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের সবকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করছেন। আজ যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদের প্রায় সকলেই এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র। এই আদর্শবান শিক্ষকদের আদর্শেই তৈরী হচ্ছে আগামী দিনের দেশ গড়ার সৈনিকেরা। দেশের যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রথম উচ্চারিত হয় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাবেক ছাত্ররাই আজ এদেশের বুদ্ধিজীবী, যাদের মতামত, বুদ্ধি বিবেচনা, দিক-নির্দেশনা, ভাষা সংস্কৃতি, মূল্যবোধ জাতিকে আজও পথ দেখায়। দেশের দুর্দিনে সচেতন সমাজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, এখানকার প্রবীণ-নবীন ছাত্রদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তাই বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙালির বিবেকবোধ, প্রজ্ঞা, মনন, মেধা ও মানসের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, জন্ম হয়েছে জাতীয়তাবোধের এবং এদেশের জনগণ সংগঠিত হয়েছে একাত্ম হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের অধিকার। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ফলেই এদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই জন্ম হয় নেতৃত্বের যা এদেশের রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পর এদেশের জনগণ পাকিস্তানী শাসক কর্তৃক যখন চরমভাবে শোষিত, নির্যাতিত হচ্ছিল তখন প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত, সচেতন সমাজই বাঙালিদের দুর্দিনের কাণ্ডারী হয়ে পাকিস্তানী শাসকের নাগপাশ থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করে আনে। তাই রাজনীতির মত একটি বৃহৎ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে **"বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান"** প্রসঙ্গটিকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ আসনগুলিও অলংকৃত করছেন। আজও যারা বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী। তাই "বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের" অবদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অনেক প্রকাশনা থাকলেও **"বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান"** বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণার কাজ পূর্বে হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার পরিধি

একটি গবেষণার কাজকে বিভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই গবেষণার বিশেষ কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- প্রথমে ভূমিকা, গবেষণার গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান আলোচনা করতে গিয়ে এই ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান এখানে স্থান পেয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফার স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন, ৭১ এর গৌরব গাথা মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থান সহ ৯১, ৯৬, ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উপর এ গবেষণায় মোটামুটি আলোচনা করে রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু আন্দোলন সংগ্রামে নয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক অঙ্গণেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কেও এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল বিষয়বস্তুতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ও গুরুত্বকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও যে সকল বিষয় ও বিশেষ উদ্দেশ্যে গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা

৩. বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের বিভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরা

৪. বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরণীয় ব্যক্তিত্বের ভূমিকা উল্লেখ করা এবং সর্বোপরি

৫. ১৯৪৭ থেকে সম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণা নির্ণয় করা

এ সব বিষয়ের উপর মোটামুটি আলোচনা করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাটি আরও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পরে পাকিস্তানি শাসক চক্রের শোষণ থেকে বাঙালি সমাজকে বের করে এনে মায়ের ভাষা, স্বাধীন একটি দেশ, স্বাধীন একটি সত্তা উপহার দেওয়ার পিছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানটি এ দেশের মানুষকে রাজনৈতিক যে কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে, আন্দোলনে, সংগ্রামে প্রেরণা যোগাবে। কেননা এই গবেষণায় এ দেশের রাজনীতেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণের রাজনীতিসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ সব দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এই গবেষণাটি যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণার বিষয়বস্তু

এই গবেষণায় বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ও ফলাফল মূল্যায়নসহ এই গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার পরিধি, উদ্দেশ্য ও গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ধারাবাহিকতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ চূড়ান্ত আন্দোলন ও ফলাফল এবং আন্দোলনের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনায় যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ৬২ শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, চূড়ান্ত আন্দোলন ও ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক ৬ দফার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ, সমর্থনের কর্মসূচী সহ আন্দোলনের প্রভাব ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকাসহ আন্দোলনের ফলাফল ও তাৎপর্য।

সপ্তম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে ৭০ এর নির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল মূল্যায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়ে ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ২৫ মার্চের ভয়াবহতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের তালিকা, চূড়ান্ত বিজয় ও ফলাফল এবং অস্থায়ী সরকার গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আলোচনা করতে গিয়ে স্বাধীন দেশের সরকার গঠন ও প্রথম নির্বাচন, স্বৈরশাসনের ৯ বছর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থান ও ৯১, ৯৬ এবং ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা, আলোচনা ও উপসংহার টানা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভাষা আন্দোলন

২.১ ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ভাষা আন্দোলন একটি মহান ঐতিহাসিকতা। এই ঐতিহাসিকতার রক্তস্নাত পথ বেয়ে একুশ এসেছে এবং একুশের পথ বেয়ে এসেছে ৭১, এসেছে স্বাধীনতা। আর এই ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার অগ্রসেনানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মাটিতে প্রথম সংগঠিত হয়েছে ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, যা বাঙালি কৃষ্টি, মানস এবং মূল্যবোধকে পাকিস্তানি শাসকদের গ্রাস থেকে রক্ষা করে বাঁচিয়েছে মায়ের ভাষাকে, রক্ষা করেছে দেশ মাতৃকার সম্মান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে এই ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই এই দেশের মানুষ জাতীয়তাবোধে একাত্ম হয়েছে, একই সমান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছে, সুসংগঠিত হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের অধিকার এবং অর্জন করেছে স্বাধীনতার। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যার একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অর্থহীন হয়ে যায়। প্রত্যেক জাতি একটা সংকটময় সময় কাটায় তারপরে কোন অর্জন তাদের কাছে আসে। ১৯৪৭ এ দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার মানুষ এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়, তখন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ নিপীড়নের আসল চেহারা বাঙালির কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এই ভাষা আন্দোলন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রজ্জলিত প্রথম অগ্নিশিখা যা বাঙালির কৃষ্টি, চেতনা ও বিবেককে গভীরভাবে উজ্জীবিত করেছে। আর এই ভাষা আন্দোলনের সুতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মের দোহাই দিয়ে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাঙালি সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষা, ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এই হীন মনোভাব থেকেই প্রথম বৈরিতার সূত্রপাত। পাকিস্তানী শাসকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ও আদি বাংলা শব্দমালাকে বাতিল করে আরবি ও ফরাসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো। মূল বাংলা বর্ণমালাকে ধ্বংস করে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দেয়া এবং বাংলা ভাষাকে ইসলামীকরণ করা। তাই শাসকগণের প্ররোচনায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নিত্য ব্যবহার্য্য ডাক টিকেট, খাম, রেল গাড়ীর টিকেট, বিভিন্ন ধরনের ফরম প্রভৃতিতে ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় লেখা থাকত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বাংলা ভাষার প্রতি এই অপমানে প্রতিবাদ মুখর হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই এ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণের পক্ষে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের, উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিনের বিবৃতির প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রথম ভাষা আন্দোলন শুরু করেন তাঁর তীক্ষ্ণ লেখনির মাধ্যমে। এ বছর ১৯ জুলাই তিনি "পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" শিরোনামে স্বনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে এক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

তৎকালীন পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাষাগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপ

ভাষা	মোট জনসংখ্যা	শতকরা হার
পশতু	৩৫,৮৯,৬২৬	৭.১
বেলুচী	১০,৭৫,৯৯৯	১.৪
সিন্ধী	৪৩,৫৯,২৮৭	৫.৮
পাঞ্জাবী	২,১৪,৬৬,৮১৫	২৮.৪
ইংরেজী	১৩,৭৭,৫৬৭	১.৮
উর্দু	৫৪,১৯,১৩১	৭.২
বাংলা	৪,১২,৯১,৮৮৯	৫৪.৬

উৎসঃ সালাউদ্দিন আহমদ, মোনায়েম সরকার ও ড. নুরুল ইসলাম মঞ্জু সম্পাদিত "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস", ৯৭ ঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিসংখ্যান এটাই প্রমাণ করে সারা পাকিস্তানের ৫৪.৬ শতাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে এবং মাত্র ৭.২ শতাংশ মানুষ উর্দু ভাষী, তাই বাস্তব পরিস্থিতিতে এবং যে কোন বিচারেই বাংলা ভাষা পাকিস্তানী রাষ্ট্রভাষা হবার দাবী রাখে। কিন্তু পাকিস্তানী চক্র এই সত্য অস্বীকার করে বাংলা ভাষার প্রতি তাদের ঘৃণ্য আক্রমণ শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীমহল, বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ সচেতন সমাজ প্রতিবাদ শুরু করেন। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদের চরম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারী এবং এই আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী মহলে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজই বলিষ্টভাবে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই আন্দোলনকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষক মিলে "তমদ্দুন মজলিস" নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের প্রথম প্রকাশ্য দাবী উত্থাপিত হয়। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" এই দাবীকে সার্বজনীন দাবীতে পরিণত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক প্রচেষ্টা তাই গুরুত্বের দাবী রাখে।

১৯৪৭ এর আগষ্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উদ্যোগী ছাত্রদের নেতৃত্বে জন্ম লাভ করে গণতান্ত্রিক যুবলীগের। এদের মধ্যে আতাউর রহমান, কাজী মাহমুদ ইদ্রিস, শহীদুল্লাহ কায়সার, আকলাকুর রহমান, ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ হোয়াহা, অলি আহমদ প্রমুখের উদ্যোগে একটি রাজনৈতিক ছাত্র-কর্মী সম্মেলনের আয়োজন হলে এই সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যমে এবং আইন আদালতে ব্যবহার করার দাবী জানায়। এদিকে ১৯৪৭ এর ২৭ নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজে, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভ বিরাজ করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে "প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি" সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ৬ ডিসেম্বর ডাকসুর নেতৃত্বে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিলিত হয়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক জনাব আবুল কাশেম এবং বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী, এ.কে.এম আহসান প্রমুখ। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রস্তাব পাঠ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসুর সভাপতি ফরিদ আহমদ। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই প্রথম বিশাল জনসভা শেষে ছাত্র মিছিল সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেখানে ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী মোঃ আফজল। এরপর ছাত্ররা প্রাদেশিক মন্ত্রী নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বাস ভবনেও যান এবং বাংলার প্রতি মৌখিক সমর্থন ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস আদায় করে নেন। ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ছাত্রসমাজের সাথে উর্দু সমর্থকদের এক সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং তা ১৩ ডিসেম্বর দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ তথা পূর্ব বাংলার সমগ্র ছাত্রসমাজ ও জনগণ প্রতিবাদে সোচ্চার হয় এবং সুসংগঠিত হতে শুরু করে। এ বছরেই ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি"। এভাবেই ১৯৪৭ এর ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন অনেকটা সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। ১৯৪৮ এর ৪ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের একান্ত প্রচেষ্টায় গঠিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক তৎপরতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক হলে এক ছাত্রকর্মী সভায় এই সংগঠনটির সাংগঠনিক রূপ বিকাশ লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগের প্রথম সাংগঠনিক কমিটি যেসব ছাত্রনেতার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাদের মধ্যে ছিলেন

১. শেখ মুজিবুর রহমান

২. নঈমুদ্দীন আহমদ

৩. আবদুর রহমান চৌধুরী

৪. আবদুল মতিন

৫. অলি আহাদ

Dhaka University Institutional Repository

৬. মোহাম্মদ তোয়াহা

৭. আজিজ আহমদ

৮. মফিজুর রহমান

৯. নওয়াব আলী

১০. শেখ আব্দুল আজিজ

১১. নুরুল কবীর

১২. আবদুল জজ

১৩. সৈয়দ নুরুল আলম

১৪. আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য

(ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ৯৪ঃ ১৪)

পরবর্তীকালে সকল আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র সংগঠনটি সাহস আর দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দিয়ে বাঙালির অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৮ এর জানুয়ারীতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে আলোচনা করেন। ১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে দেখা করে একই দাবী জানান। ২৩ ফেব্রুয়ারী গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত বাংলাকে গণ-পরিষদের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়ে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিমলীগের সদস্যদের তীব্র বিরোধীতা ও পাকিস্তানী শাসকচক্রের হীন চক্রান্তে প্রস্তাবটি

Dhaka University Institutional Repository

বাতিল হয়ে যায় এবং গণ-পরিষদ পাকিস্তানের স্বার্থে "একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা" করার অভিমত ব্যক্ত করে। গণ-পরিষদের এই সিদ্ধান্ত পূর্ব বাংলার মানুষকে ব্যথিত করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ২৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ গণ-পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ কলেজ, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল কলেজ সহ প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হয়ে হরতাল, সভা, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই আন্দোলন ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহীতে গোলাম রহমান, দিনাজপুরে দাবিরুল ইসলাম, বগুড়ায় কবি আতাউর রহমান, যশোরে আলমগীর সিদ্দিকী, সিলেটে হাজেরা মাহমুদ বিভিন্ন এলাকার ছাত্রদের সংগঠিত করে আন্দোলনের কর্মসূচী পালন করতে থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ভাষা আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে এই সভায় প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়। প্রত্যেক সংগঠন ও হল থেকে প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই পরিষদ গঠন করা হয়। সভায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিলেন

১. শেখ মুজিবুর রহমান
২. তাজউদ্দিন আহমদ
৩. মুহাম্মদ তোয়াহা
৪. কাজী গোলাম মাহবুব
৫. শহীদুল্লাহ কায়সার
৬. সরদার ফজলুল করিম

Dhaka University Institutional Repository

৭. বাসর উদ্দীন আহমদ

৮. শামসুল হক

৯. আনোয়ারা খাতুন

১০. অধ্যাপক আবুল কাশেম

১১. তফাজ্জল আলী

১২. অজিত গুহ

১৩. নঈম উদ্দীন আহম্মদ

১৪. শামসুল আলম

১৫. রনেশ দাস গুপ্ত

১৬. লিলি খান (ইসলাম, ৯৪ ঃ ৬১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র নেতাদের প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এই সভায়ই সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ১১ মার্চ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসীন হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর নেতৃত্বে সংগঠনটি আরো সুসংগঠিত হয়, ফলে দলে দলে ছাত্র-ছাত্রী এই সংগঠনের পতাকা তলে এসে দাঁড়ায় এবং ভাষা আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ১৯৪৮ এর ১১ মার্চ সমগ্র দেশে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। সচিবালয়ের প্রথম গেটে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান সহ শামসুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব, শওকত আলী, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক গোলাম প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন এবং ছাত্র মিছিলে পুলিশ ব্যাপক লাঠি চার্জ করে। এর প্রতিবাদে ১২ মার্চ বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ, ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট পালন এবং ১৪ মার্চ সমগ্র পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনের তীব্রতার মুখে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেন। ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছাত্রনেতাদের এক আলোচনা সভা বসে। অনেক তর্কবিতর্কের পরে ছাত্রদের আনিত দাবীর প্রতি খাজা নাজিমুদ্দিন সম্মতি জ্ঞাপন করেন। যে চুক্তিতে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি জ্ঞাপন করেন তা ছিল নিম্নরূপ

১. বন্দিমুক্তি

২. তদন্ত অনুষ্ঠান

৩. শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালু

৪. জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

৫. আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা

৬. সংবাদপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

৭. পরবর্তী এপ্রিল মাসে প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ আইন সভার অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব উপস্থাপন

চুক্তি অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান সহ ছাত্র বন্দীরা মুক্তি পেলেও এই চুক্তিতে বাংলা ভাষার প্রশ্নটি ছিল অমীমাংসিত তাই ছাত্রনেতারা এতে খুশি হতে পারেনি বরং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৯ মার্চ ঢাকা আসেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে এবং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে জোরাল বক্তব্য রেখে ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেন, "I tell you Urdu alone shall be the State Language of Pakistan" – সাথে সাথে সভায় উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নো নো বলে এর প্রতিবাদ জানায়। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্রদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জিন্নাহ রেসকোর্সের ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়। জিন্নাহ্ ভাবতেই পারেননি তার কথায় এমন তীব্র প্রতিবাদের সাহস পূর্ব বাংলার কারো থাকবে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভিক ছাত্রসমাজ সেদিন ধ্বনি তুলে ছিল, "We want Bengali" এই ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক অভাবনীয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল জিন্নাহর সাথে দেখা করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। কিন্তু জিন্নাহ্ ছাত্রদের এ দাবী দম্ভভরে অগ্রাহ্য করলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষার দাবীতে গণ-আন্দোলন শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ধ্বনি কণ্ঠে ধারণ করে রাজ পথের মিছিলে শরিক হয়। অচিরেই এই আন্দোলন সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৮ এর এপ্রিলে পূর্ব বাংলার আইন সভায় "বাংলা ভাষা বিষয়ক" একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু মুসলিমলীগ সরকার এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ না নিয়ে তাদের দমননীতি আরো জোরদার করেন এবং বাংলা বর্ণমালার সংস্কার, আরবি হরফে লেখা ইত্যাদি উদ্ভট পরিকল্পনা নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এ সময় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে ১১ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান সহ অনেক ছাত্রনেতা ও ছাত্র গ্রেফতার হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৪৮ এর শেষের দিকে পাকিস্তান পতাকার শীর্ষে "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" লিখে ফ্লাগ ডে পালন করে। ২০ সেপ্টেম্বর করাচীতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী দম্ভের সাথে ঘোষণা করেন, "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা"। এক মাস পরে

Dhaka University Institutional Repository

ময়মনসিংহে এক জনসভায়ও তিনি একই কথা বলেন এবং ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন। নভেম্বরে তিনি আবারও পূর্ববঙ্গ সফরে এসে ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এক ছাত্র সভায় কৌশলে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য দেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সেদিন তার হাতে যে মানপত্রটি দিয়ে ছিলেন তাতে সুন্দরভাবে ২টি দাবী জানানো হয়

১। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে

২। কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে

এ সময় পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী একটি গণবিরোধী মূলনীতি প্রকাশ করে, যার ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রস্তাবিত সংবিধান প্রণীত হবে। এখানে "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা" কথাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া ২৭ ডিসেম্বর করাচীতে শিক্ষা সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান উর্দুকে পাকিস্তানী রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে আরবী হরফে বাংলাকে চালুর সুপারিশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জ্ঞান তাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ৩১ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারী ১৯৪৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে যে দুঃসাহসিক বক্তব্য রাখেন তা ছিল নিম্নরূপ

"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে, কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো'টি নেই।" (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ এর ৮ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ব্যানারে জুলুম দিবসের ডাক দিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান, নাদেরা বেগম, নঈম উদ্দীন আহমদ সহ অনেক ছাত্রনেতা বাংলা ভাষার পক্ষে তাদের জোরাল বক্তব্য প্রদান করেন। সভা শেষে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হলে পুলিশ তাতে লাঠি চার্জ করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছিল নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে ধর্মঘট, ৩ মার্চ কর্মচারী ধর্মঘটের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ। এ ছাড়াও ১৯৪৮ এর ১১ মার্চের প্রতিবাদ দিবসের স্মরণে এ বছর দিবসটি পালনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ধর্মঘটে এগিয়ে যাবার অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাঁরা ছিলেন

৪ বছরের জন্য বহিস্কৃত

১. দবিরুল ইসলাম
২. আবদুল হামিদ
৩. অলি আহাদ
৪. আবদুল মান্নান
৫. উপাপতি মিত্র ও
৬. সমীর কুমার বসু

হল থেকে বহিস্কৃত

৭. আবদুর রহমান চৌধুরী
৮. জালাল উদ্দিন আহমেদ
৯. দেওয়ান মাহবুব আলী

Dhaka University Institutional Repository

১০. আবদুল মতিন

১১. আবদুল মতিন খাঁ চৌধুরী

১২. আবদুল রশিদ ভূঁইয়া

১৩. হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ

১৪. আবদুল মতিন খাঁ

১৫. নুরুল ইসলাম চৌধুরী

১৬. সৈয়দ জামাল কাদেরী

১৭. আবদুস সামাদ

১৮. সিদ্দিক আলী

১৯. আবদুল বাকি

২০. জে পাত্রনবিশ

২১. অরবিন্দু বসু

পনর টাকা জরিমানা

২২. শেখ মুজিবুর রহমান

২৩. কল্যাণ দাস গুপ্ত (সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা হল)

২৪. নঈম উদ্দিন আহমদ (আহ্বায়ক পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ)

২৫. নাদিরা বেগম

২৬. আবদুল ওয়াদুদ এবং

দশ টাকা জরিমানা

২৭. লুলু বিলকিস বানু

শেখ মুজিবুর রহমান এই জরিমানা না দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে বহিস্কৃত হন। এই শাস্তির প্রতিবাদে ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সহ সমগ্র রাজপথ দখল করে রাখে, মিছিলে ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান, দবিরুল ইসলাম সহ অনেক ছাত্রনেতা ও ছাত্র গ্রেফতার হয়। তখন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে এক গভীর ক্রান্তিকাল চলছিল। কারণ এ সময় হাজং কৃষক আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, নাচোলে কৃষাণ অভ্যুত্থান ইত্যাদির ফলে সরকারের দমননীতি এমন চরমে পৌছে যে, পূর্ব বাংলার মানুষের দিশেহারা অবস্থা। এই দুর্দিনের ২৩-২৪ জুন পুরনো ঢাকার রোজ গার্ডেনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় বাঙালির কাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবাদী সংগঠন "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিমলীগ"। এখানেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের নেতৃত্ব লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, প্রথম সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ও খন্দকার মুস্তাক মনোনীত হন। এই সংগঠনটি বাঙালির চরম দুঃসময়ে জনগণের পাশে দাঁড়ায় এবং তাদের প্রধান দাবী "বাংলা ভাষা" ও স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে ব্যাপক জনসমর্থন অর্জন করে। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের যৌথ প্রচেষ্টায় ভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে চরম পরিনতির দিকে এগিয়ে যায়।

১৯৫০ এর ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পালিত হয় "বিক্ষোভ দিবস" এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র জমায়েতে নতুন করে গঠিত হয় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতিনকে আহবায়ক করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। কমিটিতে উল্লেখ্যযোগ্য ছাত্র নেতৃত্ব যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাবিবুর রহমান সেলি, তাজউদ্দিন আহমদ, আনোয়ারুল হক, দবিউর রহমান, মাকসুদ আহমেদ, মোশারফ হোসেন, আবদুর ওদুদ, নুরুল আলম, সালাহউদ্দিন,

Dhaka University Institutional Repository

নুরুল আলম চৌধুরী প্রমুখের সমাবেশ ঘটায় ভাষা আন্দোলন দ্রুত গতিতে বেগবান হতে শুরু করে। এ সময় পাকিস্তান গণ-পরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয় এবং মুসলিমলীগ সরকার প্রত্যক্ষ মদদ দিয়ে উর্দুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। ফলে হাজার হাজার বাঙালি হিন্দু প্রতিবেশী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। সরকারের চরম দমননীতি ও বিভিন্ন অরাজকতার ফলে ভাষা আন্দোলনটি একটি নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পূর্ব বাংলার মানুষের সকল দাবী-দাওয়ার পাশাপাশি ভাষার দাবীটিকেও টিকিয়ে রেখে পাকিস্তানী শাসকচক্রের সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ চূড়ান্ত আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ

১৯৫১ সালে ভাষা আন্দোলনের দাবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী জানিয়ে সমগ্র পূর্ব বাংলার লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ প্রমুখের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ও কাজী মোতাহার হোসেন স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি ২৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের কাছে প্রদান করা হয় এবং ১১ মার্চকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণের পাশাপাশি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি লিফলেট বিতরণ করে ছাত্রদের বাংলা ভাষা আন্দোলনে শরিক হতে আহ্বান জানায় এবং শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সচেষ্ট হয়। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল

১. ১৯৫১ এর ১১ এপ্রিল গণ-পরিষদ সদস্যদের কাছে বাংলা ভাষার দাবীতে স্মারকলিপি প্রদান।

২. ১৯৫১ এর ৮ সেপ্টেম্বর একটি ইস্তেহার প্রকাশ, যাতে উল্লেখ থাকে প্রত্যেক এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করার নির্দেশ এবং প্রত্যেক এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আহ্বান। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভাষার প্রশ্নটিকে পূর্ব বাংলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু করে তুলেন।

১৯৫২ সাল বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বছর। হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য এক পাতা ঝরা বসন্তে গর্জে উঠেছিল

Dhaka University Institutional Repository

এদেশের দামাল ছেলেরা, রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ঢাকার রাজপথ সালাম, রফিক, বরকতের রক্তে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আমাদের ভাষার দাবী "মাতৃভাষা বাংলা"। চূড়ান্ত আন্দোলনের এই বছরে ২৬ জানুয়ারী পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিম উদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় দম্ভের সাথে ঘোষণা করেন, "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"। পরদিন দৈনিক সংবাদ, মর্নিং নিউজ এবং আজাদ পত্রিকায় তার বক্তব্য হেডলাইনে প্রকাশিত হলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপোষহীন ছাত্রসমাজ ২৭ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ছাত্র সভায় এই দম্ভোক্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়। এই বিশাল জনসভার প্রকাশ্য বক্তৃতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী সর্বপ্রথম এম.এ জিন্নাহ এর ৪৮ এর উক্তি, লিয়াকত আলীর হুশিয়ারী এবং খাজা নাজিম উদ্দিনের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হবার উদাত্ত আহ্বান জানান। এই ডাকে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের পাশে এসে দাঁড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল মতিনের রাষ্ট্রভাষা ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সম্মিলিত অংশগ্রহণে ভাষা আন্দোলন দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং ৩০ জানুয়ারী সফল ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারী রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ডাকে ঢাকা বার লাইব্রেরীতে তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে জন্ম লাভ করে "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"। এ পরিষদে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম

১. সভাপতি- মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (আওয়ামী মুসলীম লীগ)
২. আবুল হাসিম (খেলাফতে রব্বানী পার্টি)
৩. শামসুল হক (আওয়ামী মুসলীম লীগ)
৪. আবদুল গফুর (সম্পাদক, সাপ্তাহিক দৈনিক)

Dhaka University Institutional Repository

৫. আবুল আহমদ (সভাপতি, লেবার ফেডারেশন)

৬. খয়রাত হোসেন (সদস্য, পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ)

৭. আনোয়ারা খাতুন (সদস্য, পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ)

৮. আলমাস আলী (আওয়ামী মুসলীম লীগ)

৯. আবদুল আউয়াল (আওয়ামী মুসলীম লীগ)

১০. আবদুর রহিম (সভাপতি, রিক্সা ইউনিয়ন)

১১. মোহাম্মদ তোয়াহা (সহ-সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ)

১২. অলি আহাদ (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ)

১৩. শামসুল হক চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ছাত্রলীগ)

১৪. খালেক নেওয়াজ খান (সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ)

১৫. কাজী গোলাম মাহবুব (আহ্বায়ক, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ)

১৬. মির্জা গোলাম হাফিজ (সিভিল লিবার্টি কমিটি)

১৭. মহিবুল হক (সলিমুল্লাহ মুসলীম হল)

১৮. শামসুল আলম (ফজলুল হক মুসলীম হল)

১৯. আনোয়ারুল হক খান (ফজলুল হক মুসলীম হল)

২০. গোলাম মাওলা (ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ)

২১. সৈয়দ নুরুল আলম (ছাত্রলীগ পূর্ব পাকিস্তান)

২২. মোহাম্মদ নুরুল হুদা (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)

২৩. আবদুল মতিন (আহ্বায়ক, ঢাঃ বিঃ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ)

২৪. আখতার উদ্দীন আহমদ (পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ) ও

২৫. শওকত আলী

Dhaka University Institutional Repository

এই সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এই পরিষদের প্রথম বৈঠকেই স্থির হয় ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস পালন, সমগ্র পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক ধর্মঘট সহ শোভাযাত্রা ও জনসভা আয়োজনের কথা। ২১ ফেব্রুয়ারী ছিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু, আর তাই কেন্দ্রীয় পরিষদ এই দিনটিকে "ভাষা দিবস" হিসেবে গ্রহণ করে। (আহমদ, সরকার, মঞ্জুর, ৯৭ ঃ ৪৪)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জানুয়ারীর ছাত্রসভা থেকে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হয় এবং এখানেও ২১ ফেব্রুয়ারী ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়। ৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফল ধর্মঘট পালিত হয় এবং এতে নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের নেতৃবৃন্দ, সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা গাজীউল হক। এভাবে এই তিনটি সংগঠন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলন চরম পরিনতির দিকে উপনীত হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী বিকেলে হঠাৎ করে সমগ্র ঢাকা শহরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ মধুর ক্যান্টিনে বসে যখন ২১ এর কর্মসূচী সফল করার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তখন তাদের কাছে এই খবর আসে। এই রাতে নবাবপুর আওয়ামী লীগ অফিসে খেলাফত রব্বানী পার্টির আবুল হাসিমের সভাপতিত্বে একটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আবদুল লতিফ, অলি আহাদ, ফজলুল হক, শামসুল আলম প্রমুখের বিরোধীতা সত্ত্বেও সভায় পরদিনের ১৪৪ ধারা না ভাঙ্গার পক্ষে রায় হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এই রায়ের বিরোধিতা করে, এই রাতেই ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, ২১ ফেব্রুয়ারীর ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার এবং সফল হরতাল পালনের। এই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ে একটি গোপন বৈঠকে যেসব ছাত্রনেতা মিলিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন

১. গাজীউল হক (বিশিষ্ট আইনজীবী)
২. হাবিবুর রহমান শেলী (সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি)
৩. মোহাম্মদ সুলতান (বামপন্থী নেতা)
৪. এম.এ. বারী এ.টি (বি.এন.পি'র প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী)
৫. আনোয়ারুল হক খান (মুজিবনগর সরকারের তথ্য সচিব)
৬. জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের প্রাক্তন মন্ত্রী)
৭. আবদুল মোমেন (প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা)
৮. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন শহুদ (অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
৯. এম.আর. আখতার মুকুল (সাংবাদিক ও বেতার কথক)
১০. মঞ্জুর হোসেন (বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ) এবং
১১. আনোয়ার হোসেন প্রমুখ ছাত্রনেতা।

বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাগণ পরের দিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার কর্মসূচী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং অন্যান্য ছাত্রদের সংগঠিত করেন।

আজ থেকে ৫০ বছর আগে ১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার দিনটি বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। ঐদিন সকাল থেকেই ঢাকা শহরতলী থেকে স্কুলের ছাত্রদের ছোট ছোট মিছিল এসে জমায়েত হতে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা

Dhaka University Institutional Repository

গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ও এম.এর. আখতার মুকুল, সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন শহুদ, আবদুল মতিন, শামসুল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, আবদুস সামাদ আজাদ, ইব্রাহীম তোয়াহা প্রমুখের নেতৃত্বে এই জনসভা শেষে বিশাল মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে ঘিরে রাখে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, ১৪৪ ধারা মানিনা ইত্যাদি শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছিল। নির্দেশ মত দশজনী মিছিল শুরু হয় এবং প্রথম দশজনী মিছিলের নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়মুখ মেধাবী ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী, দ্বিতীয় দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুস সামাদ আজাদ ও ইব্রাহীম তোয়াহা, তৃতীয় দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনোয়ারুল হক ও আবু জাফর, চতুর্থ দফায় মেয়েদের একটি মিছিল স্বেচ্ছায় গ্রেফতারের জন্য রাজপথে নামার সাথে সাথে একটার পর একটা দল রাস্তায় এসে দাড়ালে পুলিশ অবিরাম লাঠি চার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়ে। এসব উপেক্ষা করে ছাত্ররা এগিয়ে গেলে হাবিবুর রহমান শেলী সহ বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে পুলিশ ট্রাকে তোলে পুলিশ ষ্টেশনে আটকে রাখে। শুরু হয়ে যায় পুলিশ-ছাত্রের ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া। গাজীউল হক সহ বহু ছাত্র আহত হয়। পুলিশী নিপীড়নে ছাত্ররাও হয় মারমুখী, একটি মিছিল মেডিকেল হোষ্টেলের রাস্তায় যাচ্ছিল এমন সময় কোন রকম পূর্ব সংকেত ব্যতীত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোরেশীর নির্দেশে একদল সশস্ত্র পুলিশ মেডিকেল হোষ্টেলের উল্টো দিক থেকে পজিশন নিয়ে নির্মমভবে গুলি ছুড়তে থাকলে টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় কেউ কিছু বোঝার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কয়েকটি অমূল্য জীবন। অসংখ্য ছাত্র হয় আহত।

ছাত্র হত্যা ও গুলি বর্ষণের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সরকারী অফিস-আদালত, দোকান-পাট, যানবাহন সব স্তব্ধ হয়ে যায়, স্রোতের মত মানুষ এগিয়ে যায় ঢাকা মেডিকেলের দিকে। পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনেও গুলির প্রতিবাদে হয় হট্টগোল এবং বিরোধী দলীয় সদস্যগণ এর প্রতিবাদে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন। ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে ঐ দিন বিকাল চারটা নাগাদ হরতাল শুরু হলে চারিদিকে সংঘর্ষ ছড়িয়ে যায় এবং অনেক ছাত্র-জনতা গ্রেফতার ও আহত হয়। রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের উদ্যোগে মেডিকেল কলেজ হোষ্টেলের এক বৈঠকে গঠন করা নতুন "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ"। এই পরিষদ পরবর্তীতে যে কর্মসূচী নির্ধারণ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল

১। ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন পূর্ণ হরতাল

২। ২২ ফেব্রুয়ারী সকাল ১১টায় মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে জানাযা ও শোক মিছিল।

এদিকে সরকার সন্ধ্যায় জারী করেন সান্ধ্য আইন এবং তলব করেন সেনাবাহিনী। সশস্ত্র পাহারায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন ঢাকা বেতার থেকে ছাত্রসমাজকে আপত্তিকর ভাষায় তিরস্কার করেন। পরদিন লাশ নিয়ে মিছিল হবার কথা। কিন্তু সরকার রাতের অন্ধকারে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সহায়তায় লাশগুলি ছিনিয়ে নিয়ে আজিমপুরে কবর দিয়ে দেয়। পরদিন মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের জানাযায় শরিক হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সর্বস্তরের মানুষ। লাশ ছিনিয়ে নেওয়ার খবরে সবাই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন, শুরু হয় গায়েবানা জানাযা ও পরে শোক মিছিল। ঢাকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার মিছিলে পুলিশ হামলা চালালে ১ জন নিহত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা মর্নিং নিউজ পত্রিকার ছাপাখানা জুবিলী প্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পুলিশের বুলেট কেড়ে নেয় নবাবপুর রোডে ২৮ বছরের যুবক শফিউর রহমানের প্রাণ। ২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হল থেকে নবগঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের নির্দেশে নিম্নরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়

Dhaka University Institutional Repository

১। সমস্ত দিন ব্যাপী পূর্ণ হরতাল হবে

২। কল-কারখানা, দোকান-পাট, অফিস-আদালত, যানবাহন সব বন্ধ থাকবে

৩। শুধুমাত্র ২ ঘন্টার জন্য কাঁচা বাজার খোলা থাকবে

ঢাকার সমস্ত জনতা এই কর্মসূচীর প্রতি সেদিন পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং কর্মসূচী পালনে অংশগ্রহণ করে। পুলিশের নির্মম বুলেট মেডিকেল কলেজের যে প্রাঙ্গণ শহীদদের রক্তে রঞ্জিত করেছে, রাতারাতি সেখানে একটি শহীদ মিনার তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয় ছাত্রসমাজ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারী ভোরের মধ্যে তা সম্পন্নও করে ফেলে। এই খবর বাতাসের মত ছড়িয়ে যায় ঢাকা শহরের অলিতে গলিতে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র সহ সর্বস্তরের মানুষ বাঙালির অহংকার "শহীদ মিনারের" পাদদেশে এসে জমায়েত হয় এবং ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় শহীদ মিনারের বেদীমুল। ভাষা আন্দোলনের এ চূড়ান্ত পর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বেই পুরো আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ ভাষা আন্দোলনের ফলাফল মূল্যায়ন

ভাষা আন্দোলনের ফলাফল সুদূর প্রসারী। এই আন্দোলনই বাঙালির মানস, বুদ্ধি, বিবেককে প্রথম জাগ্রত করেছে। পাকিস্তানী অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ ও সু-সংগঠিত হতে শিখেছে। এই আন্দোলনের পরেই শুরু হয়েছে এদেশে সাংস্কৃতিক উন্মেষের ধারা, যার ফলশ্রুতিতে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মীরা সংগঠিত হয়ে আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে "কুমিল্লা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের"। ১৯৫২ এর ২২, ২৩ ও ২৪ আগষ্টের সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদ অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও ঢাকা থেকে যেসব সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এই সম্মেলনে যোগ দেন তাদের মধ্যে

১. ড. আবু মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ
২. অধ্যাপক আহমদ শরীফ
৩. বেগম সুফিয়া কামাল
৪. ড. কাজী মোতাহার হোসেন
৫. ড. আহমদ হোসেন দানী
৬. কবি রওশন ইজদানী
৭. শিল্পী কামরুল হাসান
৮. শিল্পী আমিনুল ইসলাম
৯. হাসান হাফিজুর রহমান
১০. মোস্তফা নুরুল ইসলাম ও
১১. ফজলে লোহানী

প্রমুখ উল্লেখযোগ্য এবং যাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ছাত্র। এই সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংসদের নাটক 'জবানবন্দী' সম্মেলনের সবার

Dhaka University Institutional Repository

নজর কেড়েছিল। এভাবে পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষার দাবীতে সাংস্কৃতিক উন্মেষের ধারা বিস্তৃতি লাভ করে এবং একই ধারায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বায়ত্বশাসন, ছয় দফা ও স্বাধিকার আন্দোলন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা, আর এসব আন্দোলন, সংগ্রাম ও কর্মকাণ্ডের মূল নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সমাজ।

১৯৫২ এর ২১ ফেব্রুয়ারীর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নেতা ছিলেন জেলে বন্দী, বাকিরা হুলিয়া, গ্রেফতার এড়াতে অনেকটা অন্তরালে, সরকারের সীমাহীন নির্যাতন, ছাত্রাবাস বন্ধ ইত্যাদির কারণে আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ভিতরে ভিতরে সংগঠিত হয়ে ১৯৫৩ এর ২১ ফেব্রুয়ারী ১ম বর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা অলি আহাদ সহ বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রনেতা, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী কারাগারে থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আওয়ামী লীগের তৎকালীন সহ-সভাপতি আতাউর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে নতুন রাষ্ট্রভাষা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ২১ এর ভাষা দিবসে নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে

১। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারী শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে রোজা ও

২। ২১ ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা

১৮ ফেব্রুয়ারী সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রনেতাকে সচিবালয়ের ইডেন বিল্ডিং-এ ডেকে পাঠান। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুস সামাদ, মোহাম্মদ সুলতান, আখতার উদ্দিন, শামসুল হক, জিল্লুর রহমান, ইব্রাহীম তোয়াহা, গাজীউল হক এবং সরকার পক্ষে চীফ সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইসহাক,

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

আই.জি. দোহা এবং জিওসি জেনারেল আদম উত্তপ্ত আলোচনা করেন। স্থির হয় ছাত্ররা সুশৃংখলভাবে মিছিল শেষ করবে এবং পুলিশ মিছিলের ১০০ গজ সামনে পিছনে থাকবে না।

২১ ফেব্রুয়ারী মিছিল শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে। মিছিলের সামনে আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, ইমাদুল্লাহ প্রমুখ নেতৃত্ব দেন যারা প্রায় প্রত্যেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মিছিলের অগ্রভাগে কালো পতাকাটি বহন করে চলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র গাজীউল হক কখনো বা আব্দুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী। মিছিলে সবার নজর কাড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ছাত্র-শিক্ষকদের পরম মমতায় আঁকা বিভিন্ন লেখা, পোষ্টার ও ফেষ্টুন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষক শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, শফিক উদ্দিন, চারুকলার ছাত্র আমিনুল ইসলাম, রশীদ চৌধুরী, বিজন চৌধুরী, মর্তুজা বশীর, কাজী ইদ্রিস, মুকতাদির প্রমুখ ২১ ভাষা দিবস উপলক্ষে এ পোষ্টাগুলি সাজিয়ে ছিলেন অকৃত্রিম ভালোবাসায়। ২১ এর মিছিল সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে জমায়েত হয় আরমানিটোলার ময়দানে। জনাব আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বন্দী মুক্তি ও বাংলা ভাষার দাবী জানিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান, ইমাদুল্লাহ প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাগণ। ঐ দিন ২১শের প্রথম বার্ষিকীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় "একুশে ফেব্রুয়ারী" নামে প্রকাশিত হয় একটি সংকলন যা বাঙালির ইতিহাসে এক অমূল্য দলিল।

ভাষা আন্দোলনের সফলতা, বিফলতা যাই থাকুক বাঙালি একত্রিত হয়ে বাংলা ভাষার দাবীতে তখনকার দিনে যে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এই আন্দোলনের পথ ধরেই প্রাদেশিক পরিষদে বাংলা ভাষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত দান করা হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো বাঙালির ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১

Dhaka University Institutional Repository

ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" ঘোষণা করায় সমগ্র বিশ্বে বাংলা ভাষা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। আজ বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, আর এই প্রতিষ্ঠার পিছনে যে সব বরণীয় ব্যক্তিত্বের নিরলস পরিশ্রম, আত্মত্যাগের কথা ইতিহাসে সাক্ষ্য দিচ্ছে তাদের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক। ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখেছি, এই আন্দোলনের পথিকৃৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক যারা পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ মুজিব, ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১ এর প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখে বাংলার মানুষের চোখের মনি হয়েছিলেন, পেয়েছিলেন "বঙ্গবন্ধু" জাতির জনক উপাধী, হয়েছিলেন রাষ্ট্রনায়কও। তাজউদ্দিন আহম্মেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্রনেতা, তিনি ৫২'র থেকে ৭১ এর প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পরাধীন বাংলাকে স্বাধীন করে স্বাধীন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সহ বরেণ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মোহাম্মদ তোয়াহা যিনি পরবর্তীতে জাদরেল বামপন্থী নেতা, শহীদুল্লা কায়সার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের একজন, সরদার ফজলুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত কলামিষ্ট, বাসর উদ্দীন আহমদ চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত হয়েছেন, আনোয়ারা খাতুন প্রাদেশিক পরিষদের এককালীন সদস্য, শামসুল হক আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক, অজিত গুহ একজন প্রগতিশীল লেখক, নঈম উদ্দিন আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ নেতা, গাজীউল হক বিশিষ্ট আইনজীবী, হাবিবুর রহমান শেলী সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, এস.এ বারি এটি, বি.এন.পি'র প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী, আনোয়ারুল হক খান মুজিবনগর সরকারের তথ্য সচিব, জিল্লুর রহমান আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী, সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ অধ্যাপক, এম.আর. আখতার মুকুল বিশিষ্ট সাংবাদিক, প্রবন্ধকার ও বেতার কথক ও লেখক, মোহাম্মদ সুলতান বামপন্থী নেতা, আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গোলাম মাহবুব বিশিষ্ট আইনজীবী, আবদুস সামাদ আওয়ামী লীগের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মুনীর চৌধুরী বিশিষ্ট লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ, বিচারপতি মুনিম চৌধুরী, সচিব কফিল উদ্দিন মাহমুদ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শামসুর রহমান, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হাসান হাফিজুর রহমান, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল মতিন, রাজনীতিবিদ অলি আহাদ, সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাহিত্যিক মোতাহার হোসেন, আবদুল মোমেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করে যে সব ব্যক্তিত্ব জন প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক, যাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ৫২'র ভাষা আন্দোলন সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। এছাড়াও বাংলাদেশের সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এবং একুশকে কেন্দ্র করেই। একুশের শহীদদের নিয়ে রচিত মুনীর চৌধুরীর "কবর নাটক" আবদুল গাফফার চৌধুরীর "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো" হৃদয় স্পর্শী সংগীত, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলন "একুশে ফেব্রুয়ারী", এই ৩টি সাহিত্যকর্মই বাংলা সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি এবং ৩ জন সাহিত্যিকই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক। মূলতঃ পঞ্চাশ দশকে ৫২'র ভাষা আন্দোলন এবং ৫৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত "সাহিত্য সম্মেলনের" ভিতর দিয়েই পূর্ব বাংলায় এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে। আর এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে আবির্ভূত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে এক ঝাঁক নতুন সাহিত্যিকদের মুখ, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শামসুর রহমান, হাসান

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সায়ীদ আতিকুল্লাহ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, সানজিদা খাতুন, জামিল চৌধুরী, সাঈদ আহমেদ, শিল্পী হামিদুর রহমান, মর্তুজা বশির, আনিসুজ্জামান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন শুধু মায়ের ভাষা বাংলাকেই প্রতিষ্ঠা করেনি, এনে দিয়েছে একটি স্বাধীন স্বত্তা, একটি স্বাধীন দেশ। আর এ কৃতিত্ব পুরোপুরি না হলেও প্রায় সবটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণের। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

৩.১ যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি

ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতি এই চরম সত্যটি উপলব্ধি করেছিল যে, কোন শাক্তিশালী ও সুসংগঠিত সংগঠন ভিন্ন কোন আন্দোলন সংগ্রামই সফল হতে পারে না এবং কোন দাবীও আদায় করা যায় না। এরই প্রেক্ষিতে ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পরে গঠিত হয় "পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ৫০ জনের মত ছাত্র-ছাত্রী একটি সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় একটি ঐক্যবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক ছাত্র সংগঠন গড়ার। এই উদ্দেশ্যে ১৭ জন সদস্য নিয়ে "পূর্ব পাকিস্তান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন" কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আবদুল মতিন, মোহাম্মদ সুলতান, মোহাম্মদ ইলিয়াস, আনোয়ার আজিম প্রমুখ ছাত্রনেতা যাদের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৪৪)

৪৮ এর ভাষা আন্দোলনের পরই গঠিত হয়েছিল "পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ"। এই ছাত্র সংগঠন এবং "ছাত্র ইউনিয়ন" মিলিত ভাবে স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সরকারের বিভিন্ন অন্যায়, নির্যাতন, নিপীড়নের প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন ও ১৯৫৩ সনের প্রথম একুশের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে সফল হওয়ায় সরকার পূর্ব বাংলার ছাত্র ও জনতার উপর তাদের নির্যাতন, শোষণ, গ্রেফতার আরও বাড়িয়ে দেয়। ৫৩'র মার্চ থেকে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল সোচ্চার। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্র রাজনীতি ও সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রনেতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবর এই নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের দাবী অগ্রাহ্য করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কজন ছাত্রনেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা গাজিউল হক ও জিল্লুর রহমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কেড়ে নেন। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ, সভা, ধর্মঘট চালিয়ে গেলে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আরো অনেক ছাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এ সময় একুশে এপ্রিলের দিকে মাওলানা ভাসানী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সভায় তিনি সরকারের শিক্ষানীতি ও দমনপীড়নের কঠোর সমালোচনা করেন। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন এবং পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন নেতা খন্দকার গোলাম মোস্তফা, যুবলীগ নেতা গাজিউল হক সহ অনেককে গ্রেফতার করে। মে মাসের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ছাত্ররা তাদের কর্মসূচী, ধর্মঘট, বিক্ষোভ সমাবেশ ইত্যাদি চালাতে থাকেন। এ সময় সৈয়দ ইখতিয়াক আহমেদ, কামরুজ্জামান, মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে ছাত্ররা প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের বাসভবন ঘেরাও করেন। শেষ পর্যন্ত সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তুলে নেন। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলি সম্মিলিতভাবে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠককে মোকাবেলার জন্য "গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট" গঠনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলি মিলিতভাবে ডাকসু ও বিভিন্ন হলের নির্বাচনকে সামনে রেখে গঠন করে

Dhaka University Institutional Repository

"গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট"। ডাকসু নির্বাচন সহ-সভাপতি এস.এ. বারি এটি এবং সাধারণ সম্পাদক জুলমত আলী খান "গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট" এর ব্যানারে নির্বাচন করে সরকার সমর্থক মুসলিম লীগের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন "নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের" মনোনিত প্রার্থীদের প্রথম বারের মত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলেও গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের জয় হয়। এই বিজয়ের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরকারেব মদদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনটির চিরবিদায় সূচিত হয়। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সাফল্য, ১৯৫৪ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে "যুক্তফ্রন্ট" গঠনের পথ দেখায় এবং পূর্ব বাংলার মানুষ এক নতুন আশায় বুক বাঁধে। (হাননান, ৯৯ ঃ ১৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডাকসু নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলির "গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট" গঠন ও নির্বাচনের অভূতপূর্ব সাফল্য পূর্ব বাংলার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং একই মাতদর্শের ভিত্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে "যুক্তফ্রন্ট" গঠনে আগ্রহী করে। পাকিস্তানী শাসকদের ৬ বছরের অত্যাচার, দমন-পীড়ন, ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে আওয়ামী মুসলীম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। প্রথম দিকে যুক্তফ্রন্ট গঠন নিয়ে জটিলতা দেখা দিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের হস্ত ক্ষেপে এই জটিলতার অবসান হয় এবং ১৯৫৩ সনের ৪ ডিসেম্বর এ.কে.এম. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ২১ দফার ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের কাজ সমাপ্ত হয়। এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা ও প্রগতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সংগঠন দুটির জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। এদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ছিল অগ্রগণ্য। এই সংগঠনটিতে অধিকাংশ ভাষা সৈনিক এসে যোগদিলে অল্প সময়ের মধ্যেই সংগঠনটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান নেয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুটি ছাত্র সংগঠন যৌথভাবে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় খুব সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যায়।

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ নির্বাচনের দিন ধার্য হলে জয়ের জন্য ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নানা পন্থা অবলম্বন করে এবং ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। কিন্তুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ সরকারের অত্যাচারের আসল

Dhaka University Institutional Repository

চেহারাটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়, ফলে পূর্ব বাংলার জনতা মুসলীমলীগকে নির্বাচনে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল বক্তব্যে পূর্ব বাংলার মানুষ তাদের প্রাণের দাবী বাংলা ভাষার সমাধান ছাড়াও স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্রের ছায়া দেখতে পায় তাই জনতা সুস্পষ্টভাবে ২১ দফার প্রতি তাদের রায় ঘোষণা করে। দফাগুলি ছিল নিম্নরূপ

১. বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেবল প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র সম্পর্ক এই ৩টি বিষয় রেখে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান

৩. পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন এবং একটি অস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলাকে প্রতিরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা

৪. প্রতিক্রিয়াশীল ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা

৫. রাজবন্দীদের মুক্তিদান

৬. বাক-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা

৭. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করা

৮. নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করা

৯. ২১শে ফেব্রুয়ারীকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা

১০. ভাষা আন্দোলনের শহীদদের জন্য স্মৃতিসৌধ নির্মাণ

১১. ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত

১২. পাট শিল্পের জাতীয়করণ এবং পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা

১৩. সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

১৪. দেশেকে বন্যা ও দুর্ভীক্ষ হতে মুক্ত করা এবং সেচ সুবিধার ব্যবস্থা করা

১৫. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

১৬. পূর্ববঙ্গে লবণ শিল্পের সম্প্রসারণ

১৭. উচ্চ বেতনভোগী ও নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা

১৮. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন

১৯. সরকারী ব্যয় হ্রাস

২০. সর্বপ্রকার দূর্নীতি নির্মূল করা এবং

২১. শিক্ষাব্যবস্থার আমুল সংস্কার করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেবলমাত্র বাংলাকে শিক্ষাদানের অন্যতম মাধ্যমে হিসেবে চালু করা (নাথ, ৮৭ ঃ ১৩২)

এই একুশ দফাকে সামনে নিয়ে যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মী ও ছাত্র অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীগণ পূর্ব বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারাভিযান চালিয়ে জনগণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করে এবং ক্ষমতাসীন মুসলীমলীগ সরকারের ফ্যাসিস্ট রূপটি তুলে ধরে। এই প্রচারাভিযানে অগ্রগামী ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। মুসলীমলীগের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরে যুক্তফ্রন্টের সৈনিকেরা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয় যেমন- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ৭ বছরে সরকারী বিভিন্ন অফিসে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মকর্তা নিয়োগের চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা
কেন্দ্রীয় সচিবালয়	৬৯২ জন	৪২ জন
পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৩২ জন	০৩ জন
রেডিও পাকিস্তান	৯৮ জন	১৪ জন
সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগ	১৬৪ জন	১৫ জন
ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ	২৭৯ জন	৫০ জন
কৃষি উন্নয়ন বিভাগ	৩৮ জন	১০ জন
পাকিস্তান বিমান বাহিনী	১০২৫ জন	৭৫ জন
রেলওয়ে বিভাগ	১৬৮ জন	১৪ জন
জরিপ বিভাগ	৫৪ জন	০২ জন

এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্র সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে ছিল বিরাট বৈষম্য যেমন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বাংলা
বিশ্ববিদ্যালয়	০৪	০২
মেডিকেল কলেজ	০৫	০১
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	০৫	০১
টেক্সটাইল কলেজ	০৮	০
ফরেষ্ট্রি কলেজ	০২	০
কলেজ	৭৬	৫৬
নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২৪৬	২২১৭

এছাড়া মাতৃসদন ও হাসপাতাল পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১১৮টি এবং পূর্ব বাংলায় মাত্র ২২টি। ডাক্তার পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ৮৫০০ জন ও পূর্ব বাংলায় ছিল ৩৩৯৩ জন। (আহমদ, সরকার, মঞ্জুর, ৯৭ ঃ ৫৭, ৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ব বাংলাকে একচেটিয়া শোষণ করার এ সব তথ্য নেতা কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সহ প্রাক্তন ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতা জনগণকে বুঝাতে চেষ্টা করে সফল হন। ফলে এই ব্যালট যুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে তাদের রায় ঘোষণা করেন। যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলমান আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন দখল করে, এর মধ্যে আওয়ামীলীগ ১৪৩, কৃষক শ্রমিক ৪৮, নেজামে ইসলাম ২২, গণতন্ত্রীদল ১৩ এবং খেলাফত রাব্বানী পার্টি ২টি আসন লাভ করে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যুক্তফ্রন্টের গঠন থেকে শুরু করে নির্বাচনী প্রচারণা ও বিজয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আর এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে চমক সৃষ্টি করেন। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল ও মূল্যায়ন

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও সাধারণ নির্বাচন বাঙালির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। স্বৈরাচারী মুসলিমলীগ সরকারের নিপীড়ন, নির্যাতন আর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির সত্যিকারের ব্যালট যুদ্ধ এই ঐতিহাসিক নির্বাচন। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চের এই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মানুষ শতকরা ৯৭ ভাগ এর উপরে ভোট দিয়ে যুক্তফ্রন্টকে জয়ের মালা পড়ান। মুসলিমলীগ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেও শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় এবং পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার ক্ষমতা হারায়। মুসলিমলীগের পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তরুণ আওয়ামীলীগ প্রার্থী খালেক নেওয়াজের কাছে এবং মুসলিমলীগের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামান পরাজিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র আওয়ামী মুসলিমলীগের জনপ্রিয় মুখ শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। এছাড়াও জামানত বাজেয়াপ্ত হয় মুসলিমলীগের ৪ জন মন্ত্রী ও ৫০ জন নেতার। ফলে এ নির্বাচন পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে শুধুমাত্র সাধারণ নির্বাচনই নয়, পূর্ব বাংলার মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তির আনন্দে নিয়ে যাওয়া। আর বাঙালিকে এ মুক্তির স্বাদ এনে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ করেছে অক্লান্ত পরিশ্রম, দিয়েছে আন্তরিকতা ও সততার পরিচয়। (আহমদ, সরকার, মঞ্জুর, ৯৭ ঃ ৫৮, ৫৯)

নির্বাচনের পরে ২ এপ্রিল ঢাকার বার লাইব্রেরী হলের পার্লামেন্টরী বোর্ডের সভায় এ.কে.ফজলুল হক পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত হলে, ৩ এপ্রিল তার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিমলীগ সরকারের শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু নির্বাচনের পর থেকে মুসলিমলীগ নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং বিভিন্ন বাহানায় ও মিথ্যা অভিযোগে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেন। এরপর পূর্ব বাংলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান সহ শত শত নেতা-কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও সংগঠককে গ্রেফতার করে। সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত সোহ্‌রাওয়ার্দীর গতিবিধি সীমাবদ্ধ করে, গৃহে অন্তরিণ করে এ.কে. ফজলুল হককে এবং লন্ডনে অবস্থানরত মাওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সহ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এত কিছুর পরেও মুসলিমলীগের, যুক্তফ্রন্টের কাছে পরাজয়ের পরে পূর্ব বাংলায় তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভেঙ্গে পড়ে এবং পূর্ব বাংলার মানুষ এ নির্বাচনে বিজয়ের স্বাদ পেয়ে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার হয়। ফলে বাঙালির চেতনায় জাতীয়তাবোধ উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয় এবং পাকিস্তানী মুসলিমলীগ শাসিত একদলীয় রাজনীতিতে সত্যিকারের বিরোধী দলের বিকাশ ঘটে। মুসলিমলীগ সরকার বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থনের গভীরতা উপলব্ধি করে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গণপরিষদে এক সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পরে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক ঘটনা হচ্ছে ৫৪ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত "পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন"। এই সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক সংসদের "কবর" নাটকটি পরিবেশিত হয়, যা ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মুনীর চৌধুরী রচনা করেছিলেন। সম্মেলনকে সামনে রেখে "বর্ধমান হাউজে" রাষ্ট্রভাষা ও গণ-আন্দোলনের উপর একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিল্পী জয়নুল আবেদীন। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ আবদুর রহমান খান, আবদুল গণি হাজারী, আবু জাফর শামসুদ্দীন, ড. কাজী

Dhaka University Institutional Repository

মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল্লাহ আল মুতি, লায়লা সামাদ, আনিসুজ্জামান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, রফিকুল ইসলাম, সৈয়দ আহমদ হোসেন, বদরুল হাসান, জহির রায়হান, তোফাজ্জল হোসেন, আবদুস সাত্তার, কলিম শরাফি, মাহবুব-উল আলম চৌধুরী, নির্মল চৌধুরী, ড. আবু মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ, আবুল মুনসুর আহমদ, আবুল ফজল, আহমদ শরীফ, সৈয়দ নুরুদ্দীন, কবীর চৌধুরী, বেগম সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল হাই, সদ্য কারামুক্ত অধ্যাপক মনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহ, রমেশ শীল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব, রাধা রাণী দেবী, মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শান্তি রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সম্মেলন সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাড়া জাগায় এবং এই সম্মেলনের যারা পুরোধা তাদের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ ব্যাপক চেষ্টা চালায় এ সম্মেলনকে পণ্ড করার, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সচেতন ও প্রগতিশীল শিক্ষক এবং ছাত্রকর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই সম্মেলন দারুন সফলতা অর্জন করে পাকিস্তানী সরকারের ষড়যন্ত্রের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৪৫, ১৪৬)

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বরখাস্তের পর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। শুরু হয় দমননীতির নতুন নতুন আয়োজন এবং পূর্ব বাংলার মানুষের উপর নেমে আসে চরম শোষণ নির্যাতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও বাদ যায় না এই নির্যাতন থেকে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী ছাত্রসমাজ শাসকচক্রের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী দিবসটি সাড়ম্বরে পালন করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত শত ছাত্র-ছাত্রী পুলিশের হাতে গ্রেফতার ও আহত হয়। মূলতঃ ৫২'র ভাষা আন্দোলনের ফলেই পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে এক নতুন জোয়ার আসে এবং ৫৪'র যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাঙালিকে আরো দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী করে তুলে। এই যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পিছনে নিরলস পরিশ্রম করে একে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এবং তাদের সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ। প্রগতিশীল সংস্কৃতিমনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এই নির্বাচনের জয় বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছে এবং বাঙালি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সংগঠিত হয়েছে। তাই বাঙালির ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট এক গভীর গুরুত্ব বহন করে। কারণ এই জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেই ৭০'র নির্বাচনে বাঙালি শাসকচক্রকে পরাজিত করে এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জন করে স্বাধীন একটি দেশ, একটি পতাকা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন

৪.১ শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৫২ সালের পর থেকে প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ২১ ফেব্রুয়ারী দিবসটি উদযাপন করে এবং আইয়ুবের কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও খুব সতর্ক ভাবে বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ধীরে ধীরে সুসংগঠিত হয়। এরই মধ্যে ১৯৫৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনকে ঘিরে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন অত্যন্ত সক্রিয় হবার চেষ্টা করে এবং ডাকসু নির্বাচনের রায় সরকারের মদদপুষ্ট ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে যায়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হারানো শক্তি ফিরে পায় এবং নতুন উদ্যমে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। (হাননান, ৯৯ ঃ ২২৫)

সামরিক শাসনের ফলে প্রকাশ্যে সাংগঠনিক, রাজনৈতিক কার্যক্রমে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করে। এমন সময়ে ১৯৬১ সালের দিকে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উদযাপিত হয় সাড়ম্বরে সমগ্র বিশ্বে, কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগের মদদপুষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ও সংগঠন এই অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রবল বিরোধীতা করে এবং পূর্ব বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক মহলে ভয়-ভীতিও প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু সামরিক সরকারের সকল নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মহাসমারোহে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয়। ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদকে সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক ড. খান সাওয়ার মোর্শেদকে সম্পাদক করে গঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় "রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিক কমিটি" এই কমিটি রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয়ভাবে সপ্তাহ কালব্যাপী সফলতার সাথে উদযাপন করে। ডাকসুর ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী জাহানারা বেগম এবং অমুল্য রায় অনুষ্ঠানটি পালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ঢাকার প্রেসক্লাব সহ গোপীবাগ অঞ্চলেও তরুণ সংস্কৃতিকর্মীরা অনুষ্ঠানটি সফলভাবে পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হলে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আনোয়ার জাহিদ ও জহির রায়হানকে গ্রেফতার করে। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রসমাজে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে সরকার নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হেনস্থা করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতো কিছুর পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারের সব অনিয়ম, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয় এবং এভাবেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। (হাননান, ৮৭ ঃ ৬৪)

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেহমান সোবহান পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে "টু ইকনমি থিওরি" তত্ত্ব ঘোষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদগণ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচার করেন। পশ্চিম পাকিস্তান কত নির্মমভাবে পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছে তার চিত্রও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের আলোচনায় ফুটিয়ে তুলে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। অনেকেরই ধারণা যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদগণের পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

আলাদা অর্থনীতি চালুর চিন্তা ভাবনাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয়দফার পটভূমি রচনা করেছিল। (ইসলাম, ০২ ঃ ১৪৯)

১৯৬১ সালের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন আইয়ুব মন্ত্রীসভার সদস্য লেঃ জেনারেল কে.এম. শেখ ও জুলফিকাব আলী ভুট্টো। এ সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান "অর্থনৈতিক বৈষম্যকে" বিষয়বস্তু করে মন্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নে জর্জরিত করেন, মন্ত্রীরা এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে না পারলে ছাত্রদের দ্বারা লঞ্ছিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই প্রতিবাদী মনোভাব ও সাহস ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগ সরকারকে ভাবিয়ে তুলে এবং সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নানা কৌশল ও ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়।

আইয়ুবের সামরিক শাসন শুরুর প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার মানুষ চুপ থাকলেও কিছুদিনের মধ্যেই সরকারের ধরপাকড়, নিপীড়ন, নির্যাতন, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য, দূর্নীতি ও স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, "আইয়ুব বিরোধী" আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরের শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মোহাম্মদ ফরহাদ ও অন্যান্যদের উদ্যোগে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠকে অনেক আলোচনার পর স্থির হয় যেকোন মূল্যে স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এই আন্দোলনের যাত্রা শুরু হবে ১৯৬২'র একুশকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ শিক্ষা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১ এর শেষের দিকে পাকিস্তান আওয়ামীলীগের শেখ মুজিবুর রহমান ও তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টির মনি সিংহ ও খোকা রায় এবং সাংবাদিক জহুর হোসেন প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে সরকার বিরোধী আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে একাধিক বার গোপন বৈঠক হয়। দু'দলের সমঝোতার ভিত্তিতে পরিশেষে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের নিম্নলিখিত কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়

১। পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন সরকার গঠন

২। পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন

৩। পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা বাতিল করে সেখানকার জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসন

৪। রাজবন্দীদের মুক্তি

৫। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

৬। শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি

৭। কৃষকের খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস

৮। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি গ্রহণপূর্বক নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন ইত্যাদি,

এসব বৈঠকে আরো স্থির হয়, আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র ঘোষণা হবার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলন শুরু করা হবে এবং পরবর্তীতে আওয়ামীলীগসহ বামপন্থী দলগুলো এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারী করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেফতার হন এবং ১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুবের আগম ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের খবরে ঢাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রায় চার বছর পর প্রথম সামরিক সরকারের সকল বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে প্রকাশ্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আইয়ুবের বজ্রকঠিন সাময়িক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এমন সাহসী বিক্ষোভে সরকার কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভীক ছাত্রসমাজ সভা, সমাবেশ, মিছিলের মাধ্যমে সরকারের হীনচক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৪৯)

ছাত্রলীগের শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান, মাহবুব এবং ছাত্র ইউনিয়নের মোহাম্মদ ফরহাদ, বদরুল হক, জয়নাল আবেদীন, হায়দার আকবর খান রনো, রহিম আজাদ, আহমেদ জামাল প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বৈঠকে মিলিত হয়ে ১ ফেব্রুয়ারী থেকে পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১ ফেব্রুয়ারী থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়, ২ ফেব্রুয়ারী আইয়ুবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মনজুর কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে ছাত্রদের হাতে নাজেহাল হন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও সুস্পষ্টভাবে এক বৈঠকের মাধ্যমে জানিয়ে দেন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তাদের বিরূপ মনোভাবের কথা। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে থামিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে, কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। এতে ছাত্ররা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ক্যাম্পাস ছেড়ে আন্দোলনে রাজপথে নামে। আইয়ুব বিরোধী শ্লোগান, আইয়ুবের ছবি

Dhaka University Institutional Repository

পোড়ানো, বিক্ষোভ মিছিল, সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে। গ্রেফতার হন শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তফাজ্জল হোসেন, ফনী ভূষণ মজুমদার প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা সহ অনেক নেতাকর্মী। সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে গ্রেফতার কৃত নেতাগণ চরম নির্যাতনের শিকার হন। ফলে আন্দোলন শুধুমাত্র ছাত্রদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, সর্বস্তরের জনতার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। (হাননান, ৯৯ ঃ ২৩৯)

ইতোমধ্যে ১ মার্চ ইউয়ুব খান প্রণীত পাকিস্তানের নয়া সংবিধান ঘোষণা করা হলে আন্দোলন নতুন করে চরম আকার ধারণ করে। মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খুললে ছাত্ররা আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলে। ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রণীত সংবিধানের বিরুদ্ধে ধর্মঘট পালনকালে সংবিধানের কপিও পোড়ানো হয়। সরকার চরম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফলে অনেক ছাত্র-জনতা আহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাদের উদ্যোগে ২৪ মার্চ থেকে পুনরায় ছাত্ররা তিনটি দাবী নিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘটে যায়

১। নতুন সংবিধান বাতিল

২। পুনঃ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং

৩। সোহ্‌রাওয়ার্দী, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি

(আহমদ, সরকার, মঞ্জুর, ৯৭ ঃ ৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিলের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এবং ক্যাম্পাসে সভা-সমাবেশ করে। বন্দীদের মুক্তি, হুলিয়া প্রত্যাহার, বিভিন্ন দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা "শপথ দিবস"ও পালন করে। ফলে আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং কর্তৃপক্ষ আবারও ৩১ মে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। এ সময় ২৫ জুন আইয়ুব প্রস্তাবিত সংবিধান প্রত্যাখান করে, পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে হামিদুল হক চৌধুরী, নুরুল আমীন, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মাহমুদ আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক, পীর মোহসেন উদ্দিন প্রমুখ নয়জন নেতা এক বিবৃতি প্রদান করেন। যাদের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীমহলও ছাত্রদের এই আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করলে সরকার কিছু ছাত্রনেতাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কিছু দাবীও মেনে নেন। এই আংশিক সাফল্যে ছাত্রসমাজ আরো প্রাণবন্ত ও উদীপ্ত হয় এবং আন্দোলনও নতুন প্রাণ পায়। (নাথ, ৮৭ ঃ ৩২৭; হাননান, ৯৮ ঃ ১৯৫)

এই বছরের আগষ্টে আইয়ুব প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইয়ুবের প্রাক্তন শিক্ষক জনাব এস.এম শরিফকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন পূর্ব বাংলার মানুষের আশা-প্রত্যাশার বিপরীত ধারায় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুধু ঢাকা নয়, সমগ্র পূর্ব বাংলায় এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত সংগঠিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ছাত্ররা এই আন্দোলনে অগ্রসর হয়। ১৫ আগষ্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ও বিভিন্ন হলে ছাত্রসভা, অবিরাম ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররা ১০ সেপ্টেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

সচিবালয় ঘেরাও সহ ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগ দিলে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। মূলতঃ ছাত্ররা তিনটি ধারায় ৬২ এর ছাত্র আন্দোলন শুরু করেছিল। যেমন

১। ফেব্রুয়রী থেকে মার্চ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূচনা

২। মার্চ থেকে এপ্রিল সময়ে আইয়ুব খান প্রবর্তিত সংবিধান বিরোধী আন্দোলন ও

৩। সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর সময়কালে আইয়ুব প্রবর্তিত শিক্ষা কমিশন বিরোধী চূড়ান্ত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৬২ এর ঐতিহাসেক ছাত্র আন্দোলনের সমাপ্তি (হাননান, ৯৯ ঃ ২৩৫)

১৯৬২ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জনপ্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেলে ১৬ সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা ফেরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পূর্ব ঘোষিত ১৭ সেপ্টেম্বরের হরতালের পূর্ব দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সোহরাওয়ার্দীকে বিমানবন্দরে জমায়েতের মাধ্যমে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে ২৭ এপ্রিল পরলোক গমন করেন শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। শেরে বাংলার মত প্রিয় নেতার মরদেহ নিয়ে সেদিন ঢাকাবাসী ও ছাত্রসমাজ যে শোকযাত্রা করেছিল এবং সোহরাওয়ার্দীর ঢাকা আগমনে ছাত্ররা যে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দিয়েছিল তা ছিল সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ। মূলতঃ আইয়ুব খানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদেরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ ও ছাত্ররা

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করেন তা সমাপ্তি পায় এই সেপ্টেম্বরে। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫০)

১৭ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী ঘোষণা করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে আয়োজন করা হয় এক জরুরী সভার। এই সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাগণ অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচী ঠিক করেন। ১৭ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জমায়েত হলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সভা শুরুর পরেই খবর আসে নবাবপুরে পুলিশের গুলিতে লোক মারা গেছে, এই খবর উপস্থিত জনতাকে উত্তেজিত করে তোলে, সভা শেষে শুরু হয় জঙ্গি মিছিল, মিছিলে নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সিরাজুল আলম খান, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রানা, মহিউদ্দিন আহমদ, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, মফিজুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, কামরুল আলম খসরু প্রমুখ প্রিয় মুখ। মিছিলটি হাইকোর্ট পার হয়ে এগুতে গেলেই পুলিশ মিছিলের পিছনে নির্বিচারে গুলি করে, কেউ কিছু বুঝবার আগেই ঝরে যায় বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ ও মুস্তাফিজের জীবন। আহত হয় অসংখ্য ছাত্র-জনতা। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে শুরু হয় অপ্রতিরোধ্য গণজঙ্গী মিছিল। স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশের হামলা গণ-গ্রেফতার সত্বেও এই আন্দোলন পাকিস্তান সরকারের গদি কাঁপিয়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ চূড়ান্ত আন্দোলন ও ফলাফল মূল্যায়ন

১৭ সেপ্টেম্বর মিছিলের উপর পুলিশী হামলায় নিহত, আহত ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৬২-৬৩ সময়কাল পর্যন্ত ছাত্র বিক্ষোভ এমন চরম আকার ধারণ করে যে ঐ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ দিনের বেশী ক্লাস হয়নি। ১৭ সেপ্টেম্বরের ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ৩ দিন ব্যাপী শোক কর্মসূচী পালিত হয়। এছাড়া হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবুল হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মাহমুদ আলী, মোহসেন উদ্দিন আহম্মেদ, সৈয়দ আজিজুল হক মিয়া ও শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ ১০ জন রাজনৈতিক নেতা এই ১৭ সেপ্টেম্বরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর গোলাম ফারুখ, সোহরাওয়ার্দীর সাথে কয়েক দফা বৈঠকের পর শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। (ইসলাম, ৯৬ ঃ ৬৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন এক গভীর গুরুত্ব বহন করে। কেননা এই শিক্ষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মূলতঃ শিক্ষা সমস্যাকে কেন্দ্র করে এত বড় আন্দোলন সংগঠিত হওয়ায় পাকিস্তান সরকারের স্বৈরশাসনের ভীত কেঁপে ওঠে। ষাটের দশকে আইয়ুব বিরোধী এত বড় আন্দোলন ছিল সত্যিই এক অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করার চ্যালেঞ্জ সেদিন গ্রহণ করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এবং এই ঐতিহাসিক শিক্ষা আন্দোলনের সফলতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারকে বুঝিয়ে ছিল আর বেশী দিন তাদের এদেশে কর্তৃত্ব করতে দেয়া হবে না। সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষ সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে দাঁড়িয়েছিল একই পতাকা তলে যা পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবোধ চেতনা ও প্রগতিশীলতার বিকাশ ঘটে এবং বাঙালি সমাজ স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুরু করে মুক্তি সংগ্রামের সামরিক প্রস্তুতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে সংগঠিত সকল শিক্ষা আন্দোলন ছাত্রসমাজকে জোর প্রতিবাদী করে এবং এই প্রতিবাদী মনোভাব ৭১ এর স্বাধীনতা অর্জনকে করে তরান্বিত। তাই ঐতিহাসিক বিচারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলন

৫.১ ছয়দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসে ছয়দফার গুরুত্ব অপরিসীম। ছয়দফা ছিল বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের মূল সনদ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পাকিস্তানী সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ, দমননীতি, উৎপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই ছয়দফা এক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ছয়দফার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং এই ছয়দফার সফলতার পিছনে যাদের নিরলস পরিশ্রম ও সংগ্রামী ভূমিকা কাজ করেছে তারা প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক। তাই ছয়দফা প্রণয়ন ও সফলতার সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৬২ সালের শিক্ষা দিবসের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৬৩ সালেও এই দিবসটি সাড়ম্বরে পালন করে। ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দিবসটি পালন করতে গেলে সরকার চরম দমননীতি অনুসরণ করে। তখন সরকারের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট ছাত্র সংগঠন "ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (এন.এস.এফ)" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাই নীতিগত কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থা ছিল এই সংগঠনের বিপরীতে। এ সময় ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেল বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হলে ছাত্র রাজনীতিতে এক প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সংসদ ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়ন মনোনীত রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী জয় লাভ করলেও হলগুলোতে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেল জয় লাভ করে এবং বিজয়ী ছাত্রলীগ ও ছাত্র

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন যৌথভাবে অত্যাচারী পাকিস্তান সরকার ও তার অঙ্গ ছাত্র সংগঠন এন.এস.এফ এর বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। (হাননান, ৯৯ ঃ ২৭৪)

আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে সরকারের সমর্থন পুষ্ট জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই এন.এস.এফ সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী গঠন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন, জখম, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুট, রাহাজানি প্রভৃতি অসামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ এই সংগঠনটিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এক ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাংলালিপি, বাংলা গান, বাংলা নাটক, আলোচনা, অভিনয়, আবৃত্তি ও প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার এক অপূর্ব উন্মেষ ঘটায় এই অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ও সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক ব্যাপক সাড়া জাগায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই থেমে থাকেনি সামরিক স্বৈরাচারী শাসক, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ১৯৬৪ সালের ৭ জানুয়ারী থেকে ঢাকাসহ আশেপাশের এলাকায় পেশাদার অবাঙালি সন্ত্রাসীদের সহায়তায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে। এই দাঙ্গা ১০ জানুয়ারী থেকে চরম আকার ধারণ করলে শত শত মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ১৫ জানুয়ারী হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে নবাবপুরে আন্তর্জাতিক নজরুল ফোরামের চেয়ারম্যান কবি আমির হোসেন চৌধুরী ও ১৬ জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জে নটরডেম কলেজের অধ্যাপক ফাদার নোভাক অবাঙালি গুণ্ডাদের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারান। মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের মেয়েদের হোষ্টেলেও বিহারীরা আক্রমণ

Dhaka University Institutional Repository

করে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে। জাতির এই দূর্দিনে সরকার ও প্রশাসন ছিল নিরব দর্শক। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীমহল ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ দাঙ্গা নিরসনে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের কর্মী এবং শেখ মুজিব ও সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার তৎপরতায় গড়ে ওঠে "পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাড়াও" নামক আইয়ুব বিরোধী সংগঠন। এই সংগঠন দৈনিক ইত্তেফাক আজাদ ও সংবাদে দাঁঙ্গা নিরসনের লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক আবেদন জানায়।

আবেদনটির কিছু অংশ ছিল নিম্নরূপ

এই সর্বনাশা জাতির দূর্দিনে আমরা মানবতার নামে, পূর্ব পাকিস্তানের সম্মান ও মর্যাদার নামে দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি, আসুন সর্বশক্তি নিয়ে গুণ্ডাদের রুখিয়া দাঁড়াই, শহরে শান্তি ও পবিত্র পরিবেশ ফিরিয়ে আনি। পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমরা পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি

১। প্রতি মহল্লায় প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন

২। গুণ্ডাদের শায়েস্তা করুন, নির্মুল করুন

৩। পূর্ব পাকিস্তানের মা-বোনের ইজ্জত ও নিজেদের ভবিষ্যতকে রক্ষা করুন

এছাড়া এই সাম্প্রদায়িক দাঁঙ্গা নিরসনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা ছাড়াও দাঁঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করা ও তাদের পুনর্বাসনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫২)

পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে পদাধিকার বলে মোনায়েম খান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও হন। ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনের তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

ঠিক হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মোনায়েম খানের হাত থেকে সমাবর্তন উৎসবে ডিগ্রী নিতে অসম্মতি জানায় এবং তার পদত্যাগ দাবী করে। ডাকসুর ভিপি ও জিএস রাশেদ খান মেনন ও মতিয়া চৌধুরী, ফজলুল হক হলের জি এস আব্দুর রাজ্জাক, সলিমুল্লাহ হলের ভিপি ও জি এস ফরাসউদ্দীন ও মোহাম্মদ উল্লাহ ভূইঁয়া, ইকবাল হলের ভিপি ও জি এস মুঈদ চৌধুরী ও আলী হায়দার খান, ঢাকা হলের ভিপি বজলুর রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে নিরপেক্ষ ব্যক্তি ঢাকা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে আচার্য নিয়োগের কথা ব্যক্ত করেন। ২১ মার্চ সর্বদলীয় ছাত্র প্রতিনিধিদের সভায় সরকারের মদদপুষ্ট এন এস এফ পূর্ব পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এতে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয় এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মোনায়েম খানের হাত থেকে সনদ গ্রহণ বর্জন করে। মোনেম খান ফিরে যাও ধ্বনি ও ছাত্র পুলিশের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে কনভোকেশন শেষ হয় এবং মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা অপমানিত হয়ে ফিরে যান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর ঘন ঘন লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে, বিভিন্ন ছাত্রবাসে হামলা চালায়, শত শত ছাত্রকে আহত করে ও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ এই ঘটনার প্রতিবাদে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতির উপর একটি বিবৃতি দেন। কিন্তু সরকার প্রকৃত ঘটনা তদন্ত না করে অন্যায়ভাবে বিবৃতি দানকারী ছাত্রদের বিরুদ্ধে গ্রেফতরি পরোয়ানা জারি করে এবং আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেন। বিবৃতি দানকারী ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান, রেজা আলী, গিয়াসউদ্দিন কামাল, শাহ মোয়াজ্জেম, আইয়ুব রেজা, এ কে বদরুল হক, এন. এম সিরাজুল আলম খান, কে.এম ওবায়দুর রহমান, প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদমুখর হয় এবং আন্দোলন জোরদার করে। ফলে কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনান্য শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে বহিষ্কার, ডিগ্রী কেড়ে নেয়া, জরিমানা ইত্যাদি ছিল অন্যতম। এছাড়া সরকার ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কিত কোন খবর সংবাদে প্রকাশের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাকির আহম্মদ ও আহম্মদ ফারুখ। বিভিন্ন সংবাদপত্রের পক্ষ থেকেও সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়। ঢাকা হাইকোর্টের স্পেশাল বেঞ্চ ১৯৬৪ সালের ৮ জুলাই এক ঐতিহাসিক রায়ে ছাত্র বহিষ্কার ও সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞাকে অবৈধ ঘোষণা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মামলায় জিতে শোভাযাত্রা বের করে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশবাহিনী শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় লাঠি চার্জ করে বহু ছাত্রকে আহত ও গ্রেফতার করে। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫৪)

ছাত্রসমাজ সংগঠিত হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু করলেই সরকার চরম দমননীতি অনুসরণ করে, ফলে ছাত্রসমাজ ৬৪ এর সেপ্টেম্বর থেকে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয় এবং ছাত্রদের আন্দোলন এক সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ "আইয়ুব বিরোধী" আন্দোলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিনে সভায় মিলিত হয়ে ২২ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে। এই দফাগুলির ভিতরে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারমান উন্নয়ন, নারী শিক্ষার বিস্তার, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন, চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার, সামরিক শিক্ষা, ভাষা, ছাত্রাবাস সমস্যা, দু'অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য, স্বাস্থ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র কল্যাণ, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ, শিক্ষকদের ন্যায্য পাওনা, ব্যয় বরাদ্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন, ২১ ফেব্রুয়ারী ও ১৭ সেপ্টেম্বর সরকারী ছুটি, ৫৯ এর শিক্ষা কমিশন বাতিলসহ বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানের দাবী সংযুক্ত হয়।

এরই মধ্যে শুরু হয়ে যায় ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় অসংরক্ষিত হয়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সরকারের এই উদাসীনতা ও অবহেলা পূর্ব বাংলার মানুষের মনে চরম রেখাপাত করে। মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করে যে, শুধু শোষণ নির্যাতন করাই সরকারের উদ্দেশ্য, জনগণের কোন সমস্যা নিয়ে ভাববার মানসিকতা সরকারের নেই। যুদ্ধের সময় অর্থনীতিতে অনগ্রসর এবং পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল পূর্ব বাংলার মানুষ চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার শিকার হয়। (নাথ, ৮৭ ঃ ৩৩০, ৩৩১; হাননান, ৯৯ ঃ ২৮৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকগণ এ সময় তাদের বিভিন্ন সমীক্ষায় পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্রটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এ ব্যাপারে প্রচারাভিযান চালিয়ে জনগণকে পূর্ব বাংলার অবস্থা অনুধাবনে সাহায্য করে। পাকিস্তান সরকারের অবিরাম দমন পীড়ন, নির্যাতন, অত্যাচার, অবহেলা, গ্রেফতার বাঙালির স্বাধিকার সনদ ছয়দফা প্রণয়নের নেপথ্যে কাজ করে। বাঙালি তাদের সত্যিকারের অবস্থান বুঝতে পারে এবং আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে ছয়দফাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে। মূলতঃ বাঙালিরা যখন পাকিস্তানী স্বৈরশাসনে অতিষ্ট হয়ে মুক্তির পথ খুঁজছিল তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফাকে সামনে নিয়ে মুক্তির দূত হিসেবে হাজির হলেন পূর্ব বাংলার মানুষের সামনে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময় পাক-ভারত যুদ্ধে সংগঠিত তাসখন্দ চুক্তির ফলে পাকিস্তানে আইয়ুবের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং পাকিস্তানের সমগ্র জনতা "ভূট্টো-আইয়ুবের" এ পদক্ষেপকে নিন্দা জানায়। ঠিক সেই মুহূর্তে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী লাহোরে পাকিস্তানের সম্মিলিত বিরোধী দলের সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার প্রথম স্মারক "ছয়দফা" পেশ করেন। বঙ্গবন্ধুর ছয়দফাকে বাঙালি মনে প্রাণে গ্রহণ করে এবং বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানায়। দফাগুলি ছিল নিম্নরূপ

১। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সংসদ ও রাজ্য পরিষদ সমূহ সার্বভৌম হবে।

২। ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয় প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্য গুলির ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

৩। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। মুদ্রা ব্যবস্থা আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দু'টি আলাদা স্টেট ব্যাংক থাকবে। অথবা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রা ব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দু'টি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে।

৪। সব রকম কর ও শুল্ক ধার্য করা ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। তবে রাজ্যের আদায়কৃত অর্থে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট অংশ থাকবে এবং আদায়ের সাথে সাথেই সে অংশটুকু ফেডারেল তহবিলে জমা হয়ে যাবে। এই টাকাতেই ফেডারেল সরকার চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোন হারে আদায় করা হবে।

৬। প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বালবম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে। (আহমদ সরকার মঞ্জুর, ৯৭ ঃ ১৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ ছয়দফা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ছয়দফা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছয়দফা প্রস্তাব পেশ করে করাচি থেকে শেখ মুজিব ঢাকা ফিরলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানায়। তিনি তখনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দকে তার বাসভবনে দেখা করতে বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, শেখ মুজিবুর রহমান একসাথে এক দীর্ঘ আলোচনায় ছয়দফা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। শেখ মুজিব আওয়ামী মুসলিমলীগের কতিপয় নেতার ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দকে ছয়দফা প্রচার ও জনসমর্থন আদায়ের গুরু দায়িত্বটি নিতে বলেন। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সানন্দে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং তা সফলতার সাথে পালনও করে।

ছয়দফা কর্মসূচীকে পূর্ব বাংলার সর্বত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের কমিটির নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে পূর্ব বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ছয়দফার সমর্থনে প্রচারকার্য চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে ঘুরে উৎসাহী ছাত্রদের নিয়ে জনগণকে ছয়দফার যথার্থ ব্যাখ্যা বোঝাতে চেষ্টা করে এবং ব্যাপক সফলতা লাভ করে। এসব ছাত্ররা ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে জনগণের কাছে পাকিস্তানী শাসকের ফ্যাসিস্ট রূপটি তুলে ধরে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বৈষম্যগুলিও বোঝাতে চেষ্টা করে। ফলে শেখ মুজিবের ছয়দফার প্রস্তাব পূর্ববঙ্গের জনমনে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে শেখ মুজিব রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা কর্মীদের নিয়ে ছয়দফার প্রচারাভিযানে পূর্ব বাংলার পথে প্রান্তরে ছুটতে থাকেন এবং সভা-সমাবেশ মিটিং

Dhaka University Institutional Repository

বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে ছয়দফাকে বাঙালির অধিকার আদায়ের দলিলে পরিণত করতে সচেষ্ট হন।

২০ মার্চ পল্টনের বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ছয়দফার ভিত্তিতে জনগণকে স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দও ছয়দফার সমর্থনে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখলে জনমনে এই ছয়দফা গভীর রেখাপাত করে। ২৬ মার্চ বিচপরপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ছয়দফার সমর্থনে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরাও বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি ও প্রবন্ধের মাধ্যমে ছয়দফার পক্ষে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা চালান। এভাবে ছয়দফার আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়।

পূর্ব বাংলার মানুষ ছয়দফাকে সাদরে গ্রহণ করে, কারণ জনগণ এটুকু খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তা দূরীকরণে ছয়দফাই মোক্ষম অস্ত্র। কাজেই ছয়দফাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন। ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন চরম আকার ধারণ করতে থাকলে আইয়ুব সরকার সত্যিই চিন্তিত হন এবং ছয়দফার বিভিন্ন অপব্যাখ্যা শুরু করেন। সরকার বিভিন্ন চক্রান্তে শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হেনস্তা করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে দাবী করেন। ভূট্টো নিজেও ছয়দফার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিবৃতি প্রদান করেন। কিন্তু এত হুমকি ষড়যন্ত্রের পরেও শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের সাহস ও আগ্রহে আন্দোলন সামনে এগিয়ে যায় এবং ছয়দফার আন্দোলন স্বাধিকার আন্দোলনে রূপ নেয়। (মজিদ, ৯৪ ঃ ৯, ১০)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবকে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতাকর্মীসহ পুলিশ নারায়ণগঞ্জে গ্রেফতার করে। এসময় প্রদেশ জুড়ে দমন পীড়ন ও গ্রেফতার শুরু হয় এবং ছয়দফার সমর্থকদের নানা অজুহাতে হয়রানী করে গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়। এই দমন পীড়নের বিরুদ্ধেঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে উত্তাল হয় এবং দেশ জুড়ে এক বিক্ষোভ বিরাজ করে। শেখ মুজিবসহ নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে সংসদের বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমিন ও উপনেতা শাহ আজিজুর রহমান এবং নেজামে ইসলাম নেতা মৌলভী ফরিদ আহমদ এক বিবৃতি প্রদান করেন। আওয়ামীলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৩ মে সমগ্র পূর্ব বাংলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়। ঢাকার পল্টনের বিশাল জনসভা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানের সভায় ছয়দফা "গণ-অনুমোদন" লাভ করে। ২০ মে আওয়ামীলীগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এক সভায় মিলিত হয়ে ৭ জুন প্রদেশ ব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (ইসলাম, ৯৬ ঃ ৭৩)

পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে দেশে চরম খাদ্যাভাব বিরাজ করে, এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চড়াদাম, বেকার সমস্যা ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যায় পূর্ব বাংলার মানুষ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছয়দফার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ২২ মে খাদ্যাভাবের প্রতিবাদে পালন করে "খাদ্য দিবস"। এভাবে আন্দোলন সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকলে সরকার ৭ জুনের হরতালকে সামনে রেখে গ্রেফতার করে আওয়ামীলীগের আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতাদের। ছয়দফার সমর্থকদের প্রতিও সরকার কঠিন হুশিয়ারী উচ্চারণ করে দমন পীড়ন বাড়িয়ে দেয়। এই দমন পীড়নের প্রতিবাদে ৬ জুন প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যরা গভর্নরের বাজে বক্তৃতা

Dhaka University Institutional Repository

বর্জন করেন এবং আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান সরকারের কাঠোর সমালোচনা করে সরকারকে সতর্ক করে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে ৭ জুন সমগ্র পূর্ব বাংলায় সফল হরতাল পালিত হয়। কিন্তু সরকারী মদতে একশ্রেণীর লোক বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা সৃষ্টি করে এবং পুলিশ আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উপর হামলা চালালে ঢাকার তেজগাঁয়ে ৪ জন ও নারায়ণগঞ্জে ৬ জন লোক মারা যায়, আহত হয় অসংখ্য লোক, ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, আন্দোলনও জঙ্গীরূপ নিতে বাধ্য হয়। সরকার জুন-আগষ্টের মধ্যে প্রায় তিন সহস্রাধিক ছাত্র-জনতাকে গ্রেফতার করে কঠিন নির্যাতন চালায়, ফলে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় সমগ্র পূর্ব বাংলা এবং তরান্বিত হয় আইয়ুব সরকারের পতন। (আহমদ সরকার মঞ্জুর, ৯৭ ঃ ১৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ ছয়দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ছয়দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। ছয়দফার সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আইয়ুব সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ছয়দফার জনসমর্থন লাভের লক্ষ্যে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন ছয়দফার যথার্থ ব্যাখ্যা জনগণকে বুঝিয়ে ছয়দফাকে জনগণের প্রাণের দাবী বলে বিশ্বাস করিয়েছেন, তখনকার দিনে এটি কম সাহসের কথা নয় এবং এই সাহসের কাজটি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। ৭ জুনের হরতালে আওয়ামীলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ গ্রেফতার হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজই সেদিন অসীম সাহসের সাথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় এবং সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। আওয়ামীলীগের ছয়দফা ছিল মূলতঃ বাঙালিদের বাঁচার দাবী। বঙ্গবন্ধু ছয়দফার মাধ্যমে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। বাস্তবেও তাই হয়েছে, ছয়দফার আন্দোলনই পরবর্তীকালে একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়। (ভূইয়া, ৯৪ ঃ ৯০৬)

ছয়দফা ভিত্তিক ৭ জুনের হরতালে সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম বিক্ষোভ শুরু হলে সরকার সংবাদপত্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা ছাড়াও ইত্তেফাক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াসহ সাংবাদিক সত্যেন সেন, রনেশ মিত্র, রনেশ দাস গুপ্ত, মনসুর আলীসহ আওয়ামীলীগের শীর্ষনেতাদের গ্রেফতার করে, যার প্রায় সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তখনকার ছাত্র। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা ছয়দফার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তারা আইয়ুব সরকারের দমন পীড়নের প্রতিবাদে কয়েকবার ওয়াক আউট করেন এবং আটক সংসদ সদস্যদের বিশেষ আইনে সংসদে যোগদানের সুযোগ দাবী করেন এবং সর্বোপরি সংবিধানের

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম সংশোধনী পাস করে সংসদের অক্ষমতা নিশ্চিত করেন। সরকার পক্ষ এই সব সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন হুশিয়ারী উচ্চারণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ও জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে ছয়দফার সমর্থনে পূর্ব বাংলার জনগণ ও ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন সভা মিছিল বিক্ষোভ করে গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকার যত কঠোর হয়, ছাত্র-জনতাও ততোধিক সংঘবদ্ধ হয়। এভাবে মাত্র ছয়দফা আন্দোলনের তিন বছরের মধ্যে আইয়ুব সরকারকে পূর্ব বাংলার মানুষ উৎখাত করে আর এই উৎখাতের পিছনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

মূলতঃ ছয়দফার ঐতিহাসিক দাবীই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী। এটি ছিল সমগ্র পূর্ব বাংলার জনগণের প্রাণের দাবী। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয়দফার বাণী দলীয়কর্মী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা দেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়ে ব্যাপক জনসমর্থন লাভে সক্ষম হয়। ফলে ছয়দফার দাবী জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনে যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ছয়দফা আন্দোলন, বাঙালিকে, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে, চেতনাবোধকে উজ্জীবিত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, তারা অন্যান্য আন্দোলনের চে বিভিন্ন কৌশল ও প্রতিবাদী নীতি অবলম্বনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করে। ছাত্রদের পাশাপাশি প্রথমবারের মত সাধারণ জনগণ ও মেহনতী মানুষ সুসংগঠিত ভাবে এই আন্দোলনে শরিক হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও জনতা সরাসরি সরকারি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, থানা আক্রমণ, অস্ত্র লুটসহ পুলিশের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রচ্ছন্নভাবে সশস্ত্র আন্দোলনের সূচনা করে। তাই ঐতিহাসিক বিচারে এই ছয়দফা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। (নাথ, ৮৭ ঃ ৩৩৫, ৩৩৬)

১৯৪৭ এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সরকারের চরম অবহেলা, দমন-পীড়ন, অন্যায়, শোষণ, জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে যার খানিকটা প্রতিফলন ঘটে ৫২, ৫৪, ৬২ সালের আন্দোলনে। কিন্তু ৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার অসংরক্ষিত অবস্থা, চরম খাদ্যাভাব, সামাজিক অস্থিরতা, দুর্দশা, সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় এবং সব ক্ষোভের প্রতিবাদের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে এই ছয়দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। তাই সামগ্রিক বিচারে ছয়দফা বাঙারি মুক্তির সনদ, যাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। বস্তুতঃ ছয়দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বাধীনতার "ম্যাগনাকার্টা" বললেও অত্যুক্তি হবে না, যার স্পর্শে বাঙালি অর্জন করেছে তাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা আর এই আন্দোলনের পিছনে সর্বশক্তি নিয়ে সার্বক্ষণিক লড়াই করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। (ভূইয়া, ৯৪ ঃ ৮৫২)

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান

৬.১ ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি

বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ পালন করে এক যুগান্তকারী ভূমিকা। শেখ মুজিবের ছয় দফা পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনকে বেগবান করে তুললে, এবং ছয় দফার সমর্থনে ৭ জুনের হরতাল সফল হলে পাকিস্তান সরকারের ভীত কেঁপে ওঠে। সরকার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে এটুকু নিশ্চিত হয়, স্বাধিকার প্রশ্নে বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলি বাঙালীর দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে আপোষহীন। এ ভাবনা থেকে সরকার ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আইয়ুবের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে। সরকারের সকল অন্যায়, অপরাধ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তখন সমগ্র পূর্ব বাংলায় দারুণ প্রতিরোধ গড়ে উঠে।

৬০ এর দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের মদদপুষ্ট এন এস এফের যে সশস্ত্র সন্ত্রাস চলছিল তা ৬৯ এর গণ-আন্দোলন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ৬৬ এর দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মাহমুদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলায় জয়ী হন বলে তিনি এই সন্ত্রাসীদের দ্বারা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়ে মারাত্মক ভাবে আহত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ সেদিন এই অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়াও প্রবল জনমত গড়ে তোলেন। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার মানুষকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার সকল চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এরই ভিত্তিতে ১৯৬৫ পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকেই পূর্ব বাংলার বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। আর এরই প্রেক্ষিতে ৬৬ এর ১৪ এপ্রিল সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাড়ম্বরে পালন করেন ১লা বৈশাখের নববর্ষ অনুষ্ঠান। ১৯৬৭ এর ২১ এর অনুষ্ঠানমালাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে জনগণ দারুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করে। ২১ এর অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, বিশেষ করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন রচনা করে ৯ দফা সম্বলিত একটি চুক্তি, যা পরবর্তীতে ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ১১ দফা রচনার পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে। সরকার সমগ্র পূর্ব বাংলায় জনতার প্রতিবাদমুখর মনোভাব লক্ষ্য করে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ধারাকে ধ্বংসসহ বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। (হাননান, ৯৮ ঃ ২১৭)

১৯৬৭ সালের ২০ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের সংসদ অধিবেশনে সরকারী দলের নেতা খান এ সবুর এবং তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাংলার সংস্কৃতি, সঙ্গীত ভাষা নিয়ে আপত্তিকর উক্তি করেন। সবুর খান বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূধন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়েও কুটক্তি করলে সংসদে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। সংসদ নেতা ও তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে সমর্থন করে পাকিস্তানের তথাকথিত কয়েকজন সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীও বিবৃতি প্রদান করেন। (হাননান, ৯৮ ঃ ২১৮)

এই ঘটনা পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীমহল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সাধারণ জনগণের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রতিবাদে সোচ্চার

Dhaka University Institutional Repository

হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের বিভিন্ন কমিটির নেতৃবর্গসহ কলেজ সংসদের প্রতিনিধিরা, সংসদ সদস্য ও তথ্যমন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এই কটূক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে ছায়ানট, বুলবুল একাডেমী, ঐক্যতান, ক্রান্তি, সৃজনী, আমরা ক'জনা, স্পন্দন প্রভৃতি ঢাকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। বাঙ্গালী স্বত্ত্বা, বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতির উপর পাকিস্তানী শাসকের এই নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন, ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদীন, জনাব এম. এ বারি, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ড. খান সারওয়ার খুরশিদ, কবি সিকান্দার আবু জাফর, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, ড. আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রহমান, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ফজল শাহাবুদ্দীন, ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিত্ব, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৫৭)

রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও সংস্কৃতি সংসদ প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। কবি জসীমউদ্দিনের বাসভবনের এক সভায় ঢাকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে "সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য" একটি কমিটি গঠন করা হয়। যার উদ্যোক্তাগণের প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা শিক্ষক। এই কমিটির প্রচেষ্টায় প্রেস ক্লাব ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউটে দু'টি প্রতিবাদী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এখানে পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন যে সব বক্তা তাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ঢাকা সহ ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন গঠিত হয়ে এ আন্দোলন সমগ্র পূর্ব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র, দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন চরম আকার ধারন করলে ১৯৬৭ এর ৪ জুলাই তথ্যমন্ত্রী জাতীয় সংসদে প্রদত্ত তাঁর বক্তব্যকে প্রত্যাহার করে নেন।

এই বিজয় পূর্ব বাংলার মানুষকে আরো প্রত্যয়ী, সংগ্রামী করে তোলে। এই সময় ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায় এবং শেখ মুজিব জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেন। ফলে সরকার সত্যিই বিচলিত হয়, এবং ছয় দফাকে, শেখ মুজিবকে, বাংলার আন্দোলন সংগ্রামকে চিরতরে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রত্যক্ষ মদদ দেয়। সর্বশেষ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আশ্রয় গ্রহণ করে শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের প্রবল বিক্ষোভের জোয়ারে সরকারের সকল অপচেষ্টা শেওলার মত ভেসে যায়। সমগ্র পূর্ব বাংলা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জে উঠে এবং পতন হয় আইয়ুবের স্বৈরাচারের কালো দশকের। (মজিদ, ৯৪ ঃ ৯, ১০)

Dhaka University Institutional Repository

৬.২ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

ছয় দফার পক্ষে প্রচারাভিযান চালিয়ে প্রবল জনসমর্থন গড়ে তোলার অপরাধে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অধিকাংশ শীর্ষ নেতা ছিলেন জেলে। তখন ১৯৬৭ এর শেষের দিকে শেখ মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেঃ কর্ণেল মোয়াজ্জেম হোসেনকে প্রধান আসামী করে আইয়ুব সরকার "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে। কয়েকদিন পরে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামী করা হয়, যিনি অনেক আগে থেকে জেলে বন্দি ছিলেন। এই ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সহ দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। জনগণ বুঝতে পারে শেখ মুজিবকে মিথ্যে মামলায় জড়ানো হয়েছে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও রাজনৈতিক নেতা কর্মীগণ পূর্ব বাংলার জনগণকে এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় এবং আন্দোলনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলে।

আগরতলা মামলার শুনানী ১৯৬৮ এর ১৯ জুন থেকে শুরু হলে জনগণের কাছে আরো স্পষ্ট হয় আইয়ুব সরকারের ষড়যন্ত্রের আসল চেহারাটি। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ক্যান্টনমেন্টে প্রকাশ্যে এই মামলার বিচারকার্য আরম্ভ হলে এখানে অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও সাংবাদিক, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকার অনুমতি পান।

সরকারের ধারনা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে পূর্ব বাংলার জন সমর্থন শেখ মুজিবের বিপরীতে যাবে, কিন্তু অভিযুক্ত আসামীদের বক্তব্য, মামলার কার্যবিবরণী, সাক্ষীদের জেরার বিবরণ সহ মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অভিযুক্তদের ও সাক্ষীদের উপর যে অমানুষিক নিপীড়ন চলে তা প্রতিদিন প্রকাশিত হওয়ায় বাংলার মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

স্পষ্টতই উপলব্ধি করে, এ মামলার অভিযোগ মিথ্যা, শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়া আর পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়াই মামলার প্রধান উদ্দেশ্য। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ সহ সমগ্র পূর্ব বাংলা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে।

এ সময় ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের মূল নেতৃত্বে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য শুরু হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সহ পূর্ব বাংলার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা সব ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয় আইয়ুব উৎখাতের আন্দোলনে। এরই ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলি ১৯৬৯ এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে গঠন করে "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"। ডাকসুর সহ-সভাপতি ও ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এই পরিষদের আহ্বায়ক হন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক ও শামসুদ্দোহা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলী, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের অপর গোষ্ঠীর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামাল হায়দার ও মাহবুব উল্লাহ এবং এন এস এফের এক অংশের মাহবুবুল হক দোলন ও ইব্রাহিম খলিল ছিলেন অন্যতম। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৬০)

এই "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" ৪ জানুয়ারী ডাকসু কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করে ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফা দাবীনামা। যার ভিত্তিতে ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলন পরিণতি পায়। এই ১১ দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ

Dhaka University Institutional Repository

(১) ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি দাবী, যথাক্রমে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান, ছাত্র বেতন হ্রাস, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, মেডিকেল ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি

(২) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রবর্তন করা

(৩) পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান

(৪) পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে নিয়ে একটি সাব ফেডারেশন গঠন এবং তার অন্তর্গত প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দান

(৫) ব্যাংক, বীমা ও সব বড় শিল্পকে জাতীয়করণ করা

(৬) কৃষকদের উপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের হার কমানো

(৭) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস প্রদান

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা

(৯) জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন ও সকল প্রকার নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার করা

(১০) সিয়াটো (দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চুক্তিমূলক সংস্থা), সেন্টো (কেন্দ্রীয় চুক্তিমূলক সংস্থা), পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তি প্রভৃতি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করা

(১১) সব রাজবন্দীদের মুক্তি দান এবং আগরতলা মামলাসহ সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করা (আহমেদ, ৯৭ ঃ ৩৯)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সংগ্রাম পরিষদের" সদস্যদের স্বাক্ষরিত ১১ দফা দাবীনামায় পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষের কথা ঠাই পায়। এছাড়া ১১ দফার মধ্যে জনগণ ছয় দফার ছায়াও দেখতে পায়, ফলে পূর্ব বাংলার আপামর জনগণ এই ১১ দফাকে সানন্দে গ্রহণ করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের নেতৃত্বে ১১ দফার ভিত্তিতে দূর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

উনসত্তরের জানুয়ারী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার ভিত্তিতে এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গণ-অভ্যুত্থান থেকে এদেশে প্রথম উচ্চারিত হয় জাগো জাগো বাঙালি জাগো, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, জেলের তালা ভাঙব শেখ মুজিবকে আনব ইত্যাদি শ্লোগান। এই আন্দোলন চরম পর্যায়ে উপনীত হয় ফেব্রুয়ারীতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজের এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে ১৯ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আয়োজন করে প্রতিবাদ সভা ও শোভাযাত্রার। এই শোভা যাত্রায় হাজার হাজার পুলিশ ও ইপিআর আক্রমণ চালিয়ে এই দুঃসাহসী ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেককে গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেফতার করে। ২০ জানুয়ারী এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বীর বিক্রমে হাজার হাজার পুলিশ ও ইপিআর এর সঙ্গে লড়াই করে তাদের পিছু হটাতে বাধ্য করে। সকল নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র-জনতার মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন থেকে শহীদ মিনার হয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে এগুতে গেলে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করে। (রহমান, ০২ ঃ ১২৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যু আন্দোলনে আনে এক নতুন জোয়ার। ঐদিন দুপুরে মেডিকেল প্রাঙ্গণের শোক সভায় সর্বস্তরের মানুষের সমাগম ঘটে। আসাদের রক্তমাখা শার্টকে পতাকা বানিয়ে শোক মিছিল থেকে শুরু হয় স্বাধীনতার আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদের স্মরণে সমগ্র পূর্ব বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজন করে "শোক কর্মসূচী ও প্রতিবাদ মিছিল"। ২৩ জানুয়ারী মশাল মিছিল থেকে ডাক দেয়া হয় ২৪ জানুয়ারী পূর্ণ হরতালের।

২৪ জানুয়ারী ছাত্র-জনতা সব কিছু ভুলে, প্রাণের পরোয়া না করে নেমে আসে রাস্তায়, লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় ঢাকার রাজপথ। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে ২৪ জানুয়ারীর হরতাল রূপ নেয় গণ-অভ্যুত্থানে। দেশ ব্যাপী সফল হরতাল পালন কালে পুলিশের গুলিতে ছাত্রসহ কমপক্ষে ৬ জন নিহত ও অসংখ্য লোক আহত হয়। সেক্রেটারিয়েটের সামনে পুলিশের গুলিতে ঝরে যায় শেখ রুস্তম আলী, মকবুল, আর নবকুমার ইনষ্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের প্রাণ।

কিশোর মতিউরের লাশ নিয়ে বের হয় ঢাকার সর্ববৃহৎ শোভাযাত্রা এবং এই শোক পরিণত হয় শক্তিতে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সমগ্র ঢাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং বিক্ষুব্ধ জনতার আগুণে পুড়ে ভস্ম হয় দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ পত্রিকা অফিস, আগরতলা মামলার প্রধান বিচারক এস. রহমানের অস্থায়ী আবাস, সরকারী অতিথিশালা, নবাব খাজা হাসান আসকারীর বাড়ী সহ রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধকারী খাজা শাহাবুদ্দীনের আবাসস্থল। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৬৪)

সরকার তলব করে সেনাবাহিনী এবং জারী করে সান্ধ্য আইন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রামের নেতৃত্বে ছাত্র জনতা কোন বাধাই মানে না, বিপ্লবী ছাত্র জনতা শুরু করে আইন অমান্য আন্দোলন। ফলে ২৫, ২৬, ৩০, ৩১ জানুয়ারী সহ সমগ্র পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিতে কমপক্ষে ৮ জন নিহত এবং অসংখ্য লোক আহত ও গ্রেফতার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন যত প্রখর হচ্ছিল, ততই গভীর হচ্ছিল সরকারের ষড়যন্ত্র। সরকার আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামীদের হত্যার পরিকল্পনা করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৫ ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বন্দীশালায় সার্জেন্ট জহুরুল হককে আইয়ুব ইয়াহিয়া চক্র নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৮ ফেব্রুয়ারী নৃশংস ভাবে বুলেট আর বেয়নেট বিদ্ধ করে হত্যা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে। এই মৃত্যুর খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজসহ সমগ্র পূর্ব বাংলার হাজার হাজার মানুষ কারফিউ ভঙ্গ করে সারারাত লড়াই করে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে। রক্তে ভেসে যায় ঢাকার পিচঢালা রাজপথ সহ রমনার পথ প্রান্তর।

মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যু আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যু, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানকে চরম পর্যায়ে উন্নিত করে পরিনতি এনে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে পল্টনের লক্ষাধিক জনতার প্রতিবাদ সভায় অবিলম্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল সহ সকল রাজবন্দী মুক্তির দাবীর ফলে শুধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাই বন্ধ হয়ে যায়নি, অনিবার্য হয়ে উঠে আইয়ুব সরকারের পতনও।

সরকার বাঙালির অনবরত গণবিক্ষোভে দিশেহারা হয়ে শেষে পিছু হটতে শুরু করে এবং এরই প্রেক্ষিতে ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা ছাড়াও ২২ ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সমাপ্তি টানে। বীরের মর্যাদায় শেখ মুজিবের কারামুক্তি হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তাকে এক প্রাণঢালা গণ-সংবর্ধনা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রমনা রেসকোর্সের বিশাল গণ-সংবর্ধনার জনসমুদ্রে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ডাকসু ভিপি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করেন। ৬ দফা আন্দোলনের অন্যতম নায়ক শেখ মুজিব পরিণত হন জনগণের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবে। (আহমেদ্, ৯৭ ঃ ৩৩)

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩ গণ-অভ্যুত্থানের ফলাফল মূল্যায়ন

১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়তাবোধকে তীব্রভাবে জাগ্রত করে। সব ভেদাভেদ ভুলে সমগ্র পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষ একই পতাকাতলে এসে দাঁড়ায় এই আন্দোলনের মাধ্যমে। আর এই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অভূতপূর্ব এই আইয়ুব হটাও আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিলে আইয়ুবের স্বৈরশাসনের পতন তরান্বিত হয়। তাই ঐতিহাসিক বিচারে এই আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। (রহমান, ০১ ঃ ১২৩)

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলন সহ ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন যে জাতীয় আন্দোলনে রূপ নেয়, তা থেকেই যাত্রা শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের। বাঙালিরা এই আন্দোলনে সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর মোকাবেলা করে এবং মানসিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। এই আন্দোলনের তীব্রতার মুখে সরকার প্রথম পিছু হটে এবং ২১ ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটি ঘোষণাসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের ১১ দফার প্রতি তাঁর আকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে স্বাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এই জনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাগণও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনতাকে লৌহদীপ্ত শপথ নেয়ার আহ্বান জানান। আইয়ুব শাহীর শাসনের অবসানকল্পে জনগণও তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শপথ নেয়। বাঙালির

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসে তাই ৬৯ এর অভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনই জনগণকে অকুতোভয় লড়াকু হবার সাহস যুগিয়েছিল, যার ফলে বাঙালি ৭১ এ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে পিছপা হয়নি, করেনি প্রাণের পরোয়া। মূলতঃ শেখ মুজিবের ৬ দফা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ দফা দাবীর সাথে যুক্ত হয়েই ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানকে পরিনতি দেয়।

401842

১৯৬৯ এর ১০ মার্চ আইয়ুব খান শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে যে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন তাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যোগ দেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এ বৈঠক ব্যর্থ হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে ফিরে আসার সাথে সাথে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারন করে। একদিকে সামরিক চক্রের চাপ অন্যদিকে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার অবিরাম তীব্র গণ-বিক্ষোভে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আবির্ভাব হয় আর এক স্বৈরাচারী শাসকের। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এই স্বৈরাচারী শাসককেও হার মানায় এবং অচিরেই অনুষ্ঠিত ৭০ এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি উপনীত হয় ৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং অর্জন করে প্রিয় স্বাধীনতা। আর এই সকল সাফল্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে সার্বক্ষণিক সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল, নেতৃত্ব দিচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও শিক্ষকগণ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ ৭০ এর নির্বাচন

৭.১ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে বাঙালি জাতি অত্যন্ত সুসংগঠিত ভাবে পাকিস্তানী সরকারকে উৎখাতের আন্দোলনে অগ্রসর হয়। মূলতঃ এই আন্দোলনের ফলে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবোধের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বাঙালিরা যত ঐকবদ্ধ হয়, পাকিস্তানী শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রও হয় ততই গভীর। এরই প্রেক্ষিতে সরকারী মদতে এবং এক শ্রেণীর পাকিস্তানী দালালদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ এর ১ নভেম্বর রাত থেকে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়ে যায় বাঙালি বিহারী ভয়াবহ দাঙ্গা। দাঙ্গা নিরসনে সরকার চরম অবহেলার পরিচয় দেয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রসমাজ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা দাঙ্গা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ গভর্নরের সাথে কয়েক দফা বৈঠক করে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে দাঙ্গা কবলিত স্থানসমূহ পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাতে রাজী করান এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ উপদ্রুত এলাকাসমহূ পরিদর্শন করে নিরীহ মানুষের পাশে দাড়ান। এছড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও আওয়ামী লীগসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা শান্তি মিছিল বের করে জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী, এম.ডি.এম বদরুদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৯৮ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক শান্তি কমিটি গঠন করা হয়, এই কমিটি দাঙ্গা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও দাঙ্গা নিরসনে এবং দাঙ্গা পরবর্তী পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব তখন নির্ধারিত সফরে লন্ডন ছিলেন, তিনি তার সফর অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে আসেন এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের পরিত্রাণে এগিয়ে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সাথে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও দাঙ্গা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। (হাননান, ৯৮ ঃ ২৫১)

১৯৬৯ এর ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এসময় ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়ায় ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ নির্বাচনকে সামনে রেখে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৬৫)

১৯৬৯ এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবসে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ রাখার ঘোষণা দেন। তিনি দেশবাসীর দাবীর প্রেক্ষিতে বলেন, ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে এ অঞ্চল "বাংলাদেশ" নামেই পরিচিতি পাবে। তার এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানিয়ে মাওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খান বিবৃতি প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও তাদের প্রিয় নেতার ঘোষণাকে স্বাগত জানায়। ১৯৭০ এর জানুয়ারী থেকে শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অবতীর্ণ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্র নেতা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় এই নির্বাচন সমগ্র পূর্ব বাংলায় এক প্রায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

১৮ জানুয়ারী জামায়েতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পল্টনে আয়োজন করে এক জনসভার, এই সভায় বক্তাগণ, বাঙালির বিরুদ্ধে, বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবীর বিরুদ্ধে, উস্কানীমূলক ও বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করলে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার সাথে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয়, জামাতে ইসলামী আগে থেকে সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত ছিল। তাই কমপক্ষে তিনজন জনতা নিহত ও বহু সংখ্যক লোক আহত হয়। বেশ কয়েকজন সাংবাদিক তাদের হাতে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হন। এই নগ্ন হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমগ্র প্রদেশ ব্যাপী হরতাল ও প্রতিবাদ বিক্ষোভের আয়োজন করে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৭০ এর ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে পুনরায় বেতার ভাষণ দেন এবং একটি আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধনের দাবী জানানো হয়, মাওলানা ভাসানীও এক বিবৃতিতে এই আইনগত কাঠামোর সমালোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এপ্রিলের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহে পৃথক পৃথক ভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এক জরুরী সভায় আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো আইনগত কাঠামো সমর্থন করে বিবৃতি প্রদান করেন এবং ইয়াহিয়া তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

এমনি করে একটু একটু করে পাকিস্তানী শাসকের স্বৈরাচারের রূপটি যত জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছিল ততই পূর্ব বাংলার মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হচ্ছিল। এর মধ্যে ১৭ মে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন। নির্বাচনে ডাকসুতে ছাত্রলীগ এবং হলগুলোতে ছাত্রলীগ সহ প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠন জয় লাভ করে। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে আসে প্রাণের জোয়ার। ডাকসুতে আ.স.ম আবদুর রব-সহ সভাপতি এবং আবদুল কুদ্দুস মাখন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহ্জাহান সিরাজসহ ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও ডাকসুর নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই ছাত্র নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্র-কর্মীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সফলতার সাথে তাদের নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়ে ব্যাপক গণ-সমর্থন লাভে সক্ষম হন।

এই নির্বাচন উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্য প্রচারের সুযোগ ছিল। এই উপলক্ষে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও, টেলিভিশনে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে প্রথম নির্বাচনী ভাষণ দেন। তিনি তার ভাষণে আঞ্চলিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের একটি রূপরেখা তুলেন ধরেন এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্রটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্রটি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। নির্বাচনী প্রচারনায় শেখ মুজিব, তার দল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ পূর্ব বাংলার মানুষকে এই সত্যটি

Dhaka University Institutional Repository

বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি এবং তার দল পূর্ব বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে একাত্ম হয়ে মিশে আছেন, জনগণের সুখ দুঃখ তাদের নিজেদের সুখ দুঃখের মতই।

১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলার উপকূল অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায় স্মরণাতীতকালের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস। সরকারের অবহেলা তথা আবহাওয়া অফিসের অবাঙালি পরিচালকের দায়িত্বহীনতার কারণে রেডিও-টেলিভিশনে কোন বিপদ সংকেত না পেয়ে লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত মানুষ ভেসে যায় সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে। এমনকি এই ধ্বংসলীলার খবর জনগণ প্রথম জানতে পারে ১৪ নভেম্বর, ফলে উদ্ধার কাজ বিলম্বিত হওয়ায় মৃত্যের সংখ্যা বেড়ে, পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে ৫ লক্ষাধিকে দাড়ায়। কারো কারো মতে ১২ নভেম্বরের মহাপ্রলয়ে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এবং উপকূলবর্তী অসংখ্য জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই মহাদুর্যোগে পাকিস্তান সরকারের অবহেলা বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় তুলে এবং স্বজন হারা লক্ষ লক্ষ শোকার্ত মানুষ সরকারের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরগণ এই মহাদুর্যোগের শিকার দুর্গত এলাকায় আত্মমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিভিন্ন দ্বীপের দূর্গত মানুষের মধ্যে তা বিতরণ করেন এবং তাদের পাশে দাড়িয়ে সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা করেন। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৬৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার দল নির্বাচনী প্রচারণা ফেলে দুর্গত মানুষদের পাশে দাড়ান এবং তাদের সাহায্য করেন। সরকারের চরম উদাসীনতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ২৩ নভেম্বর পূর্ব বাংলার ১১ জন রাজনৈতিক নেতা প্রেসিডেন্টকে এক তারবার্তা পাঠান। পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে এই সত্যটি পরীক্ষিত হয়ে যায় যে, পূর্ব বাংলার কোন দুর্যোগেই পাকিস্তানী সরকার আন্তরিক নয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ও পূর্ব বাংলা যেমন

Dhaka University Institutional Repository

অরক্ষিত, অসহায় অবস্থার মধ্যে ছিল, ১৯৭০ এর ঘূর্ণিঝড়ের চরম দুর্যোগেও তেমনি অসহায় অবস্থার মধ্যে রইল। সরকারের কোন ভ্রুক্ষেপই সেদিকে নেই। তাই প্রতিবাদী বাঙালি এই চরম আঘাতের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় নির্বাচনে তাদের ব্যালট যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। শেখ মুজিব ও তার দল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজও পাকিস্তানী সরকারের অবহেলা ও নির্মম শোষণের চিত্র অনবরত পূর্ব বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরেন। "সোনার বাংলা শ্মশান কেন" – নামের একটি পোষ্টারে শেখ মুজিব দু'অঞ্চলের বৈষম্যের চিত্রটি প্রকাশ করেন সফলতার সাথে, যা আওয়ামী লীগের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পোষ্টারটি ছিল নিম্নরূপ

"সোনার বাংলা শ্মশান কেন?"

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খরচ	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	২০%	৮০%
আমদানী	২৫%	৩৫%
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনী	১০%	৯০%
চাল (প্রতি মণ)	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা (প্রতি মণ)	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তেল (প্রতি সের)	৫ টাকা	২.৫০ টাকা
সোনা (প্রতি তোলা)	১৭৫ টাকা	১৩৫ টাকা

সূত্র ঃ আহমদ, সরকার ও মঞ্জু, ৯৭ ঃ ১৯৪; হাননান, ৯৯ ঃ ৫৪৫

এভাবেই নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসে এবং সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অবসান ঘটাতে পূর্ব বাংলার মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের নির্বাচনী রায় প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ নির্বাচনের ফলাফল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ ও ১৭ তারিখ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের এবং ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকায় ১৭ জানুয়ারী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিভক্তির ২৩ বছর পরে সমগ্র পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণ জনগণ প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নির্বাচনে তাদের রায় প্রদান করে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীককে জয়যুক্ত করে। নির্বাচনের ফলাফলে সমগ্র পকিস্তানের রাজনৈতিক মহল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

এই ঐতিহাসিক নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের দু'টি আসন ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় দল আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসন লাভ করে। এই নির্বাচনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তন বা তদানিন্তন ছাত্রনেতা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। মূলতঃ ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্রনেতা সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বে দান করেছেন তাদের প্রায় সকল ছাত্রনেতাই এই নির্বাচনে জাতীয় সংসদ বা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে সকলকে অবাক করে দেন। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৬৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাকসু ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে আওয়ামী লীগের এ নিরঙ্কুশ বিজয়কে অভিনন্দিত করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এই বলে সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, "শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে ৬ দফা ও ১১ দফার সামান্যতম রদবদলও মেনে নেয়া হবেনা"। পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় শিল্পী আব্দুল জব্বার, অজিত রায়, আবদুর রউফ, আবদুল গণি বোখারী প্রমূখের গাওয়া "আমার সোনার বাংলা,

Dhaka University Institutional Repository

আমি তোমায় ভালবাসি" এবং "জয় বাংলা বাংলার জয়"- গান দিয়ে শুরু হয় ১৯৭১-এর ৩ জানুয়ারী আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের রেসকোর্স ময়দানে প্রকাশ্যে জনতার সামনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পরিচালিত এ অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবী বাস্তবায়নের আশ্বাস দেয়া হয়। ৪ জানুয়ারী ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ নব নির্বাচিত সদস্যদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং সরকারের যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ছাত্রসমাজকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের নব নির্বাচিত সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের আহমদ রফিককে নৃশংস ভাবে হত্যা করে একটি বিরোধী জোট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এই ঘটনার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে এবং ঘটনা তদন্ত ও বিচারের জন্য দাবী জানায়। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ ধর্মঘট আহ্বান করে প্রচণ্ড বিক্ষোভ গড়ে তোলে। ফলে অন্যান্য দলের রাজনৈতিক নেতাগণও সরকারকে এই ঘটনা তদন্তের ও দ্রুত বিচারের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের কথা কিন্তু পাকিস্তানী সরকার ও ক্ষমতা লিপ্সু কিছু সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে বিভিন্ন টাল-বাহানা শুরু করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দাবীর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের চাপের ফলে সরকার ১২ ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের কথা কিন্তু ঘোষণার পর দিনই ভূট্টো অধিবেশনে যোগ না দেয়ার হুমকি দেন। এই হুমকি সত্বেও অন্যান্য দলের নির্বাচিত সদস্যগণ ঢাকা এসে জমায়েত হতে শুরু করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা করে তাঁর প্রতি তাদের একাত্মতা প্রকাশ করেন। কিন্তু সমগ্র দেশের মানুষকে হতবাক করে দিয়ে হঠাৎ করে ১ মার্চ এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী সহ সমগ্র পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকা একটি বিক্ষুব্ধ মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়, সমস্ত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়। বাঙালি এটুকু নিশ্চিত হয় পাকিস্তানী শাসকচক্র বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার কোনদিনই দেবে না, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সহ সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষ পরবর্তী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়।

বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল ও প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করে পূর্ব বাংলার মানুষ সত্যি সত্যি পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি চায়, স্বায়ত্তশাসন চায়। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেও পূর্ব বাংলার মানুষের সত্যিকারের দাবী সুস্পষ্ট হয়, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বিশ্বজন-সমর্থন লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া এই নির্বাচনের ফলে পাকিস্তানী সামরিক সরকারের সকল ষড়যন্ত্র ও কৌশল ব্যর্থ হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় পাকিস্তানী শাসক শ্রেণীর সকল চিন্তা, ভাবনা ও ষড়যন্ত্রকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। এই নির্বাচনের ফলাফল আরো প্রমাণ করে পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাংখা, চিন্তা-চেতনা, ভাষা-সংস্কৃতি ভিন্নমুখী, তাই পাকিস্তানী জাতীয় ঐক্যের কোন

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব ভিত্তি নাই। স্বাভাবিক ভাবেই তাই পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের নিজ নিজ স্বাধীনতাই এই সংকট নিরসনের একমাত্র উপায়।

নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগ সহ সমগ্র দেশের জনগণকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে এবং বাঙালি রাজনৈতিক সংহতিকে করে আরও শক্তিশালী। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে মাত্র। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বলিষ্ঠ ভাবে সকল অরাজক পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এবং বিক্ষুব্ধ জনতাকে তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মত চলার জন্য ধৈর্য্য ধারণ করতে আহ্বান জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় এবং প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে মাত্র। (নাথ, ৮৭ ঃ ৩৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায় ঃ ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ

৮.১ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশ্লেষণ

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আর এই মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ পালন করেছেন এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, যা বাঙালির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতিকে দিয়েছে স্বাধীনতা, নিজস্ব ভূখণ্ড আর মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার। মূলতঃ ১৯৪৭ এ দেশ বিভক্তির পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষের উপর অমানবিক শোষণ-নিপীড়ন শুরু করে, বারবার বাঙালির ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করে, জনগণের সুস্পষ্ট রায়কে করে অস্বীকার। তাই বাঙালি প্রতিবাদী হয়েছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করে বুকের রক্ত ঢেলে ছিনিয়ে নিয়েছে স্বাধীনতা। পাকিস্তানী শাসকচক্র ১৯৫২ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ-নির্যাতন করে চিরতরে দাবিয়ে রাখার সকল চেষ্টাই অব্যাহত রেখেছে। সর্বশেষ ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলার মানুষের সুস্পষ্ট রায়কে অস্বীকার করে, পাকিস্তান জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করে এবং বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য পথেই ঠেলে দিয়েছে। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৭২)

১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণে ৩ মার্চের জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা শোনার সাথে সাথে সমগ্র পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত, কলকারখানা ও যানবাহন

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী ক্লাসরুম ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল জনসভা। সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান, আ.স.ম আব্দুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ বক্তৃতা করেন এবং জনগণকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমত আন্দোলন চালিয়ে যাবার অনুরোধ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে গঠন করেন "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"। এই পরিষদ গঠনে নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম আব্দুর রব, আব্দুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ ছাত্রনেতাগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১ মার্চ বিকেলেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানান এবং হরতাল সহ বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ৭ মার্চের রেসকোর্স জনসভা অনুষ্ঠানের কথাও তিনি জানান। ২ মার্চ ঢাকা শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়, মিছিলের নগরীতে পরিণত হয় ঢাকা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ জানাতে থাকলে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গুলিতে কমপক্ষে ৯ ব্যক্তি নিহত হয়। এই মৃত্যু জনতাকে করে আরো প্রতিবাদী, বিক্ষুব্ধ এবং শুরু হয়ে যায় সত্যিকারের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের বৃহত্তম ছাত্র সভা। সভার শুরুতে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী সভায় সমবেত ছাত্রদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ অনুসারে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করান এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ। এই সভায় সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং এই মহান কাজটি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবের নির্দেশ অনুযায়ী দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাবার। সভাশেষে শুরু হয় এক বিরাট মিছিলের, এতে নেতৃত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ.স.ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। স্বাধীনতার বিভিন্ন শ্লোগানে সমগ্র ঢাকা শহর কাঁপিয়ে দিয়ে এই ঐতিহাসিক মিছিলটি বায়তুল মোকাররমে গিয়ে শেষ হয়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৬৭)

২ মার্চ রাতে ঢাকা শহরে কারফিউ ঘোষণা করা হয়, এই খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে উত্তাল হয়, বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে এবং বিভিন্ন এলাকার ছাত্র-শ্রমিক-জনতা কারফিউ এর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় জমায়েত হয়। সামরিক বাহিনী বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার উপর বেপরোয়া গুলি চালায় এবং এতে অসংখ্য ছাত্র-জনতা হতাহত হয়। ৩ মার্চ নিহতদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে নিয়ে আসা হলে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকগণ সমবেত ভাবে এই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং মৃতদেহের দাফন সম্পন্ন করেন। ৩ মার্চ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি আয়োজন করেন এক প্রতিবাদ সভার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতালার এই প্রতিবাদ সভার সভাপতিত্ব করেন ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ছাত্র-জনতার প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩ মার্চ বিকেলে পল্টনেও অনুষ্ঠিত হয় এক বিরাট জনসভা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বাঙালি আশা করেছিল তিনি এই দিন স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। লক্ষ লক্ষ বাঙালির প্রত্যাশা পূরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে গঠিত "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"। এই পরিষদ প্রকাশ্য জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ ও প্রচার এবং মুক্তিবাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করেন। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যা করতে পারেননি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভীক ছাত্রসমাজ সেই কাজটি করলেন। এই ঘোষণা পত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করা হয়। এই ঐতিহাসিক ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ।

৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক লাঠি মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন ডাকসু সহ-সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন সহ অন্যান্য ছাত্র নেতা। ঢাকার লেখক সমাজ, শিল্পী সমাজসহ পূর্ব পাকিস্তানের সাংবাদিক ইউনিয়নও ছাত্র জনতার সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ শহীদ মিনারে এক সভায় মিলিত হন এবং ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে শিক্ষকবৃন্দ স্বাধীনতার জন্য মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলের কেন্টিন ছিল ছাত্রলীগের যোগাযোগ কেন্দ্র, এখানে আহত, নিহত ও অন্যান্য সকল প্রকার সংবাদ পরিবেশন ও প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করে তুলতে, পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠন করেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী মতিয়া চৌধুরীসহ অন্য নেতৃবৃন্দও

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে যোগ দেন। এইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক প্রতিদিন বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে অবতীর্ণ হন।

৭ মার্চ বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঐদিন সমগ্র বাংলার মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব "স্বাধীনতার" ঘোষণা দেন। দূর দূরান্ত থেকে সেদিন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা, শ্রমিক সহ সর্বস্তরের মানুষ প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ শুনতে সমবেত হন। বঙ্গবন্ধু দৃঢ়চিত্তে, দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাংলার জনগণকে আহ্বান জানান এবং যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে বলেন। ২৫ তারিখ পরিষদ অধিবেশন বসা নিয়ে শর্তারোপ করে সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন,

(১) সামরিক আইন, মার্শাল ল প্রত্যাহার করতে হবে

(২) সমস্ত সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে

(৩) যত হত্যা হয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে এবং

(৪) জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

(হাননান, ৯৯ ঃ ৬২০)

তিনি ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। সর্বশেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্মোহনী মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তার বক্তব্য শেষ করেন, যা বাঙালিকে যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উদ্দীপ্ত করেছে, করেছে সাহসী।

Dhaka University Institutional Repository

'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' (ইসলাম, ৯৬ ঃ ১০৬ ও ১০৭)

৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ যাতে বেতারে প্রচার করা হয় সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ বিবৃতি দেন, রাজনৈতিক মহল এবং বেতার কর্মীরাও দাবী জানালে ৮ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়। এই ভাষণই ছিল মূলতঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত এই কণ্ঠস্বর বাঙালিকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণীত করেছে, বাংলার মানুষ এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই প্রাণ দিয়েছে অকাতরে আর অর্জন করেছে স্বাধীনতা।

৭ মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ.ও.টি.সির ক্যাডেটদের নেতৃত্বে শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপের) কর্মীদের ডামি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রী এই ট্রেনিং-এ যোগ দেন এবং ২৫ মার্চ পর্যন্ত প্রকাশ্য এই ট্রেনিং অব্যাহত থাকে। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষন ও হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকান পাট, অফিস-আদালত, বাসসহ সর্বত্র অনির্দিষ্টকালের জন্য কালো পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান, এই আহ্বানে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় এবং ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার কোথাও পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয় না। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য স্থানেও ছাত্র-ইউনিয়নের কর্মীরা প্রকাশ্যে ট্রেনিং শুরু করে। ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দও পাড়ায় মহল্লায় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চারনেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে কোনরূপ সহযোগিতা না করার জন্য অনুরোধ জানান এবং বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পকে সেনাবাহিনীর ব্যবহারের জ্বালানী ও তৈল সরবরাহ করতে নিষেধ করেন এবং খেতাব বর্জন করা সহ বিভিন্ন নির্দেশনা দান করেন। ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাগণও সংগ্রামের প্রস্তুতিস্বরূপ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বাংলার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হাসান হাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক করে 'লেখক সংগ্রাম শিবির' গঠন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন। মার্চ থেকে সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন খবর প্রকাশের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহরুল হক হলে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান এবং এই সভায় স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের "স্বাধীন বাংলাদেশ" ঘোষণাকে অনুমোদন দান করা হয়। ১৪ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে চেকপোষ্ট বসানো হয় যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার না হয় এবং সামরিক বাহিনী কোন রসদ সরবরাহ করতে না পারে। সমগ্র পূর্ব বাংলা তখন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বের মাধ্যমে।

১৫ মার্চ 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' বায়তুল মোকাররমে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন করেন। সভায় ডাকসু ভিপি আ.স.ম আব্দুর রব, ডাকসু জিএস আবদুল কুদ্দুস মাখন, ছাত্রলীগ সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

শাহজাহান সিরাজ, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা গণ জনতার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ বলেন, "দেশ আজ স্বাধীন, আমাদের উপর সামরিক আইন জারি করার ক্ষমতা কারো নেই, বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশই মেনে চলবে। বাংলাদেশে যদি কোন আইন জারি করতে হয় একমাত্র বঙ্গবন্ধু তা করতে পারবেন। পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৭৫)

এমনি করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল প্রস্তুতি যখন চূড়ান্ত তখন পাকিস্তানী সরকার আলোচনার প্রহসনের পিছনে গণহত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকা আসেন কঠোর সামরিক প্রহারায়। তিনি বঙ্গবন্ধু সহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে রাজনৈতিক সমস্যা, ক্ষমতা হস্তান্তর, অসহযোগ আন্দোলনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যর্থ আলোচনা করেন ১৬, ১৭, ১৮ এবং ১৯ মার্চ। এছাড়া ২০ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ১৩০ মিনিট স্থায়ী এক বৈঠক করেন। ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন আহমদ পুনরায় ইয়াহিয়া খানের সাথে মিটিং করেন। ঐদিন আরেক ষড়যন্ত্রের নায়ক জুলফিকার আলী ভূট্টোর ঢাকায় আগমন ঘটে। ২৪ মার্চ আবারও বঙ্গবন্ধু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ড. কামাল হোসেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সাথে প্রায় দু'ঘন্টা স্থায়ী এক আলোচনায় মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চেয়েছিলেন আলোচনার মাধ্যমে সকল সংকট নিরসন করতে, কিন্তু কুচক্রী ইয়াহিয়া-ভূটো আলোচনার আড়ালে রাতের অন্ধকারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জেনারেলদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে সামরিক অভিযানের নীলনক্সা তৈরী করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি নিধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে, সব আলোচনা ব্যর্থ করে সেনাবাহিনীকে গণহত্যার নিষ্ঠুর নির্দেশ প্রদান করে ঢাকা ত্যাগ করেন।

এদিকে ১৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ও জনগণের সমর্থন কামনা সহ রাশিয়া, আমেরিকা, চীন, বৃটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের সরবরাহকৃত অস্ত্রে বাঙালি নিধন বন্ধ ও পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনী ও অস্ত্র বোঝাই বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রতিবেশী দেশগুলিকে আহ্বান জানান।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে অসংখ্য তার বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গণহত্যা বন্ধ ও পাকিস্তানী শাসকচক্রের চক্রান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে এবং হত্যাযজ্ঞ থেকে পাকিস্তানী বাহিনীকে নিবৃত্ত করতে অনুরোধ জানান।" ২২ মার্চ পূর্ব বাংলার সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্ধারিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার রঙিন প্রতিকৃতি ছাপানো হয় এবং ২৩ মার্চ এই পতাকা বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, হাটে-বাজারে সর্বত্র শোভা পায়।

২৩ মার্চ "স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনেও স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। জয় বাংলা বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে পল্টন ময়দানে আয়োজন করেন "কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান"। এই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা, স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম. আব্দুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে জয় বাংলা বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা" বাজানো হয়। জয় বাংলা বাহিনীর দশটি প্লাটুন ও একটি ব্যান্ড প্লাটুন মার্চ করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যাত্রা করে, সেখানে বঙ্গবন্ধু ছাত্র-জনতার উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে বায়তুল মোকারমের সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র প্রস্তুতির জন্য আহবান জানানো হয়। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শহীদ মিনারেও ঐদিন এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৬ মার্চ থেকে প্রেডিসেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধু ও তার সহযোগীদের সাথে আলোচনার যে অভিনয় করছিলেন তার ফাঁকে তাদের সকল সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলায় চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, যশোর, টঙ্গী সহ সর্বত্র বাঙালি নিধন অভিযান শুরু হয়েছিল। ২৫ মার্চ পর্যন্ত বাঙালিরা শেষ আশা করেছিল একটা সমঝোতা হবে কিন্তু সব আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করলেন এবং তার নির্দেশে ২৫ মার্চ বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হল এবং পাকিস্তানী শাসকচক্রের নীলনক্শা অনুযায়ী ২৫ মার্চ মধ্য রাত থেকে শুরু হয়ে গেল বিশ্বের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্তান স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর সৈনিকেরা একসাথে ঝাপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র বাঙালির উপর। কিন্তু বাঙালি জাতিও বসে থাকল না, রুখে দাড়াল, অস্ত্র ধারণ করল, শুরু হয়ে গেল বাঙালির সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

৮.২ ২৫ মার্চের কালো রাত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। এই দিন গভীর রাতে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাঙালি জাতির উপর চালায় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হত্যাকাণ্ড। মেশিনগানের ভয়াল গর্জনে সেদিন রাতের ঢাকা কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঘুমন্ত মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে নির্মম পশ্চিমা সেনারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, ইকবাল হল, জহুরুল হক হল, রোকেয়া হল সহ পুরো এলাকা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নিষ্ঠুর সেনাবাহিনীর নৃশংস আক্রমণে। অসংখ্য লাশের স্তূপে ঢাকা পড়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর। এক মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয় সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পরিণত হয় ১৯৪৭-৪৮ থেকেই, কারণ এখানকার ছাত্র-শিক্ষক তাদের কোনদিনই তোষামোদ করেনি বরং সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, নির্ভয়ে সত্য কথা, স্বাধীনতার কথা বলেছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবাদী উচ্চারণকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে ২৫ মার্চ পাকিস্তানী অবাঙালি মিলিটারীরা চালিয়েছে নারকীয় তাণ্ডব। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী কেউ তাদের রাইফেলের সামনে থেকে রেহাই পাননি। যেখানে যাকে যেভাবে পেয়েছে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল সহ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার করুন ট্রাজেডী সেদিন নিরেট পাথরকেও কাঁদিয়েছে।

নির্মম পাকিস্তানী সৈন্যরা ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, শিববাড়ী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে শত শত ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী বাঙালিকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, অধ্যাপক কবীর

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, শহীদ শিক্ষক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, শহীদ শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল খায়েরের স্ত্রী মিসেস সাঈদা খায়ের সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কর্মচারী ধীরেন কুমার দে, মধুর কেন্টিন কর্মচারী গোপাল চন্দ্র দাস, জগন্নাথ হলের কালী রঞ্জন শীল, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পরিমল গুহ সহ অন্যান্য কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের স্পষ্ট চেহারা ফুটে উঠে। (হাবিব, ৯১ ঃ ৬৭, ৭৪)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশলের অধ্যাপক ড. নূরুল উল্লার মুভিক্যামেরায় ধারণকৃত দৃশ্য ও তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে ২৫ মার্চের পর ২৬ মার্চ সকালের জগন্নাথ হলের মর্মস্পর্শী দৃশ্যের ভয়াবহতা অনুধাবন করা যায়। এই অধ্যাপকের বর্ণনায় "যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভিতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলি এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল এবং এদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করাবার পরে আবার তাদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হয়েছে একটা একটা করে লাশ পড়ে যাচ্ছে। ৭০-৮০ জনের মত মৃতদেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল।" (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৯০)

বুদ্ধিজীবী, দেশ বরেন্য শিক্ষকরাও রেহাই পাননি এই নরঘাতকদের হাত থেকে। ২৫ মার্চের এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অনেক শিক্ষককে এই নরপশুরা গুলি করে হত্যা করে। হত্যা করে অসংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী সহ বিশ্ববিদ্যালয় ও হল কর্মচারী মধুর কেন্টিনের জনপ্রিয় মধুদাকে, তার পরিবার পরিজনকে, রোকেয়া হলের ছাত্রীরাও নিস্তার পায়নি এই

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্ঠুরতার ছোবল থেকে। যেখানে যাকে পেয়েছে তাকেই নির্বিচারে হত্যা করে নরপিশাচরা তাদের বর্বরতা চরিতার্থ করেছে।

এই ২৫ মার্চের ভয়াল রাত্রিতে পাকিস্তানী জান্তারা গ্রেফতার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা, পূর্ব বাংলার সমস্ত মানুষের প্রিয়নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাই তিনি বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তার শেষ নির্দেশনা রেখে যান, যেটি ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। "এটা সম্ভবতঃ আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন, আমি আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশের মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন এবং আপনাদের যা-ই আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করুন। যে পর্যন্ত শেষ পাকিস্তানী সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত না হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হবে যুদ্ধ চলবে।" (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৮৪)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাতে সর্বশেষ আরেকটি বার্তা পাঠান, যেটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব বাংলার শহরে বন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। "পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী পিলখানায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস এর সদর দপ্তর আর রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর আক্রমণ করেছে। সমস্ত শক্তি জড়ো করে প্রতিরোধ করুন এবং স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি নিন।" (হাননান, ৯৯ ঃ ১৫৭, ১৫৮)

২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দামাল ছেলেরাও বসে থাকেনি, এই অপশক্তির বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছে, প্রতিরোধ গড়েছে। ইকবাল হলের ছাত্ররা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলায় এই হলটি দখল করতে পাক-বাহিনীর ভোর পর্যন্ত সময় লাগে। পাকসেনাদের

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিশালী অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের কাছে ছাত্রদের প্রতিরোধ বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু ছাত্ররা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করেছে।

২৫ মার্চ দিনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র নেতাগণ হল ছেড়ে বাইরে ছিলেন, তাই তারা প্রাণে বেঁচে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সুযোগ পেয়েছিলেন, না হয় তাদের ভাগ্যেও অবধারিত মৃত্যু লেখা ছিল। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া ছাত্র-শিক্ষকগণ ২৭ মার্চ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে যে যার মত করে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেনিং কেন্দ্রে বা মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক কাজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। এভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের সক্রিয় অংশগ্রহণে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। (হাননান, ৯৯ ঃ ১৬০-১৬৩)

Dhaka University Institutional Repository

৮.৩ মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাবান দেশবরেণ্য শিক্ষকগণ যুদ্ধ চলাকালীন বহির্বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাষ্ট্রপ্রধান, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জনসাধারণের কাছে বাংলাদেশের যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনসমর্থন গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায়, দিক-নির্দেশনা, শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে মুক্তিযুদ্ধকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে এসেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ সফলতার সাথে পরিচালনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যাদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত আমাদের স্বাধীনতার পতাকা।

১ মার্চের পর থেকে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী শাসক বিরোধী যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। ডাকসু ও ছাত্রলীগের সমন্বয়ে গঠিত "স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ", এর আ.স.ম আব্দুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন ও শাজাহান সিরাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে প্রকাশ্যে এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করলেও নেপথ্যে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ। (হাননান, ৯৪ ঃ ৭৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

এই ৮ নেতার যৌথ কমান্ডে সমগ্র পূর্ব বাংলায় ৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের পরে এই নেতাগণ কোলকাতায় গিয়ে হাজির হন এবং মুক্তিযুদ্ধকে সফল করার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এই নেতাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing)। এই ছাত্র নেতাগণ দেশের ভেতর থেকে ছাত্র ও যুবকর্মী সংগ্রহ করে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন। দেরাদুনের অদূরে চাকরাতায় RAW-এর সহযোগিতায় এই নেতৃবর্গ জুন থেকে বিশেষ ট্রেনিং শুরু করেন। গ্রুপে গ্রুপে এই ট্রেনিং নভেম্বর পর্যন্ত চলে। ট্রেনিং শেষে এই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনীর নাম হয় লিবারেশন ফোর্স, পরে মুজিব বাহিনী। মুজিব বাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রনেতা।

এই লিবারেশন ফোর্স বা মুজিব বাহিনীর সমন্বয়কারীদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রনেতা, পূর্বাঞ্চলে শেখ ফজলুল হক মনি, আ.স.ম আব্দুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন, উত্তরাঞ্চলে সিরাজুল আলম খান ও মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, দক্ষিণাঞ্চলে তোফায়েল আহমেদ ও কাজী আরিফ আহমেদ এবং পশ্চিমাঞ্চলে আব্দুর রাজ্জাক, সৈয়দ আহমেদ প্রমুখ। এছাড়া প্রশিক্ষণ শিবিরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা, ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, হাসানুল হক ইনু, নূরুল ইসলাম, মোস্তফা এলাহী ও কামরুজ্জামান টুকু। এছাড়াও লিবারেশন ফোর্সের সদস্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র বিভিন্ন জেলায় আঞ্চলিক দায়িত্ব পালন করছিলেন তাদের মধ্যে খুলনা অঞ্চলে আব্দুস সালাম ও জাহিদুর রহমান, নীলফামারীতে জয়নুল আবেদীন, কক্সবাজারে তাজুল ইসলাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। (আরেফিন, ৯৫ ঃ ৮৬, ৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইল মুক্তিবাহিনীতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উপদেষ্টা আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, রফিক আজাদ, মাহবুব সাদিক এবং এস.এম হলের ভিপি আনোয়ারুল আলম (যিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন) ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই মুক্তিবাহিনীতে কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন আব্দুল লতিফ, ফেরদৌস আলম (রঞ্জু) ও আব্দুল গফুর, গোয়েন্দা কর্মকর্তা নজিয়ুর রহমান (পিন্টু), এরা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ঢাকা শহর ও আশপাশের এলাকায় পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ ও ঘায়েল করার জন্য জন্ম হয় "ক্র্যাক প্লাটুন" নামের সংগঠন। এই ক্র্যাক প্লাটুনের অধিকাংশ যোদ্ধাই ছিলেন বিচক্ষণ ও সাহসী। এদের মধ্যে হাবিবুল আলম, জিয়াউদ্দিন আলী আহমেদ, মোফাজ্জল হোসেন, কাজী কামালউদ্দিন, কামরুল হক স্বপন, ফতেহ আলী চৌধুরী, হিউবার্ট এ রোজারিও, শহীদুল্লাহ খান বাদল, ড. তারিফ মাহফুজ, এ.এফ.এম. এ হ্যারিস, মলপুল, মোঃ ভুলু, মাহফুজুর রহমান (আমান) এরা সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই দুঃসাহসী তরুণ যোদ্ধাগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে ঢাকা সহ আশেপাশের এলাকায় অনেকগুলি অপারেশন পরিচালনা করে, পাকসেনাকে খতম করে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের অবাঙালি সেনারা তাদের নির্মম হত্যাকাণ্ড শুরু করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী, রাজারবাগে বাঙালি পুলিশ ও পিলখানায় বাঙালি ইপিআর সৈনিকদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যার মধ্য দিয়ে। এপ্রিলের মধ্যে বাঙালিদের প্রতিরোধ যুদ্ধ ছড়িয়ে যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর সহ দেশের সর্বত্র। এপ্রিলের পর থেকে বাঙালি সুসংগঠিত হয়ে, বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং হাই কমান্ডের নির্দেশে সুসংগঠিত ভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করে একত্র হতে চেষ্টা করেন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মিলিত প্রচেষ্টায় ১০ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমদ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন। এই সরকার ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে প্রায় দশ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এক আনন্দঘন পরিবেশে শপথ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন। স্বাধীনতার সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" গঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রী, মনসুর আলীকে ত্রাণ ও বাণিজ্য মন্ত্রী, এ.এইচ. এম কামরুজ্জামানকে স্বরাষ্ট্র যোগাযোগ ও সাহায্য মন্ত্রী এবং কর্নেল ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করা হয় এবং বলা হয় শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রসিডেন্টের সকল দায়িত্ব পালন করবেন। আওয়ামীলীগ দলের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২০৪)

এই অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এই তিনজনই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের প্রতিভাবান ছাত্রনেতা। এছাড়া এই অনুষ্ঠানের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী, গার্ড অব অর্নার অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী এসপি মাহবুবউদ্দিন, এই অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক সিএসপি তোফিক ইলাহি চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ড. ফররুখ আজিজ খান, ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট সচিব তৌফিক ইমাম, ভারপ্রাপ্ত সংস্থাপন সচিব নুরুল কাদের খান,

Dhaka University Institutional Repository

পররাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব কামালউদ্দিন সিদ্দিকী, অর্থ বাণিজ্য শিল্প মন্ত্রীর একান্ত সচিব সাদত হুসেন, ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার আসাদুজ্জামান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এম. এ সামাদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এ খালেক, তথ্য ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব আনোয়ারুল হক খান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আকবর আলী খান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব আবুল ফতেহ, প্রথম সচিব আর আই চৌধুরী, দ্বিতীয় সচিব আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ও কাজী নজরুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব খসরুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন পদে নিয়োজিত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সাবেক ও তদানিন্তন ছাত্র-শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জিল্লুর রহমান, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সচিব আনোয়ারুল হক খান, সংগঠক আমিনুল হক বাদশা, সমন্বয়কারী অনুষ্ঠান বিভাগ আশফাকুর রহমান খান, প্রযোজক অনুষ্ঠান বিভাগ আবদুল্লাহ্ আল ফারুক, প্রযোজক ইংরেজী সংবাদ আলী যাকের, ইংরেজী সংবাদ পাঠিকা নাসরিন আহমদ (শিলু), চরমপত্র খ্যাত এম.আর. আকতার মুকুল (যিনি আজ আর পৃথিবীতে নেই), ধারাবাহিক অনুষ্ঠান আসাদ চৌধুরী, পাক্ষিক অনুষ্ঠান আলী আহসান, প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আনিসুজ্জামান, লেখক ও পাঠক মোহাম্মদ আবু জাফর, ধারাবাহিক অনুষ্ঠান গাজীউল হক, বদরুল হাসান, মাহবুব তালুকদার, লেখক ও পাঠক গোলাম মুরশিদ, রফিক নওশাদ ও মোহাম্মদ রফিক, শিল্পীদের মধ্যে আপেল মাহমুদ, রথীন্দ্রনাথ রায়, মাহমুদুর রহমান (বেনু), রূপা খান, বুলবুল মহলানবীশ, শাহীন মাহমুদ, ডালিয়া নওশীন প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবর, গান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, চরমপত্র শুনে সমগ্র বাঙালি জাতি তথা সমগ্র মুক্তিযোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, বুকে

Dhaka University Institutional Repository

সাহস পেয়েছে, এবং শত্রুপক্ষকে নিধন করার, পরাজিত করার মনোবল পেয়েছে। তাই মুক্তিযুদ্ধে এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান অপরিসীম এবং এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রায় সকল পরিচালক, কর্মকর্তা, সংগঠন শিল্পী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র-শিক্ষক। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২১০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষক মুজিবনগরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে অংশগ্রহণ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে স্বাধীনতাকে তরান্বিত করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অর্থনীতি অধ্যাপক আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান, ইংরেজী অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অজয় রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নূর মোহাম্মদ মিয়া, পদার্থবিজ্ঞানের ড. দেলোয়ার হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ড. জিল্লুর রহমান খান, বাণিজ অনুষদের আবদুল মান্নান, মনোবিজ্ঞানের ড. সুলতানা সারোয়ার আরা জামান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জয়নুল আবেদিন, পদার্থবিজ্ঞানের জয়ন্ত কুমার, বাণিজ্য অনুষদের অধ্যাপক দূর্গাদাস ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ড. এটি রফিকুর রহমান, সমাজবিজ্ঞানের ড. রঙ্গলাল সেন ও আবুল কালাম আজাদ, ফার্মেসীর নূরন্নবী, চারুকলা ইনস্টিটিউটের বুলবুল ওসমান, অর্থনীতির মতিলাল পাল, সমাজবিজ্ঞানের আনওয়ার উল্লা চৌধুরী, অর্থনীতির প্রফেসর ওয়াহিদুল হক প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। (আরেফিন, ৯৫ ঃ ২৪৪-২৪৭)

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী পরিষদ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জন সমর্থন গড়ে তুলতে, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাহায্য সহযোগিতা পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. এ. আর. মল্লিক, কার্যনির্বাহী সভাপতি কামরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক ড. আনিসুজ্জামান সহ-

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক গোলাম মুরশিদ, কোষাধ্যক্ষ ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, পরিবর্তিত সাধারণ সম্পাদক ড. অজয় রায়, সদস্য ড. মাযহারুল ইসলাম প্রমুখ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বা শিক্ষক। এছাড়া বাংলাদেশ সংগ্রামী বুদ্ধিজীবী পরিষদের সভাপতি ড. এ আর মল্লিক, সহ-সভাপতি ড. খান সারওয়ার মুরশিদ এবং সৈয়দ আলী আহসান, সাধারণ সম্পাদক জহির রায়হান, সম্পাদক ড. এম বেলায়েত হোসেন প্রমুখও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বা শিক্ষক।

মুজিব নগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের বাঙালি কুটনীতিকদের মধ্যে আবু রুশদ মতিনউদ্দিন শিক্ষা ও সংস্কৃতি কাউন্সিল ওয়াশিংটন, ওয়ালিউর রহমান দ্বিতীয় সচিব সুইজারল্যান্ড, মুস্তাফিজুর রহমান, দ্বিতীয় সচিব নেপাল, আর.আই চৌধুরী প্রথম সচিব কলকাতা, আনোয়ারুল করিম চৌধুরী তৃতীয় সচিব কলকাতা, কাজী নজরুল ইসলাম তৃতীয় সচিব কলকাতা, সৈয়দ মোয়াজ্জেম তৃতীয় সচিব ওয়াশিংটন, কিউ এস. রহিম তৃতীয় সচিব জাপান, এম.ইউ.এ জায়গীরদার তৃতীয় সচিব লাগোস, মহিউদ্দিন আহমদ বাণিজ্য প্রতিনিধি হংকং, আমজাদুল হক তথ্য অফিসার নতুন দিল্লী, এ মমিন রাষ্ট্রদূত আর্জেনটিনা, এ.এফ. এম আবুল ফতেহ রাষ্ট্রদূত ইরাক, এনায়েত করিম মিনিষ্টার যুক্তরাষ্ট্র, এস.এম.এস কিবরিয়া কাউন্সিলর যুক্তরাষ্ট্র, এ.এইচ.এম মাহমুদ আলি উপকন্সাল নিউইয়র্ক, এম.এ. করিম উপস্থায়ী প্রতিনিধি জাতিসংঘ সদর দফতর, মহিউদ্দিন আহমদ তৃতীয় সচিব যুক্তরাজ্য, রেজাউল করিম কাউন্সিলর যুক্তরাজ্য, কে.এম. শিহাবুদ্দিন আহমদ দ্বিতীয় সচিব নয়াদিল্লী, এ.এম.এ মুহিত অর্থনৈতিক কাউন্সিলর ওয়াশিংটন প্রমুখ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২১০)

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন বাহিনীতে সক্রিয় ভাবে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র। এদের মধ্যে মহসীন আলী দেওয়ান, সমাজকল্যাণের ছাত্র বীর বিক্রম শফি ইমাম রুমী (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের একমাত্র পুত্র), গণিতে ১ম শ্রেণীতে ১ম হওয়া আবুল কালাম আজাদ, পরিসংখ্যানের ছাত্র এন.এন.এম মনিরুজ্জামান, পদার্থ বিজ্ঞানের মাশুকুর রহমান, অর্থনীতির মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সৈয়দ নজমুল ইসলাম, ইংরেজীর শেখ আব্দুস সালাম, বাংলার রফিকুল ইসলাম, এল.এল.বি এর ছাত্র মোঃ আব্দুল হাফিজ, মহসীন হলের ক্রীড়া সম্পাদক এ.কে.এম. মিরাজ উদ্দিন, এল.এল.বি এর ছাত্র এ.কে. সিদ্দিক হেনা মিঞা, এল.এল.বি এর ছাত্র কামিনী কুমার চক্রবর্তী, অর্থনীতির নিজাম উদ্দিন আহমেদ, দর্শনের মোহাম্মদ হযরত আলী, ইংরেজীর রাশীদুল হাসান, বাণিজ্যের সরোজ কুমার নাথ অধিকারী, আইনে ১ম শ্রেণীতে ১ম হওয়া ছাত্র জ্ঞানেন্দ্র লাল চৌধুরী, ইংরেজীর নুরুল আমীন খান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। (আশরাফ, ২০০০ ঃ ২৫-৩৬৬)

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে দেশ মাতৃকার জন্য লড়াই করেন। এদের মধ্যে, অর্থনীতির ছাত্র (বীর উত্তম) রফিকুল ইসলাম, মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনায়কত্বে ১ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন, মোঃ হামিদুর রহমান (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং এ কর্মরত) ৭ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেন, কাজী মোজাম্মেল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কামরুল আলম খান খসরু, মাহবুক সাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং পুল সহকারী মোঃ মুজিবুর রহমান, আইনের ছাত্র শওকত আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের হাসান উদ্দিন সরকার, ১৯৭১ এর ১৫ ডিসেম্বর ছয়ছানার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি যৌথ নেতৃত্ব প্রদান করেন, বাংলার ছাত্রী মমতাজ

Dhaka University Institutional Repository

বেগম যুদ্ধের একাধিক অপারেশনে তিনি অংশ নেন, ছিলেন অন্যতম। (আশরাফ, ২০০০ ঃ ২৫-৩৬৬)

ন্যাপ, কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের সম্মিলিত বাহিনীতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র যুদ্ধ করেন এবং এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। ১৯৭১ এর ২০ মে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের ছাত্র ও যুব সংগঠনের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এই চিঠিতে পাক সরকারের নির্যাতনের নির্মম কাহিনী বর্ণনা করে, বিশ্বের সকল দেশের ছাত্র-তরুণদের সহযোগিতা কামনা করা হয় এবং এই চিঠি বিশ্বের ছাত্রসমাজের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, যুবক ও জনগণের মধ্যে একতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই বিবৃতি যোদ্ধাদের মনে অধিক শক্তি সঞ্চারিত করে এবং দেশের সমগ্র জনতা বুঝতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশের সকল শক্তি এক হয়ে লড়াই করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছিলেন জাতিসংঘের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক ও দেশের বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে উঠে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমর্থন পাওয়া সম্ভব হয়। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, সদস্য ড. মোশারফ হোসেন, ড. খান সারওয়ার মুরশিদ, ড.

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান, ড. স্বদেশ রঞ্জন বসু, ড. ওয়াজিউর রহমান প্রমুখও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র বা শিক্ষক।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষকগণের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা বাংলাদেশ শিক্ষক প্রতিনিধি দল সার্বক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যার্থে সকল ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যান। এই প্রতিনিধি দল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথেও দেখা করেন এবং বাংলাদেশ ও ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতায় শরণার্থীদের সাহায্যের বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন

ক্রমিক নং	নাম	মুক্তিযুদ্ধপূর্ব পদবী/পেশা	মুক্তিযুদ্ধকালীন পদবী/কর্মস্থল
১.	সাঈদ আহমেদ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
২.	শেখ কামাল উদ্দিন	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. এ.ডি.সি প্রধান সেনাপতি মুজিবনগর
৩.	এম. আবদুর রউফ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. সেক্টর নম্বর-৫
৪.	মুনজুরুল ইসলাম মজুমদার	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
৫.	মমতাজ হাসান	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

৬.	তাহের আহমেদ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. সেক্টর নম্বর-১১
৭.	আবুল হোসেন	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. ১১ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
৮.	জামিল উদ্দিন আহসান	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. ৪র্থ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
৯.	সৈয়দ আবু সাদেক	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. সেক্টর নম্বর-৩
১০.	মোহাম্মদ আলী	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. সেক্টর নম্বর-৯
১১.	শামসুল হুদা বাচ্চু	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. ১১ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
১২.	কায়সার হক	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	লে. সেক্টর নম্বর-৭
১৩.	এস.এম. শহীদুজ্জামান	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-১
১৪.	জিল্লুর রহমান	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২
১৫.	হাফিজুল্লাহ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২
১৬.	শাহ আলম তালুকদার	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-৯
১৭.	এ.বি.তাজুল ইসলাম	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২
১৮.	মাহমুদুল মাসুদ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২

Dhaka University Institutional Repository

১৯.	চন্দ্র কান্ত দাস	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-৩
২০.	কামরুল হক (স্বপন)	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২
২১.	মোস্তাক উদ্দিন আহমেদ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২
২২.	মাহফুজ আনাম	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (বার্তা বিভাগ)
২৩.	কাজী কামাল উদ্দিন আহমেদ	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২
২৪.	মোঃ জুলফিকার আলী	ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	অফিসার ক্যাডেট সেক্টর নম্বর-২

(আরেফিন, ৯৫ ঃ ২০৮-২২৪)

এভাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকসহ দেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয় এদেশের স্বাধীনতা।

Dhaka University Institutional Repository

৮.৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের তালিকা

পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল বাঙালি জাতিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে। তাই তাদের প্রথম আক্রমণে পরিণত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এখানকার ছাত্র শিক্ষক সবাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদদের একেবারে সঠিক তালিকা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, যতটুকু তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নীচে তুলে ধরা হল

শহীদ শিক্ষকগণের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/বিভাগ	মৃত্যুর তারিখ
১.	ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব	অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
২.	এ.এন.এম. মনিরুজ্জামান	অধ্যাপক পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
৩.	ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা	অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
৪.	ড. ফজলুল মহী	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
৫.	ড. আব্দুল মোত্তাদির	সহকারী অধ্যাপক ভূতত্ত্ববিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
৬.	শরাফত আলী	সহকারী অধ্যাপক গণিত বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
৭.	এ.আর.কে খাদেম	সহকারী অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃবিঃ	২৬.০৩.৭১

Dhaka University Institutional Repository

৮.	অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য	সহকারী অধ্যাপক ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৫.০৩.৭১
৯.	এম. সাদত আলী	সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৩.৭১
১০.	আনোয়ার পাশা	সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১১.	ড. শাহাদত আলী	অধ্যাপক, শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ঢাঃ বিঃ	২৬.০৪.৭১
১২.	ড. সিরাজুল হক খান	প্রভাষক, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৩.	মুনীর চৌধুরী	অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৪.	মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৫.	ড. আবুল খায়ের	অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৬.	সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য	অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৭.	এস.এম.এ রশীদুল	সহকারী অধ্যাপক ইংরেজী বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৮.	গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১
১৯.	আতাউর রহমান খান খাদিম	পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাঃ বিঃ	১৪.১২.৭১

(রহমান, ২০০১ ঃ ১২৪ এবং আরেফিন, ১৯৯৫ ঃ ৫৫০-৫৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন

(১) ডা. এম. মুর্তজা, মেডিকেল অফিসার

(২) মোঃ সাদেক, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন

ক্রমিক নং	নাম	পদবী/কর্মস্থান
১.	আবদুল্লাহ ভূঁইয়া	উচ্চমান সহকারী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট
২.	খগেন্দ্র চন্দ্র দে	চাপরাশী, দর্শন বিভাগ
৩.	আব্দুস সামাদ	চৌকিদার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র
৪.	দজ্জুলাল	সুইপার, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র
৫.	আবদুস সহিদ	শ্রমিক, টি.এস.সি
৬.	পীর মোহাম্মদ	পিওন, রেজিষ্ট্রারের দপ্তর
৭.	সোলায়মান	দারোয়ান, রোকেয়া হল
৮.	চুন্নু মিয়া	মালি, রোকেয়া হল
৯.	আবদুল খালেক	মালি, রোকেয়া হল
১০.	আহাম্মদ আলী	লিফ্‌টম্যান, রোকেয়া হল
১১.	নুরুল ইসলাম	বেয়ারার, রোকেয়া হল
১২.	হাফিজ উদ্দিন	বেয়ারার, রোকেয়া হল
১৩.	নমি	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
১৪.	প্রিয়নাথ রায়	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
১৫.	সুনীল চন্দ্র দাস	দারোয়ান, জগন্নাথ হল

Dhaka University Institutional Repository

১৬.	দুঃখীরাম মণ্ডল	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
১৭.	সামসুদ্দীন	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
১৮.	জহর লাল	নৈশ প্রহরী, জহুরুল হক হল
১৯.	দাসুরাম	মালি, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
২০.	সিরাজুল হক	মালি, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
২১.	আলী হোসাইন	বেয়ারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব
২২.	সোহরাব আলী গাজী	বেয়ারার, ঢাঃ বিঃ ক্লাব
২৩.	শিভষাদ কাপুরী	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
২৪.	শ্রী মিস্ত্রী	ইলেকট্রিশিয়ান
২৫.	আবদুল মজিদ গাজী	দারোয়ান, ঢাঃ বিঃ ক্লাব
২৬.	সুনীল চন্দ্র দে	দারোয়ান, জগন্নাথ হল
২৭.	মোহাম্মদ নোনা মিয়া	ঝাড়ুদার, চারুকলা ইনষ্টিটিউট

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তালিকা নিম্নরূপ

ফজলুল হক হল

(১) সিকান্দার আলী (২) আবদুস সালাম (৩) নজরুল ইসলাম (৪) গোলাম মাহবুব (৫) মুস্তফা হোসাইন (৬) আবুল ফজল (৭) আবুল কাসেম।

জহুরুল হক হল

(১) জাফর আলম (২) হেলালুর রহমান (৩) জাহাঙ্গীর মুনীর (৪) আবুল কালাম (৫) আবুল তাহের পাঠান (৬) সালেহ আহমেদ (৭) আশরাফ আলী।

Dhaka University Institutional Repository

সূর্য সেন হল

(১) জিল্লুর মোরশেদ মিঠু (২) বদিউল আলম (৩) শামসুজ্জামান (৪) আবদুর রহিম (৫) আতাউর রহমান (৬) আমিরুল সালাম (৭) আতিকুর রহমান।

হাজী মোঃ মুহসীন হল

(১) এ.কে.এম সিরাজুদ্দিন (২) সামাদ (৩) নিজামুদ্দিন ভূঁইয়া (৪) আনোয়ার হোসাইন (৫) সৈয়দ নূরুল আমিন (৬) খন্দকার আবু তাহের (৭) জাহাঙ্গীর হায়দার খান (৮) জহিরুল ইসলাম (৯) মোশাররফ হোসাইন (১০) মঞ্জুর রহমান চৌধুরী।

সলিমুল্লাহ্ হল

(১) ওয়াহিদুর রহমান (২) নাজিমউদ্দিন আজাদ (৩) লুৎফর আজিম (৪) নজরুল ইসলাম (৫) সিকান্দার হায়াত খান (৬) শাজাহান চৌধুরী (৭) মোঃ সলিমুল্লাহ (৮) শাজাহান কবির (৯) আবদুস সালাম (১০) নাসিম মোহসিন

শহীদুল্লাহ্ হল

(১) জালালউদ্দিন হায়দার।

জগন্নাথ হল

(১) স্বপন চৌধুরী (২) গনপতি হালদার (৩) মৃনাল কান্তি বোস (৪) মনোরঞ্জন বিশ্বাস (৫) রামানি মহন ভট্টাচার্য (৬) কিশোরী মোহন সরকার (৭) রানাদা প্রসাদ রায় (৮) সুবল চক্রবর্তী (৯) ভবতোষ ভৌমিক (১০) ননী গোপাল ভৌমিক (১১) বরদাকান্ত তরফদার (১২) সত্যরঞ্জন দাস (১৩) কেশবচন্দ্র হাওলাদার (১৪) নির্মল কুমার রায় (১৫) বিধান চন্দ্র ঘোষ (১৬) শিবকুমার দাস (১৭) শিশুতোষ দত্ত চৌধুরী (১৮) রাখাল

Dhaka University Institutional Repository

রায় (১৯) উপেন্দ্র নাথ রায় (২০) সন্তোষ চন্দ্র রায় (২১) জীবন কৃষ্ণ সরকার (২২) সত্যরঞ্জন নাগ (২৩) রুপেন্দ্রনাথ সেন (২৪) মুরারী মেহান বিশ্বাস (২৫) বিমল চন্দ্র রায় (২৬) প্রবীর পাল (২৭) নিরঞ্জন হালদার (২৮) কার্তিক শীল (২৯) পল্টন দাস (৩০) সজীব দত্ত (৩১) নিরঞ্জন প্রসাদ সাহা (৩২) হরি নারায়ন দাস (৩৩) দীনেশ চন্দ্র শিকদার (৩৪) নিরঞ্জন চন্দ্র (৩৫) সুব্রত সাহা (৩৬) প্রদীপ নারায়ন রায় চৌধুরী (৩৭) আনন্দ কুমার দত্ত (৩৮) রবিন রায় (৩৯) সুশীল চন্দ্র দাস (৪০) সুবাস চক্রবর্তী ও (৪১) অজিত রায় চৌধুরী। (রহমান, ০১ ঃ ১২৪-১২৬)

এছাড়াও যুদ্ধাঙ্গনে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকসেনাদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী নিহত হয়েছেন, যাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা। তাই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপে ২৬ মার্চ, ১৯৯৪ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক উদ্বোধন করা হয়। এখানে লেখা আছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অন্যদের নাম খচিত এই ফলকটি বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের চব্বিশতম বর্ষপূর্তির দিনে কৃতজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজের পক্ষ থেকে স্থাপিত হল।" নজরুলের কবিতাটি এই স্মৃতিফলককে আরো উজ্জ্বল করেছে।

"ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায়
স্তব্ধ হইয়া যাও। মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই
সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে।"

Dhaka University Institutional Repository

৮.৫ চূড়ান্ত বিজয় ও ফলাফল মূল্যায়ন

বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী এই মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে তরান্বিত করেন। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত এ স্বাধীনতায় এককভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে গৌরবোজ্জল ভূমিকা রেখেছে তার সমতুল্য ভূমিকা এদেশের একক কোন প্রতিষ্ঠান কখনোই রাখতে পারত না বা পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী ছাত্ররা শুধু মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টিতে নয়, বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে যেভাবে অস্ত্র হাতে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, বিশ্বের অপর কোন দেশের ইতিহাসে তা বিরল। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৮ এর বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই, এরপরে ১৯৪৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী ধর্মঘট, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকে সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরোধী শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ এর ছয় দফা ভিত্তিক স্বাধীকার আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০ এর মহাপ্রলয় ও নির্বাচন, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, এই প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে। এ সব আন্দোলন সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকের ভূমিকা শুধু মিছিল, মিটিং, বিবৃতি, বক্তৃতা, সমর্থনদান বা পত্র পত্রিকায় লেখালেখির মধ্যেই সীমবদ্ধ ছিল না, এই প্রতিটি আন্দোলনের উৎস ও কেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৪৩)

১৯৭০-এর নির্বাচন পরবর্তী সরকার বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন প্রথম শুরু হয়েছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং এই আন্দোলনকে জোরদার করে তুলে পরিণতির দিকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে যেতে সব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণের নেতৃত্বে। ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পর থেকেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে একত্রিত হয়েছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে শত্রু কবলিত দেশকে মুক্ত করেছে, অকাতরে দিয়েছে প্রাণ। অক্টোবরের শেষ দিকে ভারত-বাংলাদেশ যুগ্মকমান্ড গঠিত হলে, এই যুগ্মকমান্ডের অধীনে সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের মানুষ ও বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের সাহসিকতাপূর্ণ বিভিন্ন পদক্ষেপে মুক্তিযুদ্ধ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। (হাননান, ৯৯ ঃ৮২৯)

স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয় এবং এই গণ-প্রতিনিধিদের নিয়েই গঠিত হয় মুজিব নগর স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এই সরকারের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি, চীপ হুইপ সহ অধিকাংশ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিলেন তারা সকলেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং এদের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে দূর্বল করার জন্য যে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো হয় তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্রগণ। মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশের সর্বত্র ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকবাহিনীকে প্রতিরোধ করে এবং ছাত্র, রাজনৈতিক কর্মী, ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপি আর, ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিবাহিনী হিসেবে কাজ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে পাক

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন, মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ অভিযান জোরদার, এবং মুক্তিযোদ্ধারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেয়। এছাড়া এই পর্যায়ে মুজিব নগর সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত তৈরীতে সচেষ্ট হন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মিলিত প্রচেষ্টায় পাকবাহিনী পিছু হটতে শুরু করে। (নাথ, ৮৭ ঃ ৩৬৭, ৩৬৮)

মূলতঃ ৪ ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর মিলিত লড়াইয়ে পাকবাহিনী বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকা থেকে পিছু হাটতে শুরু করে এবং ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের সবকটি যুদ্ধ বিমান হারায়। এর পরে আসে বিজয়ের মহেন্দ্র ক্ষণ, বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা একের পর এক একটি এলাকা দখল করার মধ্য দিয়ে বিজয় নিশ্চিত করে এবং ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে একমাত্র ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের সব অঞ্চল মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে। (রহমান, ৯৮ ঃ ১৫২-১৫৪)

বিজয়ের আনন্দে যখন বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত তখন আবিস্কৃত হয় রায়ের বাজার ও মিরপুরের বধ্যভূমি, যেখানে রাজাকার, আলবদর-আলসামসদের সহযোগিতায় পাকসেনারা বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাংবাদিক, ডাক্তার, শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখকদের ধরে নিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশের যে সকল বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, পেশাজীবীগণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর ছিলেন সে সকল বরেণ্য ব্যক্তিত্বই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। নিশ্চিত পরাজয় জেনে আত্মসমর্পনের আগে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব শূন্য করার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যার এই নীলনক্শা পাকবাহিনী বাস্তবায়ন করে, আল-বদর বাহিনীর সাহায্যে। দেশ বিভক্তির পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পতিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ এখানকার ছাত্র-শিক্ষক স্বাধীনতার কথা ভাবতেন, মুক্তচিন্তা, মেধা মননের অধিকারী ছিলেন তাই পাকিস্তানী শাসকচক্রের চরম হিংস্র জিঘাংসা চরিতার্থ করতে তারা ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নির্মম আঘাত হানে এবং স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রাক্তন ছাত্রদের কারফিউ এর মধ্য দিয়ে বাসায় বাসায় হানা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৪৪)

বিকেল তখন ৪.৩১ মিনিট, তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল, বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়, হাজার বছরের বাঙালির স্বপ্নসাধ পূর্ণ করে বাংলার আকাশে উড়ে স্বাধীনতার লাল-সবুজ পতাকা। রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লোকের সমাগমে পূর্ণ ও জয়বাংলা ধ্বনীতে মুখরিত পরিবেশে পাকিস্তানী সেনাপতি নিয়াজী মাথা নিচু করে আত্মসমর্পনের দলিলে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ ভারত যৌথ কমান্ড বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার এই স্থানটিকে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পনের উপযুক্ত জায়গা মনে করেন। সুদীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম, আর লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে জন্ম হয় সার্বভৌম বাংলাদেশের। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি এই জাতীয় সংগীতকে বুকে ধারণ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হয়। এই জাতীয় সংগীত, এই পতাকা, এই স্বাধীনতা অর্জনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অবিস্মরণীয়। (হাননান, ৯৯ ঃ ৮২৭)

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় ঃ স্বাধীন বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

৯.১ সরকার গঠন ও প্রথম নির্বাচন

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার। ১৭ এপ্রিল এই সরকার মুজিবনগরের আম বাগানে শপথ গ্রহণ করলে এই সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয় এবং বাঙালি জাতি অর্জন করে তাদের প্রিয় স্বাধীনতা। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ এই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। ১৯৭১ এর মার্চ থেকে ডিসেম্বর এই দীর্ঘ দশ মাসের অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে "ভারত বাংলাদেশ যৌথ মিত্র বাহিনীর" কাছে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হয়। ২২ ডিসেম্বর, মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পরিচালনার ভার হাতে নেন। এভাবেই যাত্রা শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।

ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা এবং বাংলাদেশের শিক্ষক বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানে বন্দি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবীতে বিশ্বব্যাপী জোর প্রচারণা চালান। ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দানের জন্য ডিসেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে বৃটিশ সরকারের এক বিশেষ বিমানে ঢাকা এসে পৌছান। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে সমগ্র ঢাকা শহরের

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ লক্ষ জনতা রাস্তার দু'পাশে দাড়িয়ে ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে এক অভূতপূর্ব সংবর্ধনা জানায়। পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের এক বিশাল জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুকে বীরোচিত গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। (মিয়া, ৯৫ ঃ ১১)

১১ জানুয়ারী এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন জাতীয়তাবাদ হবে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের প্রধান স্তম্ভ, এর রাজনৈতিক ভিত্তি হবে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির এবং জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ হবে সার্বভৌম আর সরকার প্রধান ও মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যকে তাদের সকল কাজের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এরই প্রেক্ষিতে এই দিন রাতে জারি করা হয় দেশে সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করার লক্ষ্যে একটি অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ। পরদিন ১২ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়ে সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং মন্ত্রিপরিষদের সম্প্রসারণ করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে, আত্ম নিয়োগ করেন।

বাঙালির সুদীর্ঘকালের আশা-আকাংখা, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়ন, ধর্ম বর্ণ গোত্র জাতি নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, এবং সংসদীয় মন্ত্রিপরিষদ পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিধি-বিধান সন্নিবেশিত করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় ১৯৭২ এর ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যেই। অতঃপর সরকার দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে সবদিক

Dhaka University Institutional Repository

থেকে ক্ষতিগ্রস্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করা শুরু করেন। এই সব সমস্যা মোকাবেলা করা ছিল এক অপরিসীম কঠিন কাজ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিশেষ করে তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি তার অভিজ্ঞ রাজনৈতিক সহকর্মী ও আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় সহযোগিতার ফলে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ এর মধ্যে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত পোড়ামাটি বাংলাদেশের অনেক দুঃসাধ্য কার্যক্রম ও লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বাসনের সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সরকার বাংলাদেশের জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা চালু করার জন্য ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত এ খুদার সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এ কমিশন যে সকল ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, এম ইউ আহমেদ, মাহমুদ মোকাররম হোসেন, মোহাম্মদ নুরুস সাফা, এম আবদুস সাত্তার, কবীর চৌধুরী, আবদুল হক, আনিসুজ্জামান, নূরুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম, আ মু জহুরুল হক, সিরাজুল হক, বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান, মুহম্মদ নুরুল হক, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, হেনা দাস, মোঃ আশরাফ উদ্দিন খান প্রমুখ, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বা শিক্ষক। ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন এবং কমিশন অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করে ১৯৭৩ এর ৮ জুন আর ১৯৭৪ সালের ৩০ মে পেশ করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৫৭)

বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯২ টি আসনে জয় লাভ করে। এছাড়া এই নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্রনেতা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান, সোহরাব হোসেন, এ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান, শ্রী মনোরঞ্জন ধর ও তোফায়েল আহমদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অপর দিকে ৮টি আসনে জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাসদের আবদুস সাত্তার এবং ৬ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হন। এই নির্বাচিত সদস্যদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। (মিয়া, ৯৫ ঃ ১৫, ১৬)

বঙ্গবন্ধু সরকারকে ১৯৭৪'র দ্বিতীয়ার্ধে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ বিশেষ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। বন্যায় প্রায় সারা দেশে ব্যাপক ক্ষতি হয়, ফলে দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের আন্তরিকতা ও নিরলস প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও দেশে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং দূর্ভীক্ষ ও মহামারিতে অনেক লোক মারা যায়। এছাড়া দেশে তখন কতিপয় স্বাধীনতা বিরোধী ও বিপ্লবের নামে বিভ্রান্ত গুপ্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সন্ত্রাসী ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি পেলে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ও চরম অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতি ও সংকট মোকাবেলায় জনসধারণ ও বঙ্গবন্ধু সরকারের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি তখন সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ও একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। নতুন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। এছাড়াও ১৬ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, এই সরকারের রাষ্ট্রপতি,

Dhaka University Institutional Repository

উপ-রাষ্ট্রপতি ছাড়াও মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা। অতঃপর রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্ফর) একত্রিত হয়ে গঠন করে "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)" নামে একটি জাতীয় দল। একই সঙ্গে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধি বিধানও করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতুন দলের সভাপতি নিযুক্ত হন এবং তিনি সংসদের প্রাক্তন বিরোধী দলীয় নেতাকে বাকশালের সদস্যপদ প্রদান করেন। ১৯৭৫ সালের ৬ জুন, বাকশালের সংবিধান ঘোষিত হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও গণতন্ত্র এই চার মূলনীতিকে আদর্শ করে।

বাকশালের কার্যকরী ও কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ৫টি অঙ্গ সংগঠনও গঠিত হয়, কার্যকরী ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক মনসুর আলী ও জিল্লুর রহমান এবং সম্পাদক হিসেবে শেখ ফজলুল হক মনি ও আবদুর রাজ্জাক নির্বাচিত হন। এছাড়াও দলের পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনে যেমন জাতীয় কৃষক লীগের আহ্বায়ক ফনিভূষণ মজুমদার, জাতীয় শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক ইউসুফ আলী চৌধুরী, জাতীয় মহিলা লীগের আহ্বায়ক সাজেদা চৌধুরী, জাতীয় যুবলীগের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমদ, জাতীয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক শেখ শহিদুল ইসলাম নিযুক্ত হন। এছাড়াও অন্যান্য দল থেকে অনেকে এই বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ছিলেন যেমন, জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়নের হাজী মোহাম্মদ দানেশ, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সং প্রু শাইন, কমিউনিষ্ট পার্টির মোহাম্মদ ফরহাদ এবং মস্কোপন্থী ন্যাপের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এই বাকশালের বিভিন্ন কমিটি যাদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে বাকশালের সভাপতি সহ অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রনেতা। (ইসলাম, ০৩ঃ ২৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্রলীগ নেতা সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত করেন, অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, দেশের স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছেন, স্বাধীন দেশে তাদের অনৈক্য, বিভেদ আর আত্মঘাতি সংঘাতের সুযোগ লাভবান হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি, লাভবান হয়েছেন মোশতাক গংরা। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির যে ষড়যন্ত্র ১৯৭১ এ সফল হতে পারেনি, স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে সেই অপশক্তি তাদের চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল, কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সুযোগ আর পাননি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে তিনি ৩২ নং ধানমন্ডির বাড়ীতে সপরিবারে নিহত হন। শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশে হত্যা আর অস্ত্রবলে ক্ষমতা দখলের পালা। রাষ্ট্রপতি আসনটি দখল করেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, ক্ষমতাবলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরও হন।

১৫ আগষ্টের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশাতাক আহমদ দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং গ্রেফতার করেন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, মন্ত্রী মোঃ মনসুর আলী, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান, আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলী সহ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির ২০ জন নেতাকে। এছাড়া ১৯ আগষ্ট বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ড. মাযহারুল ইসলামকে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরীকে গ্রেফতার করেন। যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রনেতা।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হয়নি স্বাধীনতা বিরোধীচক্র, স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় চার নেতা, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে নৃশংসভাবে তারা হত্যা করে ৩ নভেম্বরে জেলখানায়। মূলতঃ ১৯৭৫ সালের আগষ্ট ও নভেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের নায়কগণ যে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন, তার সূচনা হয়েছিল ১৯৭১ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনক্শা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। ১৯৭৫ এর আগষ্ট-নভেম্বরে নিজ দেশের মাটিতে কতিপয় ক্ষমতালিপ্সু স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের হাতে যাদের প্রাণ দিতে হয়েছিল তাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, শেখ ফজলুল হক মনি, শেখ কামাল এবং সুলতানা কামাল প্রমুখ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও তদানিন্তন ছাত্র।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং তার সঙ্গে ১৫ আগষ্টের রক্তাক্ত ঘটনার হোতা সামরিক অফিসারদের ক্ষমতাচ্যুত করে বঙ্গভবনে অন্তরীণ করে রাখেন, একই সঙ্গে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকেও গৃহবন্দী করা হয়। খালেদ মোশাররফ নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করে ৫ নভেম্বর খন্দকার মোশতাককে বাধ্য করেন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের হাতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। এসব ঘটনার মধ্যেই ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৫ আগষ্টের রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের নায়কগণ জাতীয় চার নেতাকে হত্যার ব্যবস্থা করে নেয়। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে ৭ নভেম্বর, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে জাসদের বিপ্লবী গণবাহিনীর সাহায্যে সিপাহীদের পাল্টা অভ্যুত্থানে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও তার সহযোগী লে. কর্নেল কে এন হুদা, লে. কর্নেল হায়দার ও বহু মুক্তিযোদ্ধা সিপাহী নিহত হন, মুক্ত হন ১৫ আগষ্টের হোতারা এবং

Dhaka University Institutional Repository

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। বাংলাদেশে পুনরায় ক্ষমতার পট পরিবর্তন হয় এবং বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েম পদত্যাগ করার পরে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৭০ এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে আনা, স্বাধীন দেশের সরকার গঠন, সংবিধান ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন, প্রথম নির্বাচনসহ সব কাজ ও ঘটনার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

Dhaka University Institutional Repository

৯.২ ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) পটভূমি বিশ্লেষণ

রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করে এই দলের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের মত সুসংগঠিত দল হিসেবে পরিচিতি পায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (জাসদ), এদের সাথে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নামের এই ছাত্র সংগঠনটি নতুন করে যুক্ত হয় এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের সাথে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ক্রমাগত বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ১৯৮১ সালের ৩০ মে কতিপয় বিদ্রোহী সেনা অফিসারদের হাতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে নির্মমভাবে নিহত হন। তখন তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের দুইজন রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কতিপয় বিপথগামী সেনা অফিসারদের হাতে নিহত হওয়ার ঘটনা বাঙালি জাতির জন্য সত্যিই বড় দুঃখের আর লজ্জার। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৭৬)

ইতিমধ্যে ১৯৮১ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শেখ হাসিনা প্রবাসে অবস্থানরত অবস্থাতেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হন

Dhaka University Institutional Repository

এবং ১৭ মে দেশে ফিরে এসে আওয়ামী লীগকে নতুন করে গড়ে তোলার ভার হাতে নেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তাঁর সুযোগ্যা কন্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনর্জ্জীবিত হয় এবং সুসংগঠিত ভাবে তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। এরই মধ্যে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং মার্শাল 'ল' জারি করেন। লে. জেনারেল হুসেইন মোঃ এরশাদের সামরিক আইন জারি ও ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে ষাটের দশকের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মতই প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে। ষাটের দশক জুড়ে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা, আশির দশকে এসেও এই স্বাধীন বাংলাদেশে একজন বাঙালি সামরিক স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষককেই এটা সত্যিই দুঃখের।

অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই এরশাদ সরকার বিভিন্ন নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ শিক্ষা দিবস পালন করতে গেলে সরকার ব্যাপক বাধা প্রদান করা ছাড়াও শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে গ্রেফতার করে। ২৩ সেপ্টেম্বর এরশাদের শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আবদুল মজিদ খান একটি শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন, যাতে প্রাথমিক পর্যায় থেকে ইংরেজীর সঙ্গে আরবি ভাষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ।

Dhaka University Institutional Repository

মজিদ খানের শিক্ষানীতিকে অবৈজ্ঞানিক ও শিশু মনোবিজ্ঞান নীতি বিরোধী বলে একে প্রত্যাখান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪টি ছাত্র সংগঠন এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের এক অংশের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুর রহমান ও বাহালুল মজনুন চুন্নু, অপর অংশের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা জামাল মহিউদ্দিন, খ.ম জাহাঙ্গীর, জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি মুনিরউদ্দিন আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসিব খান, ডাকসু ভিপি আখতারুজ্জামান ও জি.এস জিয়াউদ্দিন বাবলু, ছাত্র ঐক্য ফোরামের গোলাম কিবরিয়া ও মিজানুর রহমান, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর ফজলে হোসেন বাদশা ও আতাউর রহমান ঢালী, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কামরুল ইসলাম ও শহীদুল ইসলাম, জাতীয় ছাত্র ইউনিয়নের আবদুল্লাহ্ আল মামুন, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মিজানুর রহমান মানু, সমাজবাদী ছাত্র জোটের সোহরাব হোসেন, ছাত্র সমিতির দবিরউদ্দিন আহমদ ও আসাদুল্লাহ, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি ও বুয়েটের ছাত্র সংসদের ভিপি খন্দকার মোহাম্মদ ফারুক ও জি.এস আনোয়ারুল হক প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন অধ্যাপক সহ দেশের পনের জন বিশিষ্ট নাগরিকও এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন। এদের মধ্যে অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক এ.আর মল্লিক, অধ্যাপক মুসলেহউদ্দিন আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মফিজুল্লাহ করিম, অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক সরদার ফজলুল কবির, বদরুদ্দিন উমর, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান প্রমুখ ছিলেন অন্যতম। যাদের অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্র-শিক্ষক। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৮১)

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এরশাদ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলা শুরু করেন। ১৯৮২ সালের নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাভবনে জাসদ ছাত্রলীগের সিপাহী বিপ্লব দিবস পালনকালে পুলিশ ছাত্রদের আক্রমণ করে আহত করে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সহ ৩৭ জনকে গ্রেফতার এবং কয়েকজন শিক্ষককে লঞ্ছিত করে। পুলিশ সাধারণ ছাত্রছাত্রীর উপরও লাঠি চার্জ করে, অশোভন আচরণ করে ফলে প্রথম থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষক সমিতি সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর মধ্যে ক্লাস বর্জন, সভা সমাবেশ, বিক্ষোভ প্রদর্শন, দাবি দিবস পালন, সচিবালয় ঘেরাও, দেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালন ইত্যাদি ছিল অন্যতম।

১৯৮৩ সালের ২১ কে সামনে রেখে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি যথাক্রমে ১৫ ও ৭ দলের জোট গঠন করে। এই দুই জোটের ২২টি রাজনৈতিক দল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। সরকার চরম দমন নীতি অবলম্বন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারীর মিছিল থেকে সহস্রাধিক ছাত্রকে গ্রেফতার ছাড়াও বহু ছাত্রকে আহত এবং কয়েক জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে। প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ডাকসুর নেতৃবৃন্দসহ সমগ্র ছাত্রসমাজ একুশের অনুষ্ঠান বর্জন করে এরশাদ বিরোধী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। ২১ এর মধ্য প্রহরে কঠোর নিরাপত্তায় এরশাদ যখন শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কাউকে শহীদ মিনারে দেখা যায়নি। কিন্তু দূর থেকে এরশাদ বিরোধী শ্লোগান অনবরত ভেসে আসছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ মার্চ এরশাদের ক্ষমতা দখলের দিনটিকে "কালো দিবস" আখ্যা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ও ২২ দল ব্যাপক কর্মসূচী পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে ২৮ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলের উপর এরশাদের পুলিশবাহিনী ট্রাক চালিয়ে দিলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সহ সমগ্র দেশের ছাত্র জনতা এবং ১ মার্চ হরতাল, ৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ সভা, ৫ মার্চ দেশব্যাপী শোকসভা পালন করা হয়। এ সময় ছাত্রদের ব্যাপক পুলিশী হামলা হয় এবং শত শত ছাত্রনেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্র আন্দোলন বৃদ্ধি পেলে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। তিন মাস পরে ১৮ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুললে ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক বিশাল ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে সামরিক শাসনের অবসানকল্পে দশ দফা কর্মসূচী পেশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, ছাত্রসমাজসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে ১৮ মে শোভাযাত্রা ও মৌন মিছিলের আয়োজন করে এবং ২২ মে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের উপর আলোকচিত্র প্রদর্শন, ২৩ মে গায়েবী জানাজা ও ২৫ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্বদলীয় গণ জমায়েতের ব্যবস্থা করেন।

এভাবে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ১৯৮৪, ৮৫ ও ৮৬-তেও অব্যাহত থাকে। ১৯৮৬ সালের ২৮ ডিসেম্বর সরকার সাবেক ও তদানিন্তন ১৬ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করে মালামাল ক্রোকের নির্দেশ দেন। এই ছাত্রনেতাদের মধ্যে ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি আখতারুজ্জামান, জাতীয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও

Dhaka University Institutional Repository

সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক, ছাত্রলীগ নেতা বাহালুল মজনু চুন্নু, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, খ.ম জাহাঙ্গীর, মুকুল বোস, মনিরউদ্দিন আহমেদ, আবুল হাসিব খান, আবুল কালাম আজাদ, রফিকুল আলম রানা, খলিলুর রহমান মোহন, নিরঞ্জন সরকার, বাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি ফজলে হোসেন বাদশাহ্, ইউকসুর সাবেক সহ-সভাপতি খন্দকার মোহাম্মদ ফারুখ ও ইকবাল ছিলেন উল্লেখযোগ্য, যাদের অধিকাংশ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ও তদানিন্তন ছাত্র এবং আজ যারা এদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

(খ) চূড়ান্ত আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৭-১৯৮৮ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা থাকে খুবই সংঘাতপূর্ণ। সরকারী মদদে ছাত্রদের মধ্যে হানাহানি, সরকারের চরম দমননীতি, ছাত্র হত্যা, গ্রেফতার নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাড়ায় এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৩৪৮ দিন বন্ধ থাকে। ১৯৮৭ সালের ২২ এপ্রিল সরকার দ্বিতীয় দফা শিক্ষা কমিশন গঠন করে প্রতিবেদন পেশের ঘোষণা দেন এবং জনগণের চাহিদার বিপরীতে সংসদে বাজেট পেশ করেন। এছাড়াও সরকারী মদদে এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লাঞ্ছিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. নুরুল আমীন বেপারীর উপর হামলাসহ বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সহ শিক্ষকগণও সরকার বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সরকারের বিপক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অন্যান্য সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে এবং ডাকসু কার্যালয়ে ২২টি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে ৩০ জুন সারা দেশে ছাত্র বিক্ষোভ ও ১ জুলাই সারা দেশে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। (খোশবু, ৯১ ঃ ৬৯-৭২)

Dhaka University Institutional Repository

এ বছরের ১৯ আগষ্ট এক বেতার ভাষণে এরশাদ সরকার সকল রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনকে বাতিল ও বিলুপ্ত করার আহ্বান জানিয়ে ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে মিথ্যা ভাষণ দান ও কুটক্তি করেন। এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। এ সময়ের ২৮ অক্টোবর ৮ দলীয় জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ও ৭ দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করে সামরিক সরকার বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই যুক্ত বিবৃতিকে অভিনন্দন জানায় এবং দুই নেত্রীর যৌথ উদ্যোগে হরতাল সহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে। সরকার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ সরকারের এই নির্দেশ অমান্য করেন এবং সাংবাদিকগণ এরশাদের পদত্যাগের দাবীতে পালন করেন এক প্রতিকী ধর্মঘট।

১০ অক্টোবর যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন "স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক" কথাটি বড় বড় অক্ষরে তার বুকে পিঠে লিখে ঢাকার জিরো পয়েন্টে সরকারী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ দেন। সরকারের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুললে সরকার ১১ নভেম্বর বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে গৃহে অন্তরীণ রাখে। প্রতিবাদে পুরো নভেম্বর ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং পুলিশের গুলিতে অনেক ছাত্র-জনতা প্রাণ হারায়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ১৯২, ২৯৩)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮-তে এসেও সরকারের পুলিশী হামলা, গ্রেফতার, ঘন ঘন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা, নির্যাতন, হত্যা অব্যাহত থাকে। ফলে প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে সমগ্র ছাত্রসমাজ ও শিক্ষকগণ সরকার বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করেন। এর মধ্যে ৭ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ২২টি ছাত্র সংগঠনের গণ-সমাবেশ, ১৬ জানুয়ারী অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর মিলিত সমাবেশে সরকারের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কঠিন হুশিয়ারী ও সামরিক সরকার হটানোর শপথ গ্রহণ, ২৪ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিশাল জমায়েত এবং এখানের পুলিশের নারকীয় তাণ্ডবে অসংখ্য লোকের প্রাণহানির ঘটনা। প্রতিবাদে ২৬ জানুয়ারী হরতাল, ৩০ জানুয়ারী শোক দিবস পালন, টেলিভিশন শিল্পীদের অনুষ্ঠান বর্জন কর্মসূচী, ২৭ ফেব্রুয়ারী পেশাজীবী সমাবেশ, ডাক্তাদের ২১ দফার দাবীতে কর্ম বিরতি, সামরিক সরকারের ৮ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ, জুলাই-এ চলচ্চিত্র শিল্পীদের উপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে ডাকসু নেতৃবৃন্দের আন্দোলন সংগ্রাম ছিল অন্যতম। এছাড়া ১৯৮৮ এর জাতীয় কবিতা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শিল্পাচার্য কামরুল হাসান জেনারেল এরশাদকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে স্বহস্তে লিখেন "বাংলাদেশ এখন বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে আছে"- এরপরই তিনি কবিতা মঞ্চে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই ঘটনা এদেশের ছাত্র, জনতা, শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিকদের মনে এক গভীর রেখাপাত করে।

আগষ্টের শেষে সারা দেশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে শত শত মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে বিপর্যস্থ অবস্থায় দিনাতিপাত করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বন্যার্তদের সেবায় এক অভূতপূর্ব নিদর্শন রাখেন। ডাকসু অফিসে সারাদিন ধরে শত শত ছাত্র-ছাত্রী পালাক্রমে লাখ লাখ স্যালাইন তৈরী করে সারা দেশে বিতরণ করেন এবং বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ছাত্র-

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রীরা খাদ্য ও কাপড় সংগ্রহ করে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হন। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮৯ এর ৪ জানুয়ারী ছাত্রলীগের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীকে সামনে রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে তার বক্তব্যে সামরিক সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক সরকারকে উৎখাত করার ও কোন অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার আহ্বান জানান।

দীর্ঘ সাত বছর পর ৮ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের বিপরীতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ জয় লাভ করলে বিজয় মিছিলে ছাত্রদল কর্মীদের হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সরকারের পোষা পুলিশ বাহিনী সেদিন দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানেও সরকারী উৎসাহে একদল ছাত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ডাকসুর বিজয় মিছিলে ছাত্রীদের উপর হামলা, কনক হত্যা, ২১-এর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচী নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি এই বিভিন্ন ঘটনার নেপথ্যে সরকারী মদদে ছাত্রশিবির কাজ করে। কারণ সামরিক সরকারের ছত্রছায়ায় এসময় পুলিশ বাহিনীর সাথে সাথে ছাত্রশিবিরও সারা দেশে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসুসহ রাকসু, ইউকসু, জাকসু ও বাকসু নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিজয়ী হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় ভাবে ছাত্র কনভেনশনের আয়োজন করেন। ফলে সমগ্র দেশের ছাত্ররা মিলিত হয়ে এরশাদ পতনের

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেন। এই কনভেনশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্রসমাজ ১২ জুন থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পর্যন্ত সরকার বিরোধী দীর্ঘ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এর মধ্যে

(১) ১২-৩০ জুন বিভিন্ন জেলা সফর ও কর্মী সভার আয়োজন

(২) ১৩ জুন শিক্ষাখাতে বাজেট বৃদ্ধি ও সামরিক খাতে বাজেট কমানোর লক্ষ্যে সারাদেশে বিক্ষোভ কর্মসূচী

(৩) ৫ জুলাই শিক্ষা বোর্ডের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচী

(৪) ২০ আগষ্ট উপজেলা পরিষদ ঘেরাও

(৫) ৪ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও

(৬) ১৭ সেপ্টেম্বর সচিবালয় ঘেরাও সহ শিক্ষা দিবস পালন ইত্যাদি ছিল অন্যতম (খোশবু, ৯১ ঃ ২২০, ২২১)

১৯৮৯ সালের ১৫ আগষ্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র হাবিবুর রহমান কবির ছাত্রশিবিরের হাতে গুরুতর আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে প্রাণ ত্যাগ করেন। তার মৃতদেহ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নিয়ে আসার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয় এবং অনির্ধারিত ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি ছাত্র সংগঠন আবার ঐক্য মঞ্চে এসে দাড়ায়। সর্বদলীয় এই শোক সভায় সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান রিপন, জহিরুদ্দিন স্বপন, মুস্তাফিজুর রহমান বাবুল, নাজমূল হক প্রধান, অসীম কুমার উকিল, কামাল হোসেন প্রমুখ। ছাত্রনেতাগণ ঐক্যবদ্ধভাবে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাবার শপথ নেন এবং এই আন্দোলনে শরিক হবার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সকল রাজনৈতিক দলসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। এভাবেই শুরু হয় আশির দশক থেকে নব্বইয়ের দশকে এরশাদের পতনের অধ্যায়।

"পরাজিত হয় না মানুষ। ভেঙে যেতে পারে মৃদঙ্গের লয়, কিন্তু মানব নৃত্যের দর্পিত মুদ্রা চিরকাল স্পর্শ করে মহাকালকে"— এই ঘোষণা পাঠ করে শুরু হয় ৯০ এর ১ ফেব্রুয়ারীর জাতীয় কবিতা উৎসব। এই উৎসবের শ্লোগান হয়, "কবিতা রুখবেই সন্ত্রাস"। এই অনুষ্ঠানে দেশবরেণ্য কবিকূল ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক তরুন কবি অংশগ্রহণ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সামরিক সরকার বিরোধী এই কবিতা উৎসব সফল হয়। স্বৈরাচার, মৌলবাদ আর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন কবি সুফিয়া কামাল। (হাননান, ২০০০ ঃ ১৩, ১৪)

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা। ২৫ ফেব্রুয়ারী ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র সংঘর্ষে ছাত্রলীগ নেতা ও জহুরুল হক হলের সহ-সভাপতি শহীদ ইসলাম চুন্নু মারা যান। এই খবরে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনগুলির ডাকা সকাল সন্ধ্যা হরতালে সমগ্র দেশে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। প্রফেসর আবদুল মান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং এই পদে আসীন হন প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া। মূলতঃ এরশাদ সরকার সুকৌশলে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সমগ্র দেশে এক অরাজক পরিবেশ তৈরী

Dhaka University Institutional Repository

করে ক্ষমতায় টিকে ছিলেন এবং থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৯৯০ এর ১০ অক্টোবর থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে এবং এরশাদের পতন তরান্বিত হয়।

ইতোমধ্যে ৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাত্রদলের প্যানেলে আমানুল্লাহ আমান ও খায়রুল কবীর খোকন পরিষদ বিজয়ী হয়। জুলাই থেকে স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ডাক্তারগণ এক যোগে পদত্যাগ করলে সরকার ১৮ দিন পর ডাক্তারদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। এভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর এরশাদ বিরোধী আন্দোলন এক নতুন মাত্রা ধারণ করে। এই দিন আট দল, সাত দল, পাঁচ দল, ছয় দল ছাড়াও জোটের বাইরের রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ ভাবে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজও সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এই কর্মসূচীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এদিন ব্যাপক জনসমাগম ঘটে এবং পরিকল্পিতভাবে সরকারের পুলিশ, বিডিআর ও ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা ছাত্র জনতাকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নির্বিচারে গুলি চালালে কমপক্ষে পাঁচজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়, অসংখ্য লোক আহত ও গ্রেফতার হয়। এদিন নিহত উল্লাপাড়া কলেজের ছাত্র জাহিদের লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হলে সাত দল নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আট দল নেত্রী শেখ হাসিনা সহ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ জাহিদের লাশ দেখতে আসেন এবং অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জাহিদের লাশ সামনে রেখে শেখ হাসিনা ছাত্রদের স্বৈরাচার নিপাতের শপথ করান। ঊনসত্তরে আসাদের মৃত্যু যেমন স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সরকার উৎখাতে ছাত্রদের উজ্জীবিত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছিল তেমনি ৯০-এর দশকে

Dhaka University Institutional Repository

এসে এই জাহিদের লাশ ছাত্রসমাজকে নতুন করে উজ্জীবিত করে, ভেদাভেদ ভুলে সব ছাত্ররা এক মঞ্চে এসে দাড়ায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে গঠন করে "সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ"। শুরু হয় এরশাদ পতনের চূড়ান্ত পর্বের আন্দোলন। (হাননান, ২০০০ ঃ ২০, ২১)

১৯৯০ এর ১১ অক্টোবর দেশব্যাপী হরতাল পালনকালে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ-ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এবং বিডিআর-পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু নেতা আমানুল্লাহ আমান, খায়রুল কবীর খোকন, হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল হক প্রধান, নাজিমুদ্দিন আলম, অসীম কুমার উকিল, শাহ আলম, গোলাম মোস্তফা সুজন, ইসহাক আলী খান পান্না, মোশাররফ হোসেন, শাহরিয়ার চৌধুরী সহ ৫৫ জন ছাত্রনেতাকে রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে ও লাঞ্ছিত করে। এছাড়াও অনেক ছাত্র পুলিশের হাতে আহত ও নিগৃহীত হয়। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন আমান, খোকন, হাবিব, আলম সহ অনেক ছাত্র। ১২ মার্চ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখস্থ সড়কে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে মোস্তাফিজুর রহমান, বাবুল, নূর আহমদ বকুল, সফী আহমেদ, ফয়জুল হাকিম প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে ছাত্রসমাজ অনবরত সরকার বিরোধী কর্মসূচী পালনকালে পুলিশের গুলিতে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রাণ হারান। তাঁর লাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে রেখে ছাত্রসমাজ আন্দোলনের লাগাতর কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সরকার দিশেহারা হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, রাজনীতিবিদসহ সমগ্র দেশের বুদ্ধিজীবী, সচেতন সমাজ সরকারের এ পদক্ষেপের নিন্দা জানান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এক জরুরী

Dhaka University Institutional Repository

সভায় মিলিত হয়ে ৫ নভেম্বরের মধ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেবার দাবী জানান। অন্যথায় জোর করে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হবে বলে সরকারের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

৪ নভেম্বর সরকারের সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য মিছিল শুরু করলে পুলিশের ব্যাপক লাঠি চার্জে ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু, সাইফুদ্দিন মনি, মানিক চৌধুরী, হাবিবুর রহমান হাবিব, মশিউর রহমান রিংকুসহ প্রায় ১৫ জন ছাত্রনেতা গুরুতর আহত হন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ইতোমধ্যে ৩১ অক্টোবর ভারতের বাবরী মসজিদ নিয়ে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, সরকার তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। সারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে ফায়দা লোঠার চেষ্টা করে। কিন্তু এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপে এরশাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এরশাদ সরকারকে হটানোর উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে নভেম্বরে যে সকল কর্মসূচী পালন করা হয় তার মধ্যে ১০ নভেম্বর সর্বাত্মক হরতাল পালন, ১১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যোগদান, ১২ নভেম্বর কালো ব্যাজ ধারণ, ১৩ নভেম্বর তেজগাঁয় ছাত্র-শ্রমিক সংহতি সমাবেশ, ১৪ নভেম্বর জেলা উপজেলায় কালো পতাকা উত্তোলন, ১৫ নভেম্বর টঙ্গীতে ছাত্র-শ্রমিক সংহতি সমাবেশ, ১৬ নভেম্বর নরসিংদীতে ছাত্র-কৃষক সংহতি সমাবেশ, ১৭ নভেম্বর গণ-দুশমন প্রতিরোধ দিবস ও ঢাকার মন্ত্রীপাড়া ঘেরাও, ১৮ নভেম্বর ছাত্র-শ্রমিক সংহতি ও অবরোধ, ২০ ও ২১ নভেম্বর ৪৮ ঘন্টার হরতাল পালন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী ছিল অন্যতম। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী সম্মিলিতভাবে ১১ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিলে ১৩ নভেম্বর ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও খুলে দেন। এভাবে সামরিক সরকারকে অগ্রাহ্য করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার সাহস দেখানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সরকারের মদদপুষ্ঠ অভি-নিরুর সন্ত্রাসী বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এই অভি-নিরু সন্ত্রাসী বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং ২৫ নভেম্বর সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের কর্মীরা অভি-নিরু বাহিনীর সাথে এক প্রত্যক্ষ সশস্ত্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সাথে সাধারণ ছাত্ররা ঢালাওভাবে অংশগ্রহণ করলে অভি-নিরু বাহিনী ছাত্রসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

২৭ নভেম্বরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে সাধারণ ছাত্রসমাজ সহ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য অভি-নিরু বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত রাখে, এই দিন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের কয়েকজন নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পিছনের রাস্তা দিয়ে ঢাকা মেডিকেলের দিকে যাচ্ছিলেন তখন সরকারী মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী বাহিনী বাংলা একাডেমির রাস্তার দিক থেকে অকস্মাৎ এই নেতৃবৃন্দের দিকে গুলি করা শুরু করলে বিএমএ-এর যুগ্ম সম্পাদক ড. শামসুল আলম খান মিলন এই গুলিতে মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এই খবর দাবাগ্নির মত সমগ্র ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল থেকে হাজার হাজার ছাত্র রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সকল শিক্ষক ও সকল ডাক্তার একযোগে পদত্যাগ করেন। ঢাকার রাজপথ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবাদী জঙ্গী মিছিলের ভারে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। ঠিক যেন ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের মত, যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ ও প্রাক্তন ছাত্র ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যু ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানকে যে পরিণতি দিয়েছিল, ড. মিলনের মৃত্যু নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানকেও ঠিক পরিণতি এনে দেয়। (ইসলাম, ০৩ ঃ ৩০১, ৩০২)

২৮ নভেম্বর সকালে কারফিউ ও জরুরী অবস্থা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিবাদ মিছিল পুলিশ, বিডিআর আর সেনাবাহিনীর উহলদারী গাড়ীর উচানো মেশিনগান উপেক্ষা করে শহীদ মিনার হয়ে সচিবালয় পর্যন্ত চলে আসে। মিছিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের শত শত ছাত্রীর অংশগ্রহণ পুলিশ সেনাবাহিনীকে অবাক করে দেয়। আমি গর্বিত এই ভেবে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ ছাত্রী হিসেবে এই মিছিলে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল।

এই পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ২৯ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সকল শিক্ষক এক যোগে পদত্যাগ করেন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করেন। এরপরে এরশাদের পদত্যাগ পর্যন্ত দেশের সর্বস্তরের মানুষ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরিক হন। সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ছাত্র, জনতা, শ্রমিক সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে এরশাদ সরকার পদত্যাগে বাধ্য হন।

(গ) আন্দোলনের ফলাফল মূল্যায়ন

৯০ এর গণ-আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ পালন করেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়ে সফল পরিণতি লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে ২ ডিসেম্বর ছাত্ররা ঢাকায় গঠন করেন ভ্রাম্যমান আদালত, বিচারে এরশাদের ফাঁসি হয় এবং ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে এরশাদের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। ছাত্রসমাজ "কাকে ক্ষমতায় রাখার জন্য ভাইদের বুকে গুলি করছেন?" শীর্ষক একটি প্রচারপত্র ছেপে সারা শহরের টহলরত পুলিশ-সেনাবাহিনী, বিডিআর-এর গাড়ীতে বিলি করলে সশস্ত্র সরকারী বাহিনীর মধ্যে তা ব্যাপক সাড়া জাগায়। (হাননান, ২০০০ ঃ ৪১)

৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে সচিবালয়ের তরুণ অফিসাররাও মিছিলে অংশ নেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক অফিসার পদত্যাগ করেন, বিভিন্ন অফিস থেকে এরশাদের ছবি নামিয়ে রাখা হয়। রাত্রে টেলিভিশনে এরশাদ কিছু শর্ত সাপেক্ষে পদত্যাগের কথা বলেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে রাস্তায় নামে, পরিশেষে প্রচণ্ড চাপের মুখে ৪ ডিসেম্বর রাত ১০টার খবরে এরশাদের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়। দেশ যেন আরও একবার শত্রু মুক্ত হয়েছে এমন উল্লাসে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতাসহ সর্বস্তরের মানুষের আনন্দ ধ্বনিতে রাতের ঢাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। অবশেষে ৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। সর্বশক্তি নিয়োগ করে, অসংখ্য ছাত্র-জনতাকে বন্দুক বুটের আঘাতে হত্যা করে, বিরোধী ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তার ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রয়াস নস্যাৎ হয়ে যায়। এই বিজয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের অবদান সর্বজন স্বীকৃত।

এরশাদ বিরোধী আন্দোলন ও পতনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী তিন জোটের সভায়ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের নাম নিয়ে দেখা দেয় বিতর্ক, মতানৈক্য। কিন্তু ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের হস্তক্ষেপে সকল ষড়যন্ত্রের অবসান হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিই হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান, যিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন প্রাক্তন ছাত্র।

মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে, ২২টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সামরিক সরকারের পতন হয়। তাই দ্বিধাহীনভাবে একথা স্পষ্টতঃই বলা যায় যে, ৯০ এর গণ-অভ্যুত্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ এককভাবে যে অবদান রেখেছেন তার সমতুল্য অবদান অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কখনোই রাখতে পারত না বা পারেনি। (জামান, ৯২ ঃ ৭১২, ৭১৩)

Dhaka University Institutional Repository

৯.৩ ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(ক) ১৯৯১ সালের নির্বাচন

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৯১ সালের নির্বাচন এক গভীর গুরুত্ব বহন করে। ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে এদেশের গণতন্ত্রের জয় যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৯ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, সংগ্রাম করেছে এদেশের ছাত্রসমাজ সহ সর্বস্তরের মানুষ, অসহযোগ আন্দোলন আর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছে এ দেশের স্বাধীনতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী দান করেছেন অপরিমেয় রক্ত আর অসংখ্য প্রাণ, আশা ছিল স্বাধীন দেশে আর রক্ত ঝরবে না, সুখে শান্তিতে মানুষ বসবাস করবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ থাকবে শান্ত, কিন্তু এদেশের মানুষের সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট থেকে ১৯৯০ এর ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশে পাকিস্তানী স্টাইলে সামরিক শাসন অব্যাহত থেকেছে। কেবলমাত্র ১৯৮১ সালের ৩০ মে থেকে ১৯৮২ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সময়কালটুকুই ছিল বেসামরিক শাসকের নেতৃত্বাধীন। শুধু তাই নয় ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৯০ এর ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় দীর্ঘ ৯ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে লড়তে হয়েছে এক স্বৈরাচারী বাঙালি সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে। (হাননান, ২০০০ ঃ ৪৭, ৪৮)

স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পরে ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এদেশের আপামর জনসাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ২০ মার্চ সরকার গঠন করেন। (ইসলাম, ০৩ ঃ ৩৪)

১৯৯১ সালের নির্বাচন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১ সালে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে এম এ পাশ করেন। মহাকুমা প্রশাসক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মুন্সেফ ও জেলা জজ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ১৯৭২ সালের ২৯ জুন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৯০ এ তিনি প্রধান বিচারপতি হন এবং তিনিই বাংলাদেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (ভোরের কাগজ, ৯৬ ঃ জুন সংখ্যা)

শুধু তাই নয় এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহ তাঁর উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকা অবস্থায় ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন এবং তিনি রোকেয়া হল শাখার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া এই নির্বাচনের বিজয়ী অনেক সংসদ সদস্যই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। তাই ১৯৯১ এর নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ ও অবদান অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১৪০টি আসন লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ নৌকা প্রতীক নিয়ে লাভ করে ৮৮টি আসন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ২৮ ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে দাবী করলেও ৩ মার্চ তিনি নির্বাচনের পরাজয় মেনে নিয়ে দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু দলীয় নেতাকর্মীদের অনুরোধ, ভালবাসা আর বিশ্বাসের মূল্য দিতে ৫ মার্চ শেখ হাসিনা তাঁর পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। অন্যান্য সংসদ সদস্যগণের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নতুন করে গণতন্ত্রের যাত্রা। অনেক তরুণ নেতৃত্ব এই নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে এক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিসভায় ১৯৭১ এর কতিপয় রাজাকার জায়গা পাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধা বিএনপি মহলেও প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তারপরেও দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে গণতন্ত্রের শাসন কায়েম হওয়ায় জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র হওয়ায় সুন্দরভাবে দেশ পরিচালিত হতে শুরু করে। (হাননান, ২০০০ ঃ ৫২)

১৯৯১ সালের নির্বাচনে সরকারি দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে যে সকল রাজনীতিবিদগণ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শেখ হাসিনা, তোফায়েল আহমেদ, সাজেদা চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আবদুস সামাদ আজাদ, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, গোলাম আজম, রাশেদ খান মেনন, আব্দুল মান্নান, জিল্লুর রহমান, আমানুল্লাহ আমান, সৈয়দ আবুল হোসেন, জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, মোহাম্মদ নাসিম, মওদুদ আহমেদ, কর্নেল অলি আহাদ সহ অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘদিন স্বৈরাচারী সামরিক শাসন দেশে বলবৎ থাকার পর নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা ছিল অনেক, কিন্তু সরকার জনগণের সকল প্রত্যাশা পূরণে সফলকাম হতে পারেননি, একটি সরকারের পক্ষে হয়ত জনগণের সকল প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভবও নয়, তারপরেও দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর সামরিক সরকারের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রের এই নতুন যাত্রা, জনগণের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই গণতান্ত্রিক সরকারকে ১৯৯৬ সালে পদত্যাগ করতে হয়েছিল বড় নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে।

এই সরকারের শাসনামলে ১৯৯২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে আহ্বায়িকা ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরীকে সদস্য সচিব করে গঠন করা হয় ৪২ সদস্য বিশিষ্ট "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন এবং ১৯৭১ এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি"। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন

১।	আব্দুর রাজ্জাক	(আওয়ামীলীগ)
২।	নূরুল ইসলাম নাহিদ	(সিপিবি)
৩।	কাজী আরেফ আহমদ	(জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ইনু)
৪।	মাওলানা আহমেদুর রহমান আজমী	(ন্যাপ মোজাফ্ফর)
৫।	আবদুল্লাহ সরকার	(বাসদ)
৬।	মির্জা সুলতান রাজা	(আওয়ামীলীগ)
৭।	ড. এস.এ মালেক	(বঙ্গবন্ধু পরিষদ)
৮।	আব্দুল আহাদ চৌধুরী	(মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান)
৯।	সৈয়দ হাসান ইমাম	(নাট্যশিল্পী)
১০।	শাহরিয়ার কবির	(সাংবাদিক)
১১।	কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী	(মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের চেয়ারম্যান)
১২।	গোলাম কুদ্দুস	(সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট)

Dhaka University Institutional Repository

সহ দেশের রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদের সংখ্যগরিষ্ঠই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। এই কমিটির লক্ষ্য ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, ধর্ষণ, মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে সহায়তা দানের মত জঘণ্য অপরাধ সংঘটিত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইনানুগ বিচারের ব্যবস্থা করা। সেই লক্ষ্যে সমন্বয় কমিটি, উপরোক্ত গর্হিত অপরাধের প্রধান সংগঠক এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কার্যকলাপের অন্যতম নেতা গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে ২৬ মার্চ তার বিরুদ্ধে গণ-আদালতে বিচারের ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে জাতীয় সমন্বয় কমিটির অধীনে উক্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮ সদস্য বিশিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে সদস্য ছিলেন

১। শহীদ জননী জাহানারা ইমামা

২। অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী

৩। আবদুর রাজ্জাক

৪। কাজী আরেফ আহমদ

৫। নূরুল ইসলাম নাহিদ

৬। আব্দুল আহাদ চৌধুরী

৭। সৈয়দ হাসান ইমাম ও

৮। শাহারিয়ার কবির। (মিয়া, ৯৫ ঃ ৫৯, ৬০)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ আইনজীবি সমিতি ভবনে আদালতের কর্মসূচী শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, গোলাম আযমের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপন করেন। গণ-আদালতের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন

১।	জাহানারা ইমাম	চেয়ারম্যান
২।	এ্যাডভোকেট গাজীউল হক	সদস্য
৩।	ড. আহমদ শরীফ	"
৪।	স্থপতি মাযহারুল ইসলাম	"
৫।	ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ	"
৬।	ফয়েজ আহমদ	"
৭।	কবীর চৌধুরী	"
৮।	কলিম শরাফী	"
৯।	মাওলানা আবদুল আউয়াল	"
১০।	লে. কর্নেল (অবঃ) কাজী নূরুজ্জামান	"
১১।	লে. কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী	"
১২।	ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান	"

গোলাম আযমের পক্ষে একজন উকিল নিয়োগ করা হয়। ১৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর আদালত গোলাম আযমকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয় এই রায় কার্যকর করার জন্য। সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন ড. আনিসুজ্জামান, ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সৈয়দ শামসুল হক, শাহরিয়ার কবির, সাইদুর রহমান, অমিতাভ কায়সার, হামিদা বানু, মাওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ, আলী যাকের, ড. মুশতাক হোসেনসহ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ১৬ জন বুদ্ধিজীবী যাদের

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সকলেই এবং গণ-আদালতের সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। (হাননান, ২০০০ ঃ ৮৪-৮৯)

১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মঞ্চে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এজলাসের রায় মাইকবিহীন জনসমুদ্রে পড়ে শোনান। তিনি বলেন, "গোলাম আযমের অপরাধ মৃত্যুদণ্ড যোগ্য"। একই সাথে গণ-আদালতের সংগঠকরা সরকারকে অনুরোধ করেন এই রায় কার্যকর করতে। লক্ষ কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ছাত্র-জনতা গোলাম আযমের ফাঁসির দাবী জানায়।

(খ) ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচন

ঐতিহাসিক বিচারে ১৯৯৬ সালের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নির্বাচনের ফলে দীর্ঘ একুশ বছর পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাবেক ছাত্রী। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয় এবং ৩ এপ্রিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ সম্পন্ন করেন। এই উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্য ছিলেন

(১) বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্রধান ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সেগুফ্‌তা বখ্‌ত চৌধুরী

(৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক

(৫) বিশিষ্ট চিকিৎসক মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান

(৬) গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মুহম্মদ ইউনুস

(৭) মেট্রোপলিটন শিল্প ও বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী

(৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও নারী আন্দোলনের নেত্রী ড. নাজমা চৌধুরী

(৯) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী এবং

(১০) সাবেক সচিব এ জেড এম নাছিরউদ্দিন

এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের প্রত্যেকেই একজন পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিত্বই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। (হাননান, ২০০০ ঃ ৪৭১, ৪৭২)

১৯৯৬ সালের ১২ জুন রাজনৈতিক দল ও সমগ্র দেশের আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদের ১৪৭ টি আসনে বিজয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠন করেন। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) লাভ করে সংসদে ১১৬টি আসন। অতঃপর ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের ৮ অক্টোবর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, যিনি ছিলেন ১৯৫১-৫২ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। (ইসলাম, ০৩ ঃ ৩০৮)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বহুল আলোচিত ঘটনা হচ্ছে, নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ৫ জন ছাত্রনেতার (যারা ডাকসুর ভিপি ছিলেন) বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়। ডাকসুর এই পাঁচজন নির্বাচিত ভিপি ছিলেন

(১) তোফায়েল আহমেদ ভোলা থেকে

(২) আ.স.ম. আব্দুর রব লক্ষ্মীপুর থেকে

(৩) আখতারুজ্জামান গাজীপুর থেকে

(৪) সুলতান মোহাম্মদ মনসুর মৌলভী বাজার থেকে এবং

(৫) আমান উল্লাহ আমান কেরাণীগঞ্জ থেকে

এছাড়াও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান, উপদেষ্টা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য, নির্বাচিত সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ায় এই নির্বাচন অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। (ভোরের কাগজ, ৯৬ ঃ জুন সংখ্যা)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভায় প্রথমে ১১ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ৮ জন প্রতিমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরবর্তীতে মন্ত্রীসভার পরিধি বৃদ্ধি করে ৪৫ এ উন্নিত করা হয়, এদের মধ্যে ২২ জন পূর্ণমন্ত্রী, ২০ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ২ জনকে উপমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা বা ছাত্র। এছাড়াও প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আমান উল্লাহ্ আমান, শহীদ উদ্দিন এ্যানী, হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, সংরক্ষিত আসনে ব্যারিষ্টার

Dhaka University Institutional Repository

রাবেয়া ভূঁইয়া, গৌতম চক্রবর্তী, জুলফিকার আলী ভূট্টো, গোলাম ফারুখ অভি সহ অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।

এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে নতুন সরকার গঠিত হয় তাতে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলহাজ্ব আবদুস সামাদ আজাদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), কৃষি খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, নৌ পরিবহণ মন্ত্রী আ.স.ম আব্দুর রব, পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরী, বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলিল, ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আফছার উদ্দিন আহমদ খান, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন, প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত প্রমুখ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। এছাড়াও আলহাজ্ব মকবুল হোসেন (সমাজকল্যাণের ছাত্র) সহ নির্বাচিত সরকারী দলের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। এছাড়াও এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আওয়ামী লীগে অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী যোগদান করেন তাদের মধ্যে জাতীয় পার্টি সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সাবেক বিচারপতি নূরুল ইসলাম, সাবেক আইন সচিব নুরুল ইসলাম খান, যশোর জেলা বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট রবিউল হক সুজা ও এম এ মান্নান, বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), সাবেক ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সাবেক অতিরিক্ত সচিব মহিউদ্দিন আহমেদ সহ বিপুল

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যক নেতা ও কর্মী ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এদের অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। (হাননান, ২০০০ ঃ ৪৭৫)

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বেশ ক'জন সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিক নির্বাচিত হন এদের মধ্যে ভোরের কাগজের প্রকাশক সাবের হোসেন চৌধুরী, ইত্তেফাকের সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, দৈনিক আল আমীনের সম্পাদক আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও সহকারী সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, জনতার সম্পাদক ড. আসাদুর রহমান, খুলনা থেকে প্রকাশিত পাঠকের কাগজের সম্পাদক মোস্তফা রশিদী সুজা, ডেলি স্টারের আফজাল এইচ খান এবং দৈনিক রূপালীর সম্পাদক আলহাজ্ব মুস্তাফিজুর রহমান উল্লেখযোগ্য, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। (হাননান, ২০০০ ঃ ৫০৩, ৫০৪)

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ পাঁচ বছর সফলতার সাথে দেশ শাসন করেন এবং এই সময়ের মধ্যে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। এছাড়াও এই সরকারের নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন সাধিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের রজতজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধা, জনতার হাতে হাতে সারা দেশে ঘুরে আসা মশালের শিখা থেকে ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে "শিখা চিরন্তন" প্রজ্জ্বলন করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, তিন বরেণ্য বিশ্বনেতা প্যালেষ্টানের রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাত, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি নেলসন আর ম্যান্ডেলা এবং তুরস্কের রাষ্ট্রপতি সুলেমান ডেমিরেল সহ

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পী, লেখক, সাংবাদিক, অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা ও লক্ষ লক্ষ ছাত্র জনতা। (হাননান, ২০০০ ঃ ৬৪৬, ৬৪৭)

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে, সরকার গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের অংশগ্রহণ ব্যাপক হওয়ায় এই সরকারের কমবেশী ব্যর্থতা থাকা সত্বেও অতীতের অন্যান্য সরকারের চেয়ে এই সরকার দেশ পরিচালনায় অধিকতর সফলতার পরিচয় দেন।

(গ) ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশ নেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করে। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মত ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্চাচনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা কমিটি যে সকল ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন করেন তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। এছাড়া এই নির্বাচনে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রনেতা ও ছাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে সংসদে রাজনীতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছেন, তাই ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) দলে নেত্রী নির্বাচিত হন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তিনি এদেশের দ্বাদশতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয় সেই মন্ত্রী সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রনেতা ও ছাত্র নিজেদের যোগ্যতায় জায়গা করে নেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন

(১) আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া

মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

(২) ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন

মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(৩) ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ

মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(৪) এম.কে. আনোয়ার

মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়।

(৫) শাজাহান সিরাজ

মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

(৬) ড. আব্দুল মঈন খান

মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়।

(৭) হাফিজউদ্দিন আহম্মদ বীর বিক্রম

মন্ত্রী, পাট মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) ড. ওসমান ফরুক

মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(৯) বেগম সেলিমা রহমান

প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

(১০) রিয়াজ রহমান

প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

(১১) অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম

প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(১২) সালাহউদ্দিন আহমদ

প্রতিমন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

(১৩) শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন

প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

(১৪) আমান উল্লাহ আমান

প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়।

(১৫) আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন

প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(১৬) এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী

প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন এইসব ছাত্রনেতাদের মধ্যে ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন মহসীন হলের ভিপি ছিলেন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ ছিলেন ছাত্র শক্তির নেতা, শাজাহান সিরাজ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন ডাকসুর ভিপি, আমান উল্লাহ আমান ৯০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের নেতা ও ডাকসুর ভিপি ছিলেন, আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন ছিলেন ফজলুল হক হলের ভিপি। (কারেন্ট নিউজ, নভেম্বর ২০০১ ঃ ৪৪, ৪৫)

এছাড়াও ২০০১ সালের নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, সাজেদা চৌধুরী, মোঃ আব্দুল জলিল, আসাদুজ্জামান নূর, জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, শাহজাহান খান, সৈয়দ আবুল হোসেন, আব্দুস সামাদ আজাদ, সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, মোহাম্মদ নাসিম, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ফজলুল হক মিলন, হাবিবুল ইসলাম হাবিব (ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি), নাজিমউদ্দিন আলম, ইলিয়াস আলী, জহিরউদ্দিন স্বপন সহ অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রনেতা।

শুধু তাই নয় বর্তমান সরকারের রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানীত শিক্ষক। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ২০০১ সালের নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণ এই নির্বাচনকে তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ করেছে। আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের এত ছাত্র-শিক্ষক এক সঙ্গে জাতীয় কোন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি, এটি ইতিহাসে বিরল।

নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনে প্রচারাভিযান চালানো, নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন, মন্ত্রীসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়া, বিরোধী দলে থেকে গঠনমূলক ভূমিকা পালন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক। শুধু তাই নয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সরকারী দলের অনেক সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সংসদ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র হওয়ায় সংসদে বিরোধী দল শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সরকারী দলের দূর্নীতি, অনিয়ম করার সুযোগ কম থাকায় দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত রয়েছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের তিনটি নির্বাচন পর্যালোচনা করে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, বাংলাদেশের প্রতিটি নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। শুধু তাই নয়, এ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। এছাড়া এ দেশের প্রতিটি সংসদ নির্বাচনে যে সকল রাজনীতিবিদ অংশগ্রহণ করে, সরকার গঠন করেন এবং বিরোধী দলে থেকে রাষ্ট্রে, সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ রাজনীতিবিদই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। বাংলাদেশের আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্যদের মধ্যে, শেখ হাসিনা, আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ আজাদ, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, জিল্লুর রহমান, আব্দুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, সাজেদা চৌধুরী, এ এস এম কিবরিয়া, আব্দুল জলিল, তোফায়েল আহমেদ, মোহাম্মদ নাসিম, মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম, আফছার উদ্দিন আহমদ, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, আসাদুজ্জামান নূর, সৈয়দ আবুল হোসেন, সুলতান মোঃ মনসুর আহমেদ সহ অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা ও ছাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, এম কে আনোয়ার, শাজাহান সিরাজ, ড. আব্দুল মঈন খান, হাফিজউদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম, ড. ওসমান ফারুক, বেগম সেলিমা রহমান, রিয়াজ রহমান, অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, সালাহউদ্দিন আহমদ, আমানউল্লাহ আমান, আ.ন.ম. এহছানুল হক, গৌতম চক্রবর্তী, জহিরউদ্দিন স্বপন, হাবিবুল ইসলাম হাবিব, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ফজলুল হক মিলন সহ অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র।

এছাড়ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্যানেলে যে সকল প্রার্থী বাংলাদেশের তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, আ.স.ম. আব্দুর রব, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, জুলফিকার আলী ভূট্টো, গোলাম ফারুক অভি, ব্যারিষ্টার রারেয়া ভূঁইয়া সহ অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। এছাড়াও এদেশের রাষ্ট্রপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টামণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায় ঃ উপসংহার

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সৃষ্টির পূর্বে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সচেতনতা ও সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পূর্ব বাংলার মানুষকে পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে মুক্তির আনন্দে নিয়ে আসে। তাই বাঙালির ভাগ্য পরিবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু রাজনীতিতেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপক অংশগ্রহণ এ দেশের রাজনীতিকে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে অনেক গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানকার শিক্ষকগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শী হওয়ায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের জ্ঞান দান করায় এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক মেধাবী ছাত্রের জন্ম হয় যারা পরবর্তী জীবনে শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, দর্শন, ক্রীড়া সহ সকল ক্ষেত্রে সুখ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের শিক্ষকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, অধ্যাপক এস.এন বোস (পদার্থ), ড. জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ (রসায়ণ), ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার (ইতিহাস), অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য (দর্শন), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, চারু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মোহিত লাল মজুমদার, ড. এস সিনহা, ড. এইচ. এল. দে, ড. কে.বি. সাহা, ড. পরিমল রায়, ড. অমিয় দাস গুপ্ত, সি.আর.এন ব্যানার্জী, ড.

Dhaka University Institutional Repository

জুনারকর, ড. মহেশ্বরী, ড. আয়ার, ড. সুনীল কুমার দে, ড. মাহমুদ হাসান, প্রফেসর জে.কে. চৌধুরী, ড. সর্বানী সহায় গুহ ঠাকুরতা, ড. এ.টি. সেন, ড. সাদানী, ড. মাযহারুল হক, ড. জিলানী, অধ্যাপক সমর সেন, এ.এফ. রহমান, ড. পৃথীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ড. গোবিন্দ দেব প্রমুখ। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত শিক্ষকগণের সংস্পর্শে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রথম থেকেই নিজেদের একজন সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করেন। (আনিসুজ্জামান, জাহাঙ্গীর, ৯২ ঃ ৮২, ১০০, ১০১)

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং প্রথম আঘাত হানে বাঙালিদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। ততদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে এবং এই শিক্ষিত সচেতন তরুণ সমাজ নিজেদেরকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার যখন মায়ের ভাষা বাংলাকে বাঙালিদের মুখ থেকে কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করেন তখন প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সরকারের প্রথম প্রচেষ্টা বাংলা ভাষাকে কেড়ে নেয়ার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেলে একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করে পূর্ব বাংলার মানুষকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহ সকল দিক থেকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়ার সকল প্রচেষ্টা পাকিস্তান সরকার অব্যাহত রাখে এবং শেষ আঘাত হানে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে আর মুক্তিযুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনে বিজয়ের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বুদ্ধিজীবীদের পাইকারী হারে হত্যার মাধ্যমে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতা পাকিস্তানী সরকারের সকল

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্রের কঠিন জবাব দেয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ এর ছয়দফা ভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গণ-আন্দোলন সহ ৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ৩০১, ৩৪৬)

বিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে তরুণ ছাত্র-শিক্ষকগণের মধ্যে মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার বিকাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি হল বলে পরিচিত ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও মুসলিম হলের ছাত্র-শিক্ষকগণের নেতৃত্বে এই মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯২৬ খিষ্টাব্দের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে "মুসলিম সাহিত্য সমাজ" নামে যে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের জন্ম হয় তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অধ্যাপক আবুল হোসেন এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন আব্দুল কাদির, কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী আনোয়ারুল কাদির, শামসুল হুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক। অধ্যাপক আবুল হোসেনের ভাষায় "যে জাতির সাহিত্য নাই তাহার প্রাণ নাই, আবার যে জাতির প্রাণের অভাব সে জাতির ভিতর সত্যকার সাহিত্য জন্ম লাভ করতে পারে না"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল থেকে সেই সত্যিকার সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছিল বিশের দশকেই এবং এই সৃষ্টিকে অব্যাহত রেখে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা পণ্ডিত নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের সংস্পর্শে এখান থেকে অনেক সনামধন্য ও বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ জন্ম নিয়েছেন, যাদের গৌরবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ গৌরবান্বিত । (ইসলাম, ০৩ ঃ ৬৯)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর এককালীন খ্যাতনামা শিক্ষক শ্রী প্রফুল্ল কুমার গুহ "আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে লিখেছেন, "হার্টগ সাহেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

নিয়োগ হলো এ.এফ রহমানকে মুসলিম হলের প্রথম প্রভোষ্ট পদে অধিষ্ঠিত করা। এ এফ রহমান সাহেবের মতো উদারচেতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এক বিরাট ব্যক্তির প্রভাবে মুসলমান ছাত্রদের মনে হিন্দু বিরোধী কোন চিন্তা প্রবেশ করতে পারলো না"। অধ্যাপক গুহের ঐ বক্তব্য প্রমাণ করে প্রথম মুসলিম ছাত্রাবাস, মুসলিম হলের প্রথম প্রভোষ্ট অধ্যাপক এ এফ রহমানের সময় থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের সূচনা ঘটে।

এ এফ রহমানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো অনেক শিক্ষকের উৎসাহ ও নেতৃত্বে আবাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিকাশ লাভ করে, যা আজ অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য হয়ে আছে। বলা বাহুল্য যে, ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বাংলা ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয় এবং এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সকল রাজনীতিবিদ, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকের জন্ম হয় তারা প্রায় সকলেই সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত। (ইসলাম, ০৩ ঃ ৬৩-৬৫)

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছাত্রসমাজ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নাটক "আনন্দ মন্দির" জগন্নাথ হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রভোষ্ট ড. নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্তের লেখা মঞ্চস্থ হয় ১৯২২ সালে ঢাকা ও জগন্নাথ হল ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। এরপরে একই লেখকের "ঠকের মেলা" এবং কে পি বিদ্যাবিনোদের "পদ্মিনী" মঞ্চস্থ হওয়ার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্ররা নিয়মিত ভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ১৯৪৫ সালের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন নাটকে যারা অভিনয় করতেন তাদের মধ্যে, নাজির আহমেদ, হাবিবুল হক, আলী

Dhaka University Institutional Repository

হায়দার মোহসীন, শামসুল ইসলাম (ছানা), কামালউদ্দীন আহমেদ, আকরাম, এস বি হোসেন, সালাউদ্দীন আহমেদ, মুনীর চৌধুরী, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, আমান-উজ-জামান খান, প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ১৫৪, ১৫৫)

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) প্রতিষ্ঠিত হলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছাত্র তত্ত্বাবধায়ক রামেন্দ্র মজুমদার, শওকত ওসমানের "ক্রীতদাসের হাসি" উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন করেন। এই নাট্যগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আগা কোহিনুর, কাজী নাসির, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও লিলি চৌধুরী প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ১৫৭)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এখানকার ছাত্র-শিক্ষকগণ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে যে সকল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কলামিষ্ট, কবি, প্রবন্ধকার, উপন্যাসিক, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, নৃত্য শিল্পী, সংগীত শিল্পী, চারু শিল্পী, সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, ক্রীড়াবিদ, আমলা, বিচারপতি, আইন ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে আজ প্রায় সবাই সমাজে স্বনামে পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে যাদের এদেশ চিরদিন স্মরণ করবে তাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

মুনীর চৌধুরী (মরহুম), শহিদুল্লাহ কায়সার (মরহুম), বুদ্ধদেব বসু, খান সারওয়ার মুরশিদ, মুজাফ্ফার আহমদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (মরহুম), গোলাম কিবরিয়া, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মিন্নাত আলী, সানাউল হক, আসাদ চৌধুরী, আব্দুস শাকুর, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, হাবিবুল হক, নূরুল মোমেন, আশকার ইবনে শাইখ, শরফুল আলম, মকসুদুস সালেহিন, দিলারা জামান, নীলুফার আহমেদ, আলী যাকের, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, নুরুস সোবহান, কাফী খান, মুজিবর রহমান খান, আবুল খায়ের, কাজী তামান্না, দীলিপ চক্রবর্তী, ইনামুল হক, গোলাম রাব্বানী, গোলাম মোস্তফা, বজলুল করিম, আবিদ হোসেন, সৈয়দ হাসান ইমাম, সাখাওয়াত হোসেন, মমিনুল হক চৌধুরী, শহীদ খান, তোফিক আজিজ খান, দীলিপ দত্ত, আসাদুজ্জামান নূর, সুফিয়া বেগম, উজ্জ্বল, মাসুদ আলী খান, ইকবাল আনসারী খান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রামেন্দ্র মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, রোকেয়া কবীর, লিলি চৌধুরী, হোসনে আরা (বিজু), লায়লা সামাদ, সাবেরা খান, মনিমুন্নেসা, জহরুত আরা, মাসুদা চৌধুরী, রাজিয়া খান, সৈয়দা রওশন, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, হুমায়ুন আহমেদ, মুনীরা খান, সালমা চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদ (মরহুম), ইকবাল বাহার চৌধুরী, মাহবুব জামিল, আগা কোহিনুর আলম, আল-মামুন, মিজানুর রহমান, খালেদ ইউসুফ, মুসফিকুর রহমান, বদরুল হাসান, শামসুর রহমান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৪৮)

এছাড়াও সঙ্গীত ও নৃত্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল শিল্পী দেশের জন্য সুযশ ও গৌরব বয়ে এনেছেন তাদের মধ্যে সঙ্গীতে ১৯৪৯ পরবর্তী সময়ে লায়লা আরজুমান বানু, হুসনা বানু খানম, মালেকা আজিম খান, খালেদা ফ্যান্সি খানম (মঞ্জুরে খোদা), নীরু শামসুন্নাহার, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, মাহবুব আরা, জাহানারা লাইজু, সানজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, আখতার জাহান, পঞ্চাশের দশকে ফেরদৌসী রহমান, আঞ্জুমান আরা

Dhaka University Institutional Repository

বেগম, নাজমুন্নাহার, ফওজিয়া খান, রওশন আরা মাসুদ, রওশন আরা মুস্তাফিজ, রেবেকা, সুলতানা, জিনাত রেহানা, শামীমা বেগম, কাজী সুরাইয়া এরপরে মধ্য পঞ্চাশের দশক, ষাটের দশক ও সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকে, আবু বকর খান, মোঃ মনিরুজ্জামান, আতা খান, নাজমুল হুদা, নাসরীন শামস, নীলুফার ইয়াসমীন, সাবিনা ইয়াসমীন, শবনম মুস্তারী, সাবিহা মাহবুব, সৈয়দ আব্দুল হাদী, মোস্তফা জামান আব্বাসী, আশাফউদ্দৌল্লা, রবীন্দ্রনাথ রায়, ইকবাল, রমা কান্ত সেন, দুলাল ভৌমিক, ফকির আলমগীর, কিরণ চন্দ্র রায়, মহিউজ্জামান চৌধুরী, সুজিত মোস্তফা, সিরাজুল সালেকীন, ফাহিম হোসেন, সাদিয়া আফরীন, শিফাত-ই-মঞ্জুর, ডালিয়া নওশীন, ফেরদৌস আরা, নাশিদ কামাল, শাকিলা জাফর, শামীমা আখতার শিমু উল্লেখযোগ্য। (রহমান, ০১ ঃ ১৯২, ১৯৩)

যন্ত্র সঙ্গীতে পৃথ্বীশ গাঙ্গুলি (তবলা), শাহাদাত হোসেন শাহীন (সরোদ) এবং নৃত্যে সাধনা সেন, খালেদা বানু শারমীন, নীলু, জিনাত বরকত উল্লাহ, লায়লা হাসান, ডলি, আসমা খানম এ্যানী, নাসরীন জাহান খান উল্কা সাংস্কৃতিক অঙ্গণে সুপরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল ১৯৯৭ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে "গোল্ডেন হর্ন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ ফোক ড্যান্স ফেষ্টিভেল প্রতিযোগিতায়" বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যদলের সাথে প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে এবং পোষাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করে দেশের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি বয়ে আনে। (রহমান, ০১ ঃ ১৯৩)

শুধু তাই নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে সত্তরের দশক থেকে নাট্য শিক্ষাঙ্গণ, আরণ্যক নাট্যগোষ্ঠী, পদাতিক নাট্যদল, ঢাকা পদাতিক, লিটল থিয়েটার, নান্দনিক, নাগরিক নাট্যঙ্গণ (লাকী ইনাম), নটরাজ, সড়ক, ঢাকা সড়ক, লোক নাট্যদল (লাকী), লোক নাট্যদল (জুয়েল), কালিক, বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার, কুশীলব নাট্যগোষ্ঠী,

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের থিয়েটার, থিয়েটার মঞ্চ, ঢাকা নাট্যের, কমিউন থিয়েটার, ইউনিভার্সেল থিয়েটার, মহাকাল নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা নান্দনিক, দূর্বার নাট্যগোষ্ঠী, গণনাট্য কেন্দ্র, পদক্ষেপ থিয়েটার, নাট্যফৌজ, আজকাল নাট্য সংসদ, নাট্য নিকেতন, মোহনা থিয়েটার, নাট্য ভুবন, ঢাকা সুবচন, ইয়ং থিয়েটার ওয়ার্কস প্রভৃতি নামে টি.এস.সি কেন্দ্রীক নাট্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন সরকারের আমলে সরকারের দোষ গুণ বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৯০ এর গণ-আন্দোলনে এই সকল নাট্য প্রতিষ্ঠানের সামরিক সরকার বিরোধী ভূমিকা সর্বজনবিদিত। (রহমান, ০১ ঃ ১৯৫)

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সি-কে কেন্দ্র করে, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের নেতৃত্বে বিভিন্ন আবৃত্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন- কথা আবৃত্তি চর্চা কেন্দ্র, কণ্ঠশীলন, স্বরিত, মুক্তকণ্ঠ, স্বরশ্রুতি, স্বরকম্পন, মুক্তধারা সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, বৈকুণ্ঠ আবৃত্তি একাডেমী, দৃষ্টি, স্রোত আবৃত্তি একাডেমী, আবৃত্তি অংগণ, মুক্তবাক, ক'জনা, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, জাতীয় কবিতা পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, রৌদ্র করোটি, রমনা, বাচনিক, নৈবেদ্য আবৃত্তি একাডেমী, অন্যস্বর, প্রকাশ, নদী, রুদ্র সংসদ ও বিশ্বকলা কেন্দ্র টি.এস.সি-তে নিয়মিত আবৃত্তি চর্চা চালিয়ে আসছে এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে সেই ষাটের দশক থেকে এ দেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে।

শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, কর্মজীবনে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্রীড়া জগতে রোকেয়া হলের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত লুৎফুন নেসা বকুল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অঙ্গণে যে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তা দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। এছাড়া ১৯৫৮ এর দিকে রোকেয়া হলের ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ন সোফিয়া হাসান

Dhaka University Institutional Repository

জাহান (আলী) পরবর্তীতে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী হয়েছিলেন এবং এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং রানার্স আপ জেরিনা জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আরও যারা মাঠে নামতেন তাদের মধ্যে মাহমুদা খাতুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং রাশিদা বারি (মান্নান) সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক। এছাড়া রোকেয়া হলের বিজ্ঞানের ছাত্রী শাহওয়ার সাদেক ১৯৯০ সালে BBC'র Borad of Governers এর অন্যতম Governer পদে পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। শুধু তাই নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সত্যেন বোস কর্তৃক উদ্ভাবিত কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন তত্ত্ব শুধু মি. বোসকে আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত করেনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সুপরিচিতি দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এ.এম.এম মুহ্তাশাম হুসেন ও আনোয়ার হোসেনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ও কম উল্লেখযোগ্য নয়। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ১৩৭, ১৩৮, ১৮১, ২৭৯)

বিচারপতি ও আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, সাহাবুদ্দিন আহমদ, হাবিবুর রহমান, ও লতিফুর রহমান, এরা তিনজনই প্রধান বিচারপতি হিসেবে বাংলাদেশের তিনটি সংসদ নির্বাচন যথাঃ ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বিচারপতি বদরুল হক, বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাস রায় চৌধুরী, বিচারপতি মিজানুর রহমান, বিচারপতি জাকির আহমদ, বিচারপতি মুনিম চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবি গাজীউল হক, ব্যারিষ্টার রাবেয়া ভূঁইয়া, খ্যাতনামা আইনজীবী নরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত, বিশিষ্ট আইনজীবী মইনুল হোসেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য এবং এদের সকলেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ২৭, ২৯২, ৩৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী হিসেবে যারা এ দেশের রাজনীতিতে ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ হিসেবে মোজাফ্ফর আহমদ, ড. আনিসুর রহমান, ড. হুদা, ড. ইসলাম, ড. হক, ড. মামুদ, রেহমান সোবহান, ড. কে.টি.হোসেন, ড. মির্জা শাহ্জাহান, হরিহরদে, সৈয়দ নূরুল আলম, মহিউদ্দিন আহমদ, মনোয়ারুল ইসলাম, আবুল এহসান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী ইউসুফ, এ-হারুন, শেখ আব্দুল আজিজ, রফিকুল করিম, এ.ওয়াই.এম. নাঈম, মাহবুব জামিল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ৩৩১, ৩৩৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক, কলামিষ্ট, প্রবন্ধকার, সমালোচক, গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সাংবাদিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অবসর প্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী আমলা কবীর চৌধুরী, আখতার ইমাম, আবেদ খান, নিলীমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জাহানারা হক, অজয় রায়, কাজী মোতাহার হোসেন, অমলেন্দু বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, খোদেজা খাতুন, বেগম শামসুন নাহার নূর, কে.এম. বাবার, আশরাফুল হক, নির্মল সেন, দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, এনায়েতুল্লাহ খান, শওকত আনোয়ার, জগলুল এ চৌধুরী, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, বি.কে খান জাহাঙ্গীর, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সন্তোষ গুপ্ত, মাযহারুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান, রঙ্গলাল সেন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আতাউস সামাদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জহির রায়হান প্রমুখ

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রগতিশীল লেখক, শিক্ষক ও সাংবাদিকগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ৪৫, ৬১, ৮৫, ৯৯, ৩৪৯, ৩৫৭; ইসলাম, ০৩ ঃ ৫৭, ৮০; সিদ্দিকী, ৯৬ ঃ ৫৫, ১১৬, ১৫৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তদানিন্তন ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যারা আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে (যেমন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, সচিব, রাষ্ট্রদূত, যুগ্ম-সচিব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান) অধিষ্ঠিত আছেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সচিব তোফাজ্জল হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, অবসরপ্রাপ্ত সচিব সালাহউদ্দিন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও বিশিষ্ট লেখক আবদুল্লাহ আল-মুতী, অবসরপ্রাপ্ত সচিব নূরুল হক, অবসরপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র সচিব ফারুক চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত আমলা এবং বর্তমানে ইষ্ট-ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব এম.এম. রেজাউল করিম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জামিল চৌধুরী, বাংলাদেশের প্রথম মহিলা যুগ্ম-সচিব নাজমা রহমান (মরহুম), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য ও সচিব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন, প্রাক্তন সচিব মোকাম্মেল হক, সাবেক রাষ্ট্রপতির সচিব নূরুদ্দীন আল মাসুদ (মরহুম) যিনি ছাত্রাবস্থায় এস.এম. হলের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, প্রাক্তন ক্যাবিনেট সচিব সৈয়দ আহম্মদ তিনিও একই নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, ৯৮ এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খুরশীদ হামিদ, ৯৮ এ সরকারের অতিরিক্ত সচিব খালেদ সামস, ৯৮ এ ভারতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শফীশামী, প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব ফারুক সোবহান, সবেক মন্ত্রী এ কে ফায়জুল হক, নূর মোহাম্মদ, বাণিজ্য সচিব, সোহেল আহমেদ, প্রাক্তন সচিব নূর হোসেন খান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ, অবসরপ্রাপ্ত জাতিসংঘের বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রিয়াজ রহমান, সিএসপি ও বঙ্গবন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবের সচিব রফিকুল্লাহ চৌধুরী (মরহুম), ৯৮ এ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও অভিজ্ঞ কুটনৈতিক হুমায়ুন কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিকষক কেন্দ্রের প্রথম পরিচালক আমান-উজ-জামান খান, ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা সার্ভিসের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী, সরকারী কর্ম-কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মাযহারুল ইসলাম, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক দূর্গাদাস ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আব্দুল মমিম চৌধুরী এবং বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আফতাব আহমাদ, মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম. আসাদুজ্জামান অধ্যাপক এম. আসুদুজ্জামান, ড. জিন্নাতুন নেছা, যিনি ২০০৩ সালের আলোচিত ১০ জন শীর্ষ নারীর মধ্যে অন্যতম ছিলেন এবং প্রথম মহিলা সরকারী কর্ম-কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ছাড়াও রোকেয়া হলের প্রভোষ্ট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপ-উপাচার্য, মননশীল লেখক ও সাংবাদিক এবং দুইবার রাষ্ট্রদূত ও ১৯৭৭-৭৮ এ জ্বালানী মন্ত্রী এনাতুল্লা খান, ড. আশরাফ সিদ্দিকী যিনি ১৯৭৬ থেকে ছয় বছর বাংলা একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাথে দু'টো টারমযুক্ত ছিলেন। এখন তার লেখা 'লোক সাহিত্যের কাব্য' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য, জনাব মোমতাজ উদ্দীন আহমেদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি বে-ইষ্টার্ন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জাকিউদ্দিন আহমেদ, নারী আন্দোলনের নেত্রী লেখিকা ও সাংবাদিক মালেকা বেগম, মহিলা পরিষদের সভানেত্রী সুফিয়া কামাল, সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। (যুগান্তর, ০৪, ডিসেম্বর ৮ ঃ ২; আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ১১২, ১১৬, ১৮২, ২৬৫, ৩০১-৩২৬)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এদেশের রাজনীতিতে যে সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে

(১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামের পুরোধা ছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২ এর ছাত্র আন্দোলন, ৬৬ এর ছয়দফা প্রণয়ন ও স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন সহ ৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আকাশচুম্বী ছিল এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জনপ্রিয়তা। পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের এই অগ্রণী সৈনিক জীবনের অনেক গুলো বসন্ত নির্জন কারাগারে একাকী কাটিয়েছেন। আপোষহীন এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাংলার মানুষের জন্য লড়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এই রাজনৈতিক নক্ষত্রকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল বড় মর্মান্তিকভাবে সপরিবারে এই স্বাধীন দেশের মাটিতে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক বিপথগামী সৈনিকদের হাতে।

(২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় তিনি সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি এবং ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এই জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

(৩) তাজউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র। তিনি জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন দীর্ঘ ২৭টি বছর। ১৯৫৩-৫৭ সালে তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৬৪ সালে প্রাদেশিক আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ১৯৬৬ সালে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদটি অলংকৃত

Dhaka University Institutional Repository

করেন। প্রাজ্ঞ এই রাজনীতিবিদ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তাঁকেও নিজের স্বাধীন মাতৃভূমিতে ঘাতকের হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

(৪) জননেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ছাত্রী। ছাত্রী থাকাকালীন তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং রোকেয়া হলে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্যা কন্যা ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে আওয়ামীলীগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে। বর্তমানে তিনি প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এছাড়াও ১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। যেমনঃ

(৫) বেগম মতিয়া চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী, কৃষি খাদ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। ৬০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৬৪-৬৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৫-৬৬ এ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সভানেত্রীর পদ নিজের যোগ্যতায় দখল করেন। এই আপোষহীন নেত্রী ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলহাজ্ব আবদুস সামাদ আজাদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও ইতিহাস শাস্ত্রের ছাত্র। তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য এবং ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র এই রাজনীতিবিদ ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগরে বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছাড়াও ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্টে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। (ভোরের কাগজ, ৯৬, জুন ২৯)

(৭) শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহম্মেদ ছিলেন ষাট এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ছাত্র এবং ডাকসুর ভিপি। তিনি ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য, ১৯৭২ সালে কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলীর সদস্য এবং ১৯৭৩ ও ১৯৯১ সালে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিব বাহিনীর প্রধান চার সংগঠকের অন্যতম ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাবেক ছাত্র মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব এবং ১৯৭৫ সালেও মন্ত্রীর পদ মর্যাদায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সফর সঙ্গী হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভা, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন, কমনওয়েলথ সম্মেলন ও ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

(৮) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম (বীরউত্তম) ষাট এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান আর্মিতে যোগ দিয়ে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান আর্মির

Dhaka University Institutional Repository

ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে কমিশন লাভ করেন। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে তিনি ইষ্ট-পাকিস্তান রাইফেলস এর চট্টগ্রামস্থ হেড কোয়ার্টারের এ্যাডজুট্যান্ট পদে যোগ দেন এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। ২৫ মার্চ রাত ৮টা ৪০ মিনিটে তিনি তাঁর অধীনস্থ ইপি আর এর বাঙালি সৈনিক জেসিওদের নিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং রাত ১১টা ৩০ মিনিটের মধ্যে তার অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-জনতার সম্মিলিত সহায়তায় চট্টগ্রাম শহর নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ১ নম্বর সেক্টরের সেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন এবং তাঁর বীরত্বগাঁথা ভূমিকার জন্য তাকে জীবিত ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ সম্মান বীর উত্তম উপাধীতে ভূষিত করা হয়।

১৯৭২ সালে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতির পর তিনি চট্টগ্রামে বহুল প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা "দি পিপলস ভিউ" এর এ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে কাজ করেন, ১৯৭৭ সালে ঢাকা ওয়াসার চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে বি আই ডব্লিউ টি সি'র চেয়ারম্যান ও হ্যান্ডলুম বোর্ড এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে এই বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসেবে নৌপরিবহণ এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত "ATALC OF MILLIONS" ও লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। (ভোরের কাগজ, ৯৬ ঃ জুন ২৯)

(৯) যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের ছাত্র। ১৯৬৯ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সাংবাদিক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু। ১৯৮৮ সালে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রীর দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পালন করেন এবং ৮৬, ৮৮, ৯১ এবং ৯৬ এ তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। এছাড়াও ১৯৬৭-৬৮ এর দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮০ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং পরবর্তীতে সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে জাতিসংঘ সম্মেলন ও ইন্দোনেশিয়ার বানদুং সম্মেলনে অংশ নেয় এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও চীন সফর করেন বাংলাদেশের শুভেচ্ছা প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে। (আজকের কাগজ, ৯৬, জুলাই ৪)

(১০) আসম আব্দুর রব (মন্ত্রী) নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্র ষাট এর দশকে এখানে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন। ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখা ছাড়াও ১৯৭০ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নির্বাচিত সহ-সভাপতি হিসেবে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা নির্বাচিত হন এবং ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করার সৌভাগ্য তিনিই অর্জন করেন। আসম আব্দুল রব স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। তিনি ১৯৮৬, ৮৮ এবং ৯৬ এ সাংসদ নির্বাচিত হন এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি এবং আন্দোলনের কৌশল ও পদ্ধতি প্রসঙ্গে শীর্ষক তাঁর দু'টি প্রকাশনাও রয়েছে। (ভোরের কাগজ, ৯৬ ঃ জুলাই ৬)

Dhaka University Institutional Repository

(১১) আব্দুর রাজ্জাক (মন্ত্রী) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। ১৯৬৩ সালে ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত জিএস এবং ১৯৬৫-৬৬ ও ১৯৬৬-৬৭ সালে পরপর দু'বার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলন, ১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন সহ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বার বার জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থেকে এ দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

(১২) ওবায়দুল কাদের (প্রতিমন্ত্রী, ক্রীড়া ও যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তিনি ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলন ও ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন সহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কোম্পানীগঞ্জ থানা মুজিববাহিনীর (বিএলএফ) অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৪০০ সাল উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ও ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পরিষদের সদস্য সচিব ছাড়াও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক ছিলেন। জনতার মঞ্চের তিনি অন্যতম সংগঠন। (আজকের কাগজ, ৯৬, জুলাই ৪)

(১৩) আফছার উদ্দিন আহমদ খান (প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়) ছিলেন ষাট এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি এর ছাত্র। তিনি ১৯৭৯ সালে ঢাকা বার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, এবং ১৯৯৬ সালের সভাপতি নির্বাচিত হন। একজন

Dhaka University Institutional Repository

প্রাজ্ঞ আইনজীবী হিসেবে তাঁর বিশেষ সুনাম আছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধেও তিনি বলিষ্ঠ অবদান রাখেন।

(১৪) সৈয়দ আবুল হোসেন (প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়) ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যের ছাত্র। তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এসডিসি অর্থাৎ সাকো ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও ঢাকা বাণিজ্য ও শিল্প অনুষদ, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ, ন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশের সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। আওয়ামীলীগের শাসন আমলের শেষের দিকে অবশ্য তার মন্ত্রিত্ব বাতিল করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালেও তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এবং এ দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

(১৫) বন ও পরিবেশ মন্ত্রী সাজেদা চৌধুরীও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৬ ছয়দফা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং নারী সমাজকে রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত হন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের সদস্য ছাড়াও ১৯৭৩, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিজয়ী হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত একমাত্র মহিলা ট্রেনিং ক্যাম্পটির (কোবরা ক্যাম্প) পরিচালনায় ছিলেন তিনি। বদরুন্নেসা আহমেদ, আইভি রহমান সহ অনেক নারী তার সহযোগী হয়ে মুক্তিযুদ্ধে কাজ করেছেন। ১৯৭৬ সালে তিনি আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত হয়ে এ দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। (আশরাফ, ২০০০ ঃ ১৫৭)

(১৬) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জিল্লুর রহমানও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা। ১৯৬৬ এর ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলন সহ অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের নির্বাচিত ভিপি ছিলেন। এই প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এ দেশের সবকটি নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া ছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সময়কাল থেকে বঙ্গবন্ধু সহযোগী হয়ে এ দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন।

এছাড়াও সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এ এস এম কিবরিয়া, সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, সাবেক মন্ত্রী আব্দুল জলিল সহ বিভিন্ন নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামীলীগের সংসদ সদস্যদের মধ্যে আসাদুজ্জামান নূর, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

২০০১ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বর্তমানে দেশের সরকার গঠন করেছেন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এই সরকারের মন্ত্রী সভার সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন

(১) আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া, মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(২) ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৩) ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ, মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৪) এম.কে. আনোয়ার, মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

(৫) শাজাহান সিরাজ, মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(৬) ড. আব্দুল মঈন খান, মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়

(৭) হাফিজউদ্দিন আহম্মদ বীর বিক্রম, মন্ত্রী, পাট মন্ত্রণালয়

(৮) ড. ওসমান ফরুক, মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৯) বেগম সেলিমা রহমান, প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১০) রিয়াজ রহমান, প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১১) অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১২) সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রতিমন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(১৩) শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন, প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(১৪) আমান উল্লাহ আমান, প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

(১৫) আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন, প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১৬) এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী, প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

এঁদের প্রায় সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন এইসব ছাত্রনেতাদের মধ্যে ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন মহসীন হলের ভিপি ছিলেন, ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ ছিলেন ছাত্র শক্তির নেতা, শাজাহান সিরাজ বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন ছিলেন ডাকসুর ভিপি, আমান উল্লাহ আমান ৯০ এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের নেতা ও ডাকসুর ভিপি ছিলেন, আ.ন.ম এহছানুল হক মিলন ছিলেন ফজলুল হক হলের ভিপি। (কারেন্ট নিউজ, নভেম্বর ২০০১ ঃ ৪৪, ৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বিভিন্ন নির্বাচনে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রনেতা ছিলেন শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, ফজলুল হক মিলন, হাবিবুল ইসলাম হাবিব, নাজিমউদ্দিন আলম, ইলিয়াস আলী, জহিরউদ্দিন স্বপন সহ অনেকে।

শুধু তাই নয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও শিক্ষক। যেমন

ডা. শামসুল হুদা হারুন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হারুন-অর-রশিদ, আরেফিন সিদ্দিকী, আমিন উদ্দিন (৭১ এ শহীদ এবং ১৯৭০ এ পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার নির্বাচিত সদস্য), শওকত আলী, হাসান উদ্দিন সরকার, কাজী মোজাম্মেল হক, কর্ণেল অলি আহাদ, গোলাম আজম, অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান, নুরুল ফজল বুলবুল, শ্রী মুকুল বোস, আখতারুজ্জামান, নূরুল ইসলাম নাহিদ, মহিউদ্দীন খান আলমগীর, নূহ-উল-আলম লেলিন, আতাউর রহমান, অধ্যাপক এ.কে আজাদ চৌধুরী, প্রাক্তন সাংসদ আজিজুর রহমান, পংকজ ভট্টাচার্য, আবদুল মতিন, মমতা বেগম, নাজিম কামরান চৌধুরী, মাহবুব জামান, মাহমুদুর রহমান মান্না, তরুণ নেতাদের মধ্যে জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু, মুসতাক হোসেন, খায়রুল কবির খোকন, শ্রী শেখর দত্ত, অসিম কুমার উকিল, কাজী ইকবাল হোসেন, এস.এম কামাল হোসেন, কামরুজ্জামান আনসারী, হাবিবুর রহমান হাবিব, শাহে আলম (বর্তমানে আওয়ামীলীগের উপ-কমিটির সদস্য), নাজমুল হক প্রধান, শফি আহমেদ, নাসিরউরদ্দোজা, শাজাহান হাওলাদার সুজন, সাঈদ সোহরাব, গোলাম মূর্তজা, সাইয়িদ আহমেদ, মনোয়ার হোসেন রানা, আনোয়ার হোসেন, এরশাদ, জামান, শিরিন আক্তার, নাজমা রহমান, অপু উকিল, আইরিন পারভিন বাধন, সুভাষ সিংহ রায়, পংকজ দেবনাথ, খিজির হায়াত লিজু,

Dhaka University Institutional Repository

বিমল বিশ্বাস, আফজাল হোসেন, জাকারিয়া চৌধুরী প্রমুক উল্লেখযোগ্য। (আশরাফ, ২০০০ ঃ ১৬৬; সিদ্দিকী, ৯৬ ঃ ১৭৯; আওয়ামী কাউন্সিল, ৯৭ ঃ ১২-১৮)

এছাড়াও বাংলাদেশের প্রধান ২টি রাজনৈতিক দল ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনেকে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। এদের মধ্যে জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৮০), ন্যাপ সভাপতি মোজাফ্ফর আহমেদ, বাসদের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হক, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (জেপি), নাজিউর রহমান মঞ্জু (বিজেপি), মোজাহিদুল ইসলাম সেলিম স্বাধীন দেশের ডাকসুর প্রথম ভিপি এবং সিপিবি সাধারণ সম্পাদক, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন মানিক, বাসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মইনুদ্দীন খান বাদল, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা অজয় রায়, যুব মৈত্রীর আখতার সোবহান খান মাসরুর, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস, সাবেক কমিউনিষ্ট নেতা সামসুদ্দোহা, গণফোরামের সাবেক নেতা নূর-উল আলম লেলিন (বর্তমানে আওয়ামীলীগ নেতা), সাবেক নেতা গোলাম আযমসহ অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও ছাত্র। (ইসলাম, ০৩ ঃ ২৮০; হাননান, ২০০০ ঃ ৭২৭, ৭২৮; দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪ মে ১ ঃ ১৯)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৯১, ১৯৯৬ (১২ জানুয়ারী) ও ২০০১ সালে পর পর তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিনজন প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক। প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

উপদেষ্টাদের মধ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, ১৯৯৬ সালের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ, ২০০১ সালের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ প্রমুখ সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-প্রযুক্তি, সংস্কৃতি-শিল্পকলা ও রাজনীতি চর্চার সকল ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত চিন্তা-চেতনা বুকে ধারণ করে বিকশিত হয়েছে আমাদের জাতিসত্তা ও স্বাধিকার চেতনা। যে সকল কীর্তিমান প্রথিতযশা শিক্ষকের সংস্পর্শে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের বিদ্যাপীঠ হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে তাদের মধ্যে বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎস-আবিস্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গবেষক ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, কৃতী অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, বিশিষ্ট বাগ্মী ভাষা তাত্ত্বিক অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সহ অনেক সনামধন্য অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত শিক্ষক এই তালিকাভুক্ত। (যুগান্তর, ০৪ ডিসেম্বর ৮ ঃ ২; ইসলাম, ০৩ ঃ ৩১৪)

বাংলাদেশের সকল আন্দোলন, সংগ্রামে, রাজনীতিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-দর্শনে, স্বাধীনতা অর্জনে, সরকার গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে আজ অবধি এ দেশের

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অঙ্গণে যারা সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এ দেশের রাজনীতি, সরকার, সংসদ, সচল/গতিশীল থাকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক।

এ ক্ষেত্রে ইকবাল বাহার চৌধুরীর বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র ইকবাল বাহার চৌধুরী তার "ফেলে আসা দিনগুলো" প্রবন্ধে লিখেছেন, "এই শিক্ষায়তন যাদের জন্ম দিয়েছে তাদের নিয়েই বলা যায় আজকের বাংলাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন যারা, বাংলাদেশ পরিচালনার মূল দায়িত্ব তারাই পালন করেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও হয়তো করবেন। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি, খেলাধুলা, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা গৌরবময় অবদান রেখেছেন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫২ সালের অমর একুশ, ১৯৬২ আর ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন আর ১৯৭১ এর মুক্তি সংগ্রাম তথা স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম সবকিছুতেই ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্রদের নেতৃত্বের ভূমিকা।" (আনিসুজ্জামান, ৯৮ ঃ ৩০১)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জি

হেলাল, বশীর আল — ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

দাস, ড. নিতাই — মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৮।

গুপ্ত, সন্তোষ — একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

মেজর, জেনারেল এ.এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম — মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

বেগম, সাহিদা — ঃ যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।

ঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।

বেগম, ফিরোজা — বাংলাদেশের রাজনীতি, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ২০০০।

রেহমান, তারেক শামসুর (সম্পাদনা) — বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

সেন, ড. রংগ লাল — বাংলাদেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ২০০৩।

সোবহান, রেহমান — বাংলাদেশের অভ্যুদয় একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

হোসেন, সেলিনা — ঃ উনসত্তরের গণ-আন্দোলন, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

ঃ যুদ্ধ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

হোসেন, শওকত আরা — মুক্তিযুদ্ধ ও নারী, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

চৌধুরী, শামসুল হুদা — একাত্তরের রণাঙ্গন, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

চৌধুরী, ডা. আলীম ও চৌধুরী শ্যামলী নাসরীন — একাত্তরের শহীদ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আরেফিন, সামছুল — মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমেটেড, ১৯৯৫।

আওয়াল, মোহাম্মদ আব্দুল — বাংলা ভাষার ইতিহাস, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

আলম, মাহবুব — গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

আলমগীর, ফকির — মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও বিজয়ের গান, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৪।

আশরাফ, রীটা — বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনলো যারা, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ২০০০।

আসাদ, আসাদুজ্জামান — স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

আহম্মদ, আবুল মনসুর — আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৯।

আহমেদ, তোফায়েল — ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আহমেদ, সিরাজউদ্দীন — বাংলাদেশ গড়লো যারা, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

আহমদ, মেজর (অব:) হাফিজ, উদ্দিন — রক্তে ভেজা একাত্তর, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

আহমদ, মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন — রক্তে ভেজা একাত্তর, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আহমদ, আফতাব — ঃ বাংলার মুক্তি সংগ্রাম সিরাজউদ্দৌলা থেকে শেখ মুজিব, ঢাকা, সিটি পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি, ঢাকা, সাহিত্য কেন্দ্র, ১৯৯৭।

আহমদ, আবুল মনসুর — শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।

আহমদ, প্রফেসর সালাউদ্দিন ও অন্যান্য — বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭

আহমদ, ফয়েজ — আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ, ঢাকা, ১৯৯৭।

আহমদ, মনিরুদ্দীন — বাংলাদেশ ঃ ৭২ থেকে ৭৫, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০

আহমদ, রফিক — ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

আনিসুজ্জামান — মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আনিসুজ্জামান (ভূমিকা) জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদনা) — স্মৃতি কথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান (সম্পাদক)	চোখের দেখা প্রাণের কথা, ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই কনভেনশন-১৯৯৮, ঢাকা, যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং, ৬ জুন, ১৯৯৮।
ইব্রাহিম, মুনসী	মুক্তির জন্য যুদ্ধ, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯২।
ইসলাম, মেজর রফিকুল পিএসসি	শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
ইসলাম, নজরুল	একাত্তরের রণাঙ্গন অকথিত কিছু কথা, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৯।
ইসলাম, মাযহারুল	ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
ইসলাম, মুস্তফা নুরউল ও অন্যান্য	অমর একুশের প্রবন্ধ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০।
ইসলাম, জহিরুল	একাত্তরের গেরিলা, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।
ইসলাম, রফিকুল	ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭৪। ঃ বাংলাদেশ ঃ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংঘাত, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৮৯। ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬। ঃ সম্মুখ সমরে বাঙালি, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯। ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বছর, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৩।
ইসলাম, সিরাজুল	বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।
উমর, বদরুদ্দীন	ঃ পূর্ব বঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০। ঃ পূর্ব বঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (২য় খণ্ড), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৫। ঃ যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৭৬। ঃ পূর্ব বঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (৩য় খণ্ড), চট্টগ্রাম, বই ঘর, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

উমর, বদরুদ্দীন ঃ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৫।

ঃ ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯০।

ঃ ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯০।

ঃ আমাদের ভাষার লড়াই, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৩।

ঃ ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

ঃ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬।

ঃ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিষ্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯৯৬।

ঃ যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

ঃ দ্বিতীয় আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ, ঢাকা, অনুভব প্রকাশন, ১৯৯৯।

ঃ ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯।

ঃ একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০০।

ফরহাত, মোহাম্মদ উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।

উল্লাহ, মাহমুদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র (১৯০৫-১৯৭১) ৩য় খণ্ড, ঢাকা, পতিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

উল্লাহ, মাহফুজ অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকা, ভাষা প্রকাশনী, ১৯৮৩।

উদ্দিন, মেজর নাসির যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।

বকুল, ইসমাইল হোসেন রক্ত ঝরা একুশ, ঢাকা, এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০০।

বারী, ফজলুল একাত্তরের আগরতলা, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭।

মজুমদার, রামেন্দ্র বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, ঢাকা, অন্য প্রকাশ, ১৯৯৮।

মালেক, ড. এস ও অন্যান্য (সম্পাদনায়) ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

মামুন, মুনতাসীর ঃ গণতন্ত্রের ক্রান্তিলগ্নে, ঢাকা, খান ব্রাদার্স, ১৯৯২।

ঃ ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতায় থাকা, ঢাকা, আগামী প্রকশনী, ১৯৯৩।

ঃ ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবুর রহমান, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

ঃ সেই সব দিন, ঢাকা সময় প্রকাশন, ১৯৯৮।

মুক্তুল, এম আর আখতার ঃ মুজিবের রক্ত লাল, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯২।

ঃ চল্লিশ থেকে একাত্তর, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৮।

ঃ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

ঃ এক্যুশের দলিল, ঢাকা, অন্যনা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ঃ ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা, শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ওসমান, শওকত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০০।

রহমান, সৈয়দ রেজাউর গৌরবোজ্জ্বল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, মউর, ২০০১।

রহমান, আতাউর ভাষার লড়াই, বাঁচার লড়াই, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৭।

রহমান, আতাউর ও লেলিন, আজাদ ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০।

রহমান, ড. মোঃ মাহবুবর বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১), ঢাকা, সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

রহমান, ড. মুহাম্মদ হাবিবুর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

ওঝা, কৃত্তিবাস আমি মুজিব বলছি, ঢাকা, অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৯।

রফিক, আহমদ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

Jahan, Raunaq Bangladesh in 1972 : Nation Building in a New State, Asian Survey, 1973.

শফী, বেগম মুস তারী স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিনগুলি, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৬।

কামাল, মোস্তফা আসাদ থেকে গণ-অভ্যুত্থান, ঢাকা, এশিয়া পাবলিকেশন, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ, রহীম	মুক্তিযুদ্ধ পঁচিশ বছর, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৭।
খান, আতাউর রহমান	স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭০।
খান, ইসরাইল	ভাষার রাজনীতি ও বাঙলার সমস্যা, ঢাকা, বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৮৯।
খান, ইসরাইল	মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, ঢাকা, কাশবন প্রকাশন, ১৯৯৯।
খান, মনসুর আহম্মদ	উনসত্তরের শহীদ ড. শামসুজ্জোহা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।
খান, হাশেম	গুলিবিদ্ধ একাত্তর, ঢাকা, সময় প্রকাশন, ২০০০।
খান, গালিব হাসান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১।
Majmundar R.C. (ed)	History of Bengal (Vol.1), Dhaka University, 1943.
গফুর, আব্দুল (সম্পাদিত)	আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭।
সরদার, ফজলুল করিম (ভূমিকা) কবির, ফরিদ (সম্পাদনা)	স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৭।
সরদার, ফজলুল করিম	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব বঙ্গীয় সমাজ (অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এর আলাপচারিতা), ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।
সরকার, মোনায়েম	বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
ষ্টক, এ জি খানম, মোবাশ্বেরা (অনুবাদ)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি, ঢাকা, বঙ্গবন্ধু প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিঃ, ২০০১
সাইদ, আবু আল	আওয়ামীলীগের ইতিহাস, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩।
সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু	যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, ঢাকা, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৯।
সানু, ইকবাল হোসেন	মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ জিয়াউর রহমান, ঢাকা, হাসি প্রকাশনী, ২০০১।
সাঈদ, শামসুল আলম	বাঙালি জীবনে এক্যুশ, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
সাত্তার, আলমগীর	সত্তায় বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯৭।
সামাদ, বেদুইন	একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান, আমিনুর রহমান — বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

হক, গাজী উল
ও
মুকুল, এম আর আখতার — বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯১।

হান্নান, ড. মোহাম্মদ

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৫৩-১৯৬৯) ২য় খণ্ড, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৮৭।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ পর্ব), ঢাকা, গ্রন্থলোক, ১৯৯০।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (মুক্তিযুদ্ধ পর্ব), ঢাকা, গ্রন্থলোক, ১৯৯১।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (এরশাদের সময়কাল), ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯১।

ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯২।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৫২) ১ম খণ্ড, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৯৫৯-১৯৬৯) ২য় খণ্ড, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।

ঃ বাঙালির ইতিহাস, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-১৯৭১), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ২০০০।

ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

ঃ বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস (বঙ্গবন্ধুর সময়কাল), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

হাসান, হুমায়ুন	মুক্তিযুদ্ধের জল সীমায়, ঢাকা, জ্ঞানকোষ, ১৯৯৪।
হাবিব, হারুন	মুক্তিযুদ্ধের দুই যুগ, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
হাবিব, হারুন (সম্পাদিত)	প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৯১।
হাসিনা, শেখ	বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।
জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত)	গণতন্ত্র, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫।
জামিল, কর্নেল (অবঃ) শাফায়াত বীর বিক্রম	মুক্তির জন্য যুদ্ধ, ঢাকা, কলম্বিয়া প্রকাশনী, ১৯৯৯।
ঠাকুরতা, বাসন্তী গুহ	একাত্তরের স্মৃতি, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯১।
বিশ্বাস সুকুমার	ঃ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল ইতিহাস, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
	ঃ অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
মিয়া, এম.এ. ওয়াজেদ	বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।
ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ	৭১ এর দশ মাস, ঢাকা, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান ও অন্যান্য	মধুদা, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৪০৪ বাংলা।